উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৭,৬২০.২১ (-৫২৮.২৮)

নিফটি : ২৩,৫২৬.৫০ (-১৬২.৪৫)

ইন্ডিয়া জোট ভাঙা হোক

আপ-কংগ্রেসের খেয়োখেয়ি এতটাই তুঙ্গে যে ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়ার দাবি তুললেন ওমর আবদুল্লা এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। » ৯

গঙ্গাসাগরমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল গঙ্গাসাগরমেলা। মেলায় যাওয়ার প্রতিটি বাসেই থাকছে 'সাগরবন্ধু'। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১১°	২৬°	১০°	২৬°	১০°	২৬°	১১°

জঘন্য খেলে হার সামিদের » ১৩

২৫ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 10 January 2025 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 232

উত্তরের খোঁজে

সুপারি-কথায় তৃণমূলের বড় শত্রু তৃণমূলই

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মালদা স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু ঘুরলেই চোখে পড়ে, সেখানে অনেকটা জায়গাজুড়ে কালী মন্দির। রেল পুলিশের প্রধান দপ্তর লাগোয়া। এত বড় বেআইনি মন্দির বাংলার কোনও রেলস্টেশনেই দেখবেন না।

'প্রণামি দেবেন' লেখা বাক্সটিও দেখবেন যথারীতি। আর দেখবেন মন্দিরের গায়েই বন্দুকধারী প্রহরীর অবস্থান। সব বেআইনি ব্যাপার কোনও ছুমন্তরে আইনি হয়ে গিয়েছে।

মালদা শহরেও বহু বেআইনি নির্মাণ ছুমন্তরে আইনি হয়ে যায় ঠিক এভাবে। শুধু উপযুক্ত 'প্রণামি' চাই। এই মালদা তো বিধুশেখর শাস্ত্রী, শিবরাম চক্রবর্তীর মালদা নয়।

এই মালদায় শাসকদলের মাথারা সবাই অন্য পার্টি ঘুরে আসা মুখ, আদর্শকে মারো গুলি। কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক... তৃণমূলে এক দেহে হল লীন। জেলার দুই মন্ত্রীও দলবদলিয়া। সবাই মিলে চব্বিশ ঘণ্টা ল্যাং মারামারিতে ব্যস্ত। বিজেপি, কংগ্রেসেও দলবদলিয়ার ভিড়। বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু তো মার্কসবাদী থেকে সরাসরি হিন্দুত্ববাদী!

পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্ক বলতে কিছু নেই। ন্যূনতম শৃঙ্খলাও নেই। নইলে পুরসভার কার্নিভাল চলার সময় বাবলা নিজের ওয়ার্ডে আলাদা কার্নিভাল চালাতেন কী করে? কালীঘাট-ক্যামাক স্ট্রিট সব দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকত কেন?

লোকসভা ভোটে এজন্যই বাইরের প্রার্থী দিতে বাধ্য হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাহনওয়াজ আলি রাইহান 'বিশ্বাসঘাতক'দের দাপটে চোখের জলে নাকের জলে হয়ে জেলাছাড়া। বাবলার হত্যাকাণ্ডে বিশ্বাসঘাতকের তত্ত্ব আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত।

মালদার মনস্কামনা রোড যেখানে নেতাজি রোডে মিশল, সেখান থেকে একটু এগোলেই ডানদিকে এক মূর্তি। টুপি পরা সে মূর্তি বিশ্বনাথ গুহের। তিনিও ১৬ বছর আগে খুন হয়েছিলেন। তাঁর খুনেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা উঠেছিল। উঠেছিল জমি ও তোলাবাজির গল্প। এখনও ব্যাপারটা ধোঁয়াশা।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কি নতুন?

মমতা যতই আম-আমসত্ত্বের কথা বলে যান, মালদা লোকসভায় তাঁকে শূন্য হাতে ফেরায় একটা কারণে। তৃণমূলই এখানে বড় শত্রু তৃণমূলের। দলবদলিয়া নেতারা কেউ কাউকে পছন্দ করেন না। ভালো চান না। নইলে তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতির হত্যাকাণ্ডে ইংরেজবাজার শহর সভাপতি গ্রেপ্তার হন?

সুপারি কিলার দিয়ে নেতা খুনের অপসংস্কৃতি মালদার হাত ধরে আবার উঁকি দিল উত্তরবঙ্গে। এই জেলা দুষ্কৃতীদের পক্ষে আদর্শ।

এরপর দশের পাতায়

করোনেশনের বিকল্প সেতু, উদ্যোগী রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস ও সানি সরকার

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : সেবকে এলিভেটেড করিডর তৈরির অর্থবরাদ্দ যখন করেছে কেন্দ্র, তখন বিকল্প করোনেশন সেতুতে সায় দেওয়ার বার্তা দিল রাজ্য। পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, সেবকে তিস্তার ওপর বিকল্প সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা প্রায় শেষপর্যায়ে। ডিপিআর তৈরির কাজ চূড়ান্ত করতে প্রয়োজনীয় সবকিছু সেরে ফেলা হচ্ছে দ্রুতগতিতে। ডিপিআর চূড়ান্ত হলেই অনুমোদনের জন্য তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রকে। বৃহস্পতিবার নবান্নে পূর্তসচিব অন্তরা আচার্য 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেছেন, 'ডিপিআর দিল্লিতে পাঠানো নিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। সেতু নির্মাণের ডিপিআর চূড়ান্ত করার আগে পরিবেশগত দু'একটি বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই এলাকায় হাতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর যাতায়াতের পথ রয়েছে। ফলে কিছু এলিভেটেড ওয়ে নির্মাণ করাও দরকার। যার জন্য প্রয়োজন বন ও পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র লাগবে। আশা করা যায়, এসব মিটলেই আমরা কেন্দ্রের কাছে ডিপিআর পাঠাতে পারব।'

নতুন সেতুর ক্ষেত্রে অনেক জট

এরপর দশের পাতায়

বিকল্প সেতু

- প্রাথমিক ব্যয় ১২০০ কোটি
- ডিপিআর তৈরি করে দিল্লিতে পাঠানো চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে
- বন্যপ্রাণীর করিডর দিয়ে যাওয়ার জন্য এই পথে এলিভেটেড ওয়ে তৈরি করতে হবে
- বন ও পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র লাগবে

দাবানল

দাউদাউ করে জ্বলছে হলিউড হিলস। হেলিকপ্টার থেকে জল ছড়িয়ে আগুন মোকাবিলার চেষ্টা। ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে। -এএফপি

মাল পুরসভায় সংকট

পদ থেকে অব্যাহতি চাইলেন উৎপল

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৯ জানুয়ারি : যত দিন গড়াচ্ছে ততই মাল পুরসভার অচলাবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। চেয়ারম্যান স্বপন সাহা এবং পুরসভা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির বিরোধে কাউন্সিলারদের দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার পদ থেকে অব্যাহতি চাইলেন মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। দলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে চিঠি দিয়ে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি। তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মাল পুরসভায় তাঁর অনুগত কাউন্সিলাররাও। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাল পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তা ইতিমধ্যেই বাতিল করেছেন ভাইস চেয়ারম্যান। বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'ভাইস চেয়ারম্যান তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। তবে বিষয়টি নিয়ে দলের উচ্চ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবে।' মহুয়া এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। স্বপন বলেন, 'আমি দলে নেই। তাই এ ব্যাপারে মন্তব্য করব না। তবে এমন সিদ্ধান্ত পুরসভার পক্ষে বেদনাদায়ক।

আবাস যোজনা, পাসপোর্ট কেলেঙ্কারির মতো দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে মালের পুর চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে। তবে, তাঁকে পদ থেকে সরায়নি দল। অথচ দলের নির্দেশমতো পুরসভার সমস্ত কাজ পরিচালনা করছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান। স্বপন সাহা ছুটি নিয়ে পুরসভায় অনুপস্থিত থাকায় কোনও সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। গত নভেম্বরে স্বপন পুরসভায় স্বপদে যোগ দেওয়ার পর সমস্যার সূত্রপাত। কাউন্সিলারদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়ে যায়। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হওয়ায় মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের উপস্থিতিতে বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠকে পুরসভা পরিচালনার দায়িত্ব উৎপলকে দেওয়া হয়। দলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ নিজের বাসভবনে বিশেষ বৈঠক ডেকে মালের দলীয় কাউন্সিলারদের নির্দেশ দিয়েছেন উৎপলকে সহযোগিতা করতে। তবে, স্বপনকে এখনও পদত্যাগ করতে বলেনি দল।

এদিন দুপুরে আচমকাই নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতির কথা ঘোষণা করেন উৎপল। কাউন্সিলার অজয় লোহার, পুলিন গোলদার, মণিকা সাহা, প্রাক্তন কাউন্সিলার রূপক সিনহাকে পাশে নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।

উৎপলের অভিযোগ, 'দলের নির্দেশ অমান্য করে দল থেকে

এরপর দশের পাতায়

সাংবাদিক সম্মেলনে অনুগত কাউন্সিলারদের সঙ্গে উৎপল ভাদুড়ি।

কখনও লাইনের ওপরে গাড়ি, কখনও বিপজ্জনকভাবে ট্রেনের সামনে দিয়ে লাইন পারাপার। আমজনতার অসচেতনতায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে রেলপথে

দুর্ঘটনা এড়াল রাজধানী

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : লেভেল ক্রসিংয়ের ব্যারিয়ার নামানোর সময় বেপরোয়াভাবে লাইন পার হতে গিয়ে ধাক্কা মেরে ব্যারিয়ার ভেঙে দিল একটি পিকআপ ভ্যান। ধাক্কা মারার পর দুটি লাইনের মধ্যে উলটে যায় গাড়িটি। সেই সময় ডাউন লাইন ধরে আসছিল ডিব্রুগড় থেকে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস। গতি কম থাকায় চালক ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন। বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় ট্রেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধূপগুড়ি শহরের বটতলা লেভেল ক্রসিংয়ের এমন ঘটনায় হইচই শুরু হয়েছে।

রেল সূত্রে খবর, এদিন ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেস শালবাড়ি স্টেশন পার করতেই ধূপগুড়ি বিডিও অফিস সংলগ্ন লেভেল ক্রসিংয়ে (এনএন-৩৬) ব্যারিয়ার নামাতে শুরু করেন রেলকর্মী বিমল রায়। সেই সময় ধূপগুড়ির দিক থেকে কদমতলার দিকে আসা

এরপর দশের পাতায়

বটতলা লেভেল ক্রসিংয়ে ব্যারিয়ার ভেঙে উলটে যাওয়া পিকআপ ভ্যান।

লাইন পার হতে গিয়ে মৃত ২৩৪

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ জানুয়ারি : সচেতনতামূলক প্রচার কোনওভাবেই কাজে আসছে না। ঝুঁকিপূর্ণ রেললাইন পার হতে গিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে গত এক বছরে মারা গিয়েছেন ২৩৪ জন। আহত হয়েছেন ৪০ জন। ট্রেনের দরজার সামনে থেকে পড়ে গিয়ে ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর তাতেই ঘুম কেড়েছে আরপিএফের। রেলের তরফে সচেতনতার প্রচার করেও সমস্যা সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। তাই এবার রেলের তরফে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হচ্ছে। কেন এত ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করছেন সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না আরপিএফ কর্তারা। বারবার সচেতন করা সত্ত্বেও এই ট্রেন্ড বন্ধ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আরপিএফের তরফে বিভিন্ন সময় রেললাইন পারাপার না করার জন্য, কিংবা লেভেল ক্রসিংয়ে গেট পড়া অবস্থায় পারাপার না করা এমন সচেতনতার প্রচার করা হয়। ইউটিউব চ্যানেলও প্রচার করা হয়। তা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার চলছেই। আর তার ফলে ঘটছে দুর্ঘটনা। বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা।

এরপর দশের পাতায়

ফালাকাটার সুভাষপল্লিতে এক গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে জোড়া হাতি। বৃহস্পতিবার। ছবি : ভাস্কর শর্মা

ট্রেনের চেন টানলে টাকা মিনিটপিছু

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ জানুয়ারি : 'টু স্টপ দ্য ট্রেন, পুল দ্য চেইন।' তা বলে সেই চেন বিনা কারণে টানা যায় না। এতদিন তা করলে জরিমানা ছিল ৫০০ টাকা। তবে বদলাচ্ছে রেলের জরিমানার ধরন। অকারণে চেন টেনে ট্রেন দাঁড় করালে জরিমানা হিসেবে এখন থেকে মিনিটপিছু গুনতে হবে টাকা। ২ মিনিট ট্রেন থামলে প্রায় ১৪ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করবে রেল। ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার সময় বাড়লে ওই জরিমানার অঙ্কটাও গুণিতকের হিসেবে বাড়বে। তার মানে অবশ্য চেন টানলেই জরিমানা নয়। জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে অবশ্যই ছাড় থাকবে।

এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার সৌরভ দত্ত বলেন, 'জরুরি কারণ ছাড়া শুধুমাত্র বাড়ির কাছে ট্রেন থামাতেই চেন টানা চলবে না। কোনও যাত্রী যদি বাড়ির সামনে নামার জন্যই ট্রেনের চেন টেনে থাকেন এবং তা প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত যাত্রীদের আর্থিক জরিমানা করা হবে। এই বিষয়ে রেলমন্ত্রকের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।'

রেলকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অনেক সময় বাড়ির সামনে টেনের স্টপ না থাকলে যাত্রীদের একাংশের বিরুদ্ধে চেন টেনে ট্রেন থামানোর অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে আইনি পদক্ষেপও করেছে রেল। তা সত্ত্বেও যাত্রীদের একাংশ ব্যক্তিগত কারণে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করেন। এতে চলন্ত ট্রেন তড়িঘড়ি থামতে হয়। অথচ কেবল জরুরিকালীন পরিস্থিতিতেই চেন টানার নির্দেশ রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

জরিমানার ধরনে বদল

জাতীয় সড়ক নিয়ে নয়া নকশা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : মহাসড়কের আদলে ময়নাগুড়ি শহরের ওপর রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। শহরের দাড়িভেজা মোড় থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত চার কিলোমিটার এলাকায় এই সড়ক নির্মাণ হবে। বর্তমানে মূল রাস্তাটি সাত মিটার চওড়া রয়েছে। সেটি দুই পাশে বাড়িয়ে ১০ মিটার চওড়া করা হবে। এই রাস্তার দুই পাশে থাকবে পাকা রেলিং। রেলিংয়ের দুই পাশে সাড়ে পাঁচ মিটার চওড়া করে আরও দুটি সার্ভিস রোড নির্মাণ করা হবে। এই পাকা রাস্তার পরে থাকবে বড় নর্দমা। নর্দমার ওপর থাকবে পাকাপোক্ত ঢাকনা। এই চার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যতটা সম্ভব সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনাও রয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের।

ময়নাগুড়ি শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। মূল রাস্তা ও তার দু'পাশের রাস্তা মিলিয়ে ২১ মিটার চওড়া হলে আমূল পালটে যাবে ময়নাগুড়ি শহরের চালচিত্র। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য দোকানপাট ভাঙা পড়বে। বৃহস্পতিবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ সহ এক বিশেষ প্রতিনিধিদল আসে ময়নাগুড়ি পুরসভায়। পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরা রাস্তার নকশা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এনএইচ-৯) দেবব্রত ঠাকুর এদিন বলেন, 'ময়নাগুড়ি শহরের ওপর দাড়িভেজা মোড় থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত মূল রাস্তাটি বাড়িয়ে ১০ মিটার চওড়া করা হবে। রাস্তার দু'ধারে পাকা রেলিং থাকবে। রেলিংয়ের দু'ধারে আরও সার্ভিস রোড নির্মাণ করা হবে। সেই দুটি রাস্তা সাড়ে পাঁচ মিটার করে চওড়া হবে। তার দু'ধারে থাকবে ঢাকনা দেওয়া পাকা নর্দমা। খুব শীঘ্রই দিল্লিতে এই প্রকল্প পাঠানো হবে। অনুমোদন মিললে কাজ শুরু করা হবে।'

শহরের ওপর দিয়ে যাওয়া চার কিলোমিটার জাতীয় সড়কের দু'ধারে গ্রিন সিটি প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার কাজ করেছিল পুরসভা।

এরপর দশের পাতায়

ময়নাগুড়ি শহরে সব মিলিয়ে ২১ মিটার চওড়া হতে পারে জাতীয় সড়ক।

চিন্তায় ময়নাগুড়ি

- মূল সড়ক ৭ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১০ মিটার হবে
- তার দু'পাশে আরও সাড়ে ৫ মিটার করে দুটি রাস্তা হচ্ছে
- তারপর ঢাকনাযুক্ত পাকা নর্দমা থাকবে
- শহরে অসংখ্য গুমটি ও পাকা দোকান ভাঙা পড়বে নয়া পরিকল্পনায়

ঠান্ডায় জবুথবু হলেও রোদঝলমলে কালিম্পং পাহাড়। বৃহস্পতিবার।

দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা শূন্যতে

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে মরশুমে এই প্রথম দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা নেমে গেল শূন্যতে। বৃহস্পতিবার শৈলরানির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। এরই মাঝে সোমবার থেকে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে সিকিমের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তুষারপাত হতে পারে দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকায়। যার প্রভাব পড়বে সমতলেও।

মঙ্গলবার রাতে সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, ফালুট সহ কয়েকটি জায়গায় তুষারপাত হয়। বৃষ্টি না হলেও কুয়াশা ও হাওয়ার দাপট থাকায় সমতলের তাপমাত্রা হু হু করে কমতে থাকে। বুধবার ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে সমতলের শহরগুলির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। তবে, এদিন রোদের ঝলক দেখতে পাওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন সাধারণ মানুষ।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেছেন, 'সিকিম পাহাড়ে শনিবার নতুন করে ঝঞ্ঝার প্রবেশ ঘটতে পারে। তাই ফের তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশাপাশি ওইদিন থেকে সমতলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালত
নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি নং ০১/ডি.আর.সি.
তাং ইং ১০ই জানুয়ারি, ২০২৫ সম্পর্কিত

উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতে বর্তমান ও সম্ভাব্য শূন্যপদ পূরণের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের থেকে অনলাইন মারফত আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। শূন্যপদের বিশদ বিবরণ, বেতনক্রম, ন্যূনতম যোগ্যতা, পরীক্ষা প্রক্রিয়া, পরীক্ষার আবেদন মূল্য, অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলি অথবা উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালত এবং মহকুমা আদালতের নোটিশ বোর্ড দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

https://uttardinajpurcourtrecruitment2024.in অথবা
https://northdinajpur.dcourts.gov.in অথবা www.uttardinajpur.nic.in অথবা
www.calcuttahighcourt.gov.in

স্বাঃ
জেলা জজ ও চেয়ারম্যান
জেলা নিয়োগ কমিটি, উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালত, রায়গঞ্জ

আজ টিভিতে

সৈকত শেখরেশ্বর রাও এবং অর্পিতা রায়ের (তরুণ মজুমদার স্পেশাল) গান শুনুন গুড মর্নিং আকাশ সকাল ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রাজু আঙ্কল, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ শিবা, সন্ধে ৭.৩০ জোশ, রাত ১০.৩০ খলনায়ক
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মামা ভাগ্নে, দুপুর ২.৩০ অভিমান, বিকেল ৫.৩০ বৌমার বনবাস, রাত ১২.০০ রাজকুমারী
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.১৫ হিরোগিরি, সন্ধে ৭.১৫ জোর, রাত ১০.০০ ঘটক
ভিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাঞ্চনরঙ্গ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রেমের কাহিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কতো সুন্দর
জি সিনেমা : বেলা ১১.০৫ দাবাং, দুপুর ১.৪১ গীতা গোবিন্দম, রাত ১১.০০ ভোলা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৯ বেঙ্গল টাইগার, দুপুর ১.৫৬ ক্রস লি : দ্য ফাইটার, বিকেল ৪.৩৯ বিজনেসম্যান-টু, সন্ধে ৭.৩০ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.৩১ দাবাং-টু
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১.০০ রামপুরি দামাদ, বিকেল ৩.০০ রিভলভার রানি, ৫.৩০ রুদ্র অবতার, সন্ধে ৭.৪৫ সুরমা, রাত ১০.১৫ সূর্যবংশম
সোনি পিক্স : বেলা ১১.২৪ দ্য ডার্ক টাওয়ার, দুপুর ১.১৯ মেকানিক, ২.৫৬ গডজিলা, বিকেল ৫.১২ জার্নি টু, সন্ধে ৬.৪৯ এজ অফ টুমোরো, রাত ৯.০০ বুলেট ট্রেন
মুভিজ নাও : দুপুর ১.৪৫ স্পিড, বিকেল ৩.৪০ ডার্ক ফিনিক্স, ৫.২৫ দ্য ডার্কেস্ট আওয়ার, সন্ধে ৬.৫০ রকি-টু, রাত ৮.৪৫ আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ১১.১০ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ

জোশ সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

ডার্ক ফিনিক্স
বিকেল ৩.৪০ মুভিজ নাও

রোদ্দুর নারাজ থাকলেও গুঞ্জাকে ক্ষমা করে দেয় ময়না।
পুবের ময়না বিকেল ৩.৩০ জি বাংলা

রাজবাড়ি মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ ফেব্রুয়ারি

হেরিটেজ নথি চাইল কোর্ট

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : রাজবাড়িকে হেরিটেজ স্বীকৃতি ঘোষণার নথি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি চাইল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজপ্রাসাদকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছিল রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। কিন্তু রাজবাড়ির পরিবার সূত্রে হেরিটেজ স্বীকৃতি বাতিলের দাবিতে গত বছর সার্কিট বেঞ্চে মামলা করা হয়। বৃহস্পতিবার সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু রাজ্য হেরিটেজ কমিশন থেকে প্রয়োজনীয় নথি আদালতে জমা না করায় নথি তলব করে মামলার পরবর্তী তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেন বিচারপতি। মামলার সরকারি আইনজীবী হীরক বর্মন জানান, রাজবাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণার ইস্যুতে বিচারপতি হেরিটেজ কমিশনকে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নথি জমা করতে বলেছেন।

বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি। জলপাইগুড়িতে।

জলপাইগুড়ির ইতিহাস অনুসন্ধান ও ঐতিহ্য মঞ্চ নামে এক সংগঠনের সুপারিশে রাজ্য হেরিটেজ কমিশন জলপাইগুড়ির রাজবাড়িকে ২০০৭ সালে হেরিটেজ ঘোষণা করেছিল। কমিশনের ওয়েবসাইটেও সেই উল্লেখ রয়েছে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে রাজবাড়িকে হেরিটেজ হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজবাড়ির সার্বিক সম্পত্তির উপর প্রশাসনিক সর্বেক্ষণ করতে বলা হয়েছিল। ২০২৩ সালে এই সিঙ্গল বেঞ্চের মামলার আগে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেইমতো জেলা প্রশাসন সম্পত্তি নিয়ে সার্বিক সমীক্ষাও করে। জেলা প্রশাসন, জলপাইগুড়ি পুরসভা এবং হেরিটেজ কমিশন নিজ নিজ নথি আদালতে জমাও করেছিল। কিন্তু বাদ সাধেন রানি প্রতিভা দেবীর উত্তরসূরিরা। রানি প্রতিভার ছেলে প্রণত বোস ও তাঁর ছেলে সৌম্য বোস মামলা করেন। তাঁদের রাজপ্রাসাদ হেরিটেজ নয় বলে সার্কিট বেঞ্চে দাবি করা হয়। সেই মামলায় জলপাইগুড়ি পুরসভা, কমিশন ও রাজার পুত্র গৌরীশংকর দেব রায়কতকে পার্টি করা হয়। এরা হলেন প্রতিভার উত্তরসূরিদের বিপক্ষে। এখন ফেব্রুয়ারির দিকেই তাকিয়ে রয়েছে দুই পক্ষ।

খুকুমণির বিয়ে। বালুরঘাটের সবলামেলায় বৃহস্পতিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

বড় পর্দায় মুখ্য চরিত্রে ইউটিউবার 'সিনেবাপ'

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৯ জানুয়ারি : 'সিনেবাপ' এবার সিনেমায়। একেবারে মুখ্য চরিত্রে। সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় বেশ পরিচিত নাম কোচবিহারের মৃন্ময় দাস। 'সিনেবাপ' নামেই তিনি জনপ্রিয়। এবার মৃন্ময় বড় পর্দায় আসছেন মানব পাচার সংক্রান্ত একটি সিনেমা নিয়ে। আগামী মার্চ মাসেই 'খাঁচা' নামে ওই সিনেমাটি মুক্তি পাবে। কলকাতার পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তীর তৈরি সিনেমায় রজতাভ দত্ত, মীর সহ একাধিক অভিনেতা সেখানে অভিনয় করছেন।

কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা মৃন্ময়। প্রথমে জনপ্রিয় একটি রিয়েলিটি শোয়ের প্রতিযোগী ছিলেন। পরবর্তীতে ইউটিউবার হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান। মৃন্ময় বলছেন, 'বহু বছরই ধরেই ইচ্ছে ছিল সিনেমার হিরো হব। কিন্তু মেইনস্ট্রিম কমার্সিয়াল সিনেমায় হিরো হওয়া মুখের কথা নয়। তার জন্য সঠিক প্রস্তুতি, সঠিক মানুষদের সান্নিধ্যে আসা, আর সঠিক সময়টা খুব দরকার। ইউটিউবটা আমার শখ ও পেশা হলেও খাঁচার মাধ্যমে আমার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।'

'খাঁচা' সিনেমায় সিনেবাপ মৃন্ময়।

'খাঁচা' কী ধরনের সিনেমা? নির্মাতারা জানাচ্ছেন, এটি আসলে অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা। মানব পাচারের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করা হয় তারই দৃশ্য ফুটে উঠবে এখানে। রোমহর্ষক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে টানটান চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়েছে। শুধু থ্রিলার সিনেমা হিসেবেই নয়, এই সিনেমাটি সচেতনতার কাজেও লাগবে বলে দাবি করেছেন নির্মাতারা।

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, চিত্রগ্রাহক মলয় মণ্ডল, প্রযোজক প্রবীর ভৌমিক। সিনেমায় চারটি গান রয়েছে। অনির্বাণ বলছেন, 'সিনেমা হলগুলিতে খাঁচা মুক্তি পাবে। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ দক্ষিণবঙ্গের নানা জায়গায় এই সিনেমার শুটিং হয়েছে। এখানে মৃন্ময় দারুণ রোল করেছে। আমরা আশাবাদী সিনেমাটি সকলের ভালো লাগবে।'

এর আগে ইউটিউবে 'কমেডি', 'রোস্টিং', 'মিউজিক' ভিডিও তৈরির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ওয়েব সিরিজও বানিয়েছেন মৃন্ময়। সেগুলিতে ভালো সাড়া পাওয়ার পর এবার যেন অভিনয় জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন অক্সিজেন পেলেন তিনি। 'খাঁচা'-য় অভিনয়ের কাজ শুরু হয়েছে মাস কয়েক আগে। তবে তার বহু আগে থেকেই মৃন্ময়কে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। মৃন্ময়ের কথায়, 'এই সিনেমায় আমার মাসকুলার ফিগার প্রয়োজন ছিল। সেজন্য শুটিং শুরুর ছয় মাস আগে থেকে কঠোর অনুশীলন ও ডায়েট মেনে চলতে হয়েছে। অভিনয় নিয়ে প্রচুর ওয়ার্কশপ করেছি।'

'সিনেবাপ' মৃন্ময়কে মোবাইল কিংবা কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতেই অভ্যস্ত নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা। তবে সিনেবাপে'র সিনেমা দর্শকদের মধ্যে কতটা সাড়া ফেলবে তা জানতে অবশ্য মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

প্রাথমিকে বার্ষিক ক্রীড়ার সূচি

নাগরাকাটা, ৯ জানুয়ারি : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়াদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। আগামী ১০ থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে জোন, অঞ্চল, পঞ্চায়েত বা সার্কেল, ২২ থেকে ২৭ জানুয়ারির মধ্যে মহকুমা ও ২৯ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতাগুলি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ৪০তম রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার স্থান ও দিনক্ষণ ঘোষণা হবে বলে খবর। খেলা পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলায় ১১ সদস্যের একটি করে পরিচালন সমিতিও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। থাকছে নয় সদস্যের টেকনিকাল কমিটিও। প্রতিযোগিতার আয়োজন ঘিরে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া পরিচালন সমিতি শুক্রবার বৈঠকে বসছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান লক্ষ্যমোহন রায় বলেন, 'কবে কোথায় বিভিন্ন স্তরের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে তা ওই বৈঠকে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এরপর স্কুলগুলিকে সেই সিদ্ধান্তের কথা দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হবে।'

এবছরও প্রাথমিকের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে তিনটি করে বিভাগ থাকছে। তিন বিভাগ মিলিয়ে মোট ১৭টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION

Sl. No.	Name of Work	NIT No.	Estimated Amount	Remarks
1	Carriage of SFC produce from Hilajhora to Khunia Depot (Distance 0-5 Km.)	12/JFCD/Timber Carriage/ 2024-25	9,00,000.00 (Excl. of all taxes)	Bid submission start from 10.01.2025 at 10:00 A.M. onwards. Bid submission closing date 24.01.2025 upto 05:00 P.M.

For all details and online Tender submission visit : https://wbtenders.gov.in

Sd/- Divisional Manager
Jalpaiguri Forest Corporation Division
Jalpaiguri

Tender Notice
E-NIeT No:- 21 (e)/CHL-II/ B /2024-25, Dtd-08/01/2025 &22 (e)/CHL-II/ B /2024-25, Dtd-08/01/2025 Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bangal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev.Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block,
Malatipur, Malda

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online tenders and Offline EOI are being invited from reputed agencies for supplying (a) Laboratory Instruments (b) Furniture (c) Farm Machineries (d) E-Rickshaw, Scotty and Bicycle & (e) Production of Documentary Film. For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.ubkv.ac.in**
Registrar (Actg.)

কাটিহার মণ্ডলে স্বয়ংক্রিয় ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এন-২০২৪-কে-৩০ তারিখ: ০৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে স্বয়ংক্রিয় ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের মেরামত এবং বৃদ্ধির দ্বারা সুরক্ষার বর্ধিতকরণ। টেন্ডার রাশি: ১,০৪,৪৪,০৯৫.৯৫/- টাকা। বায়না রাশি: ২,০২,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Tender Notice
eNIT NO:- 05/WBSRDA/DD/2024-25 (1st Call)
of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division
Vide Memo No.: 08 \WBSRDA\DD, Dated: 08.01.2025
(E-Procurement)
Details of eNIT NO:- 05/WBSRDA/DD/2024-25 (1st Call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain - PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT|| WBSRDA|| DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 08.01.2025 at 16.00 Hrs.
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি
শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। থাকা ফ্রি। বেতন 11,000/- - 12,500/-। (M) :- 87976-33557. (C/114326)

স্মরণে
ঁতপন কুমার পাল
পথ দুরূহ/নেই প্রত্যুগমন/তবু আসছো তো,/যেভাবে জন্ম আসে/আসে মৃত্যু অবধারিত। আজ সেই দিন, ১০ই জানুয়ারি। গতবছর এই দিনে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলে অনন্তলোকে। তবু তুমি প্রতিক্ষণে আমাদের চিন্তায় মননে আছো আমাদের সাথে। তোমার সততা, উদারতা, পরোপকারিতা, কর্তব্যপরায়ণতা আমাদের জীবনের পাথেয় হোক। রূপালী (স্ত্রী) ও তমোঘ্না (কন্যা), জলপাইগুড়ি। (C/114326)

Tender Notice
NIT No. 65 of 2024-25 (1st Call) **dt** - 23/12/2024
Tenders of 1 (one) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 24/01/2025. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

কাটিহার ডিভিশনে নির্মাণ, পি. ওয়ে এবং গঠনের কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./০১ অফ ২০২৫, তারিখ : ০৩-০১-২০২৫, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: ১, কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : নিউ জলপাইগুড়িতে এক কোচ দৈর্ঘ্যের সিক লাইন নির্মাণ - ২টি কোচ হোল্ডিং (এক্সটেনশন - ১)। টেন্ডার মূল্য: ৪,৭৯,০৭,৯৫৮.৮৪/- টাকা, বিড সিকিউরিটি : ৩,৮৯,৫০০/- টাকা, টেন্ডার নং ২, কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার - তেজনারায়ণপুর - আরজিএম সাইডিংয়ের ব্যবস্থা - সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন ২টি স্টেশন। (পি.ওয়ে কাজ এবং গঠনের কাজ)। টেন্ডার মূল্য: ১,৭৫,২৭,৪৬৫.৪২/- টাকা, বিড সিকিউরিটি : ২,৩৭,৬০০/- টাকা, উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি১১_২০২৪/কে/১১২৩ তারিখ: ০৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি১১_২০২৪। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে-যাত্রা প্রারম্ভ থেকে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত এবং ফিরে আসার জন্য ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার হেতু ডিজি সেটসমূহের পরিচালন এবং যাত্রা পথে পাহারা দেওয়া সহিত পাওয়ার কারসমূহের ডিজেল ইঞ্জিন এবং ইহার অল্টারনেটরের নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কির্লোস্কার মেক ৫০০ কেভিএ ডিজি জেনেরেটর সেটের বিস্তৃত এএমসি। টেন্ডার রাশি: ২,৪৬,৬৫,৬২৪.১৭/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৭৩,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ৩০-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি
Applications are invited from the willing candidates in deputation vacancy M.M. Arabic with B.Ed. apply to the Secretary of Islamia Siddiquia Sr. Madrasah (Fazil), P.O - Jadupur, Dist- Malda Within 19-01-2025 (M-112600)

কিডনি চাই
কিডনি চাই A+, বয়স = 30-45 পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। (M) 9332367891. (C/114437)

অ্যাফিডেভিট
আমার পুত্র Rohit Agarwal, জন্ম শংসাপত্র নং E-91/1958338, রেজিস্ট্রেশন নং 2714, তাং 05-11-1993 আমার নাম ভুল থাকায় গত 07-01-25, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sanjay Kumar Agarwal এবং Sanjay Agarwal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। B. S. Road North, Ward No. 07, Cooch Behar Town, P.S. Kotwali, P.O. & Dist. Cooch Behar. (C/113157)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20140920158 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 09-01-2025, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jiban Krishna Dey এবং Jiban Krishna De, বাবা Dharani Kanta Dey এবং Dharani De এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ছাট ডুমনীগুড়ি, নিশিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার। (C/113156)

CINEMA
সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
GAME CHANGER
(H)
*ing : Ram Charan, Kiara Advani
Time : 12.30, 3.30. 6.30 P.M.

Now Showing at
BISWADEEP
GAME CHANGER
*ing : Ram Charan, Kiara Advani
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পাওনা আদায় হবে। শান্ত মাথায় ভেবে তবে ব্যবসায় লগ্নি করুন। **বৃষ :** আর্থিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা থাকবে। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। প্রেমে অভিমান। **মিথুন :** কোনও পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে। বন্ধুর পরামর্শে সমস্যা মুক্তি। **কর্কট :** নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে শুভ। **সিংহ :** আজ কোনও পরিচিত ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। অতি ভোজনে সমস্যা। **কন্যা :** কোনও প্রিয়জন আপনাকে ভুল বুঝে অপমান করতে পারেন। **তুলা :** ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের পরামর্শ কাজে লাগবে। **বৃশ্চিক :** আজ লোভ সংবরণ করুন। অর্থক্ষতির আশঙ্কা। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক আনন্দ। **ধনু :** কেউ অযথা উত্ত্যক্ত করতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। **মকর :** ব্যবসার কারণে দূরে না যাওয়াই ভালো। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। অকারণেই বিতর্কে পড়তে পারেন। **মীন :** সামান্য কারণে সাংসারিক ঝামেলা। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অশান্তির অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ পৌষ, ১৪৩১, ভাঃ ২০ পৌষ, ১০ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৫ পুহ, সংবৎ ১১ পৌষ সুদি, ৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৫। শুক্রবার, একাদশী দিবা ৯।৩৮। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ১।৩৬। শুভযোগ দিবা ২।৫৩। বিষ্টিকরণ দিবা ৯।৩৮ গতে ববকরণ রাত্রি ৮।৪০ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১।৩৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৩৮ গতে ত্রিপাদদোষ, দিবা ১।৩৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ৯।৩৮ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৯।৫ গতে ১১।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।২৫ গতে ১০।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।৩৮ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ১।৩৬ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ সাধভক্ষণ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৫।৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

ইংরেজদের কবরের স্মৃতিতে নাম সাহেবপোঁতা

ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের মাঝামাঝিতে রয়েছে 'সাহেবপোঁতা'। জায়গাটি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। ইংরেজ সাহেবদের কবরকে কেন্দ্র করে এই নামকরণ। সময়টা তখন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। সেসময় কোচবিহারের এবং ভুটানের রাজাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়েছিল। আর কোচবিহার রাজাদের পক্ষে থেকে সেই যুদ্ধে ফায়দা লুটেছিল ইংরেজরা। যুদ্ধের পর ১৮৬৫ সালে উভয়পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় সিনচুলা চুক্তি। তবে, এই চুক্তির আগে একটা ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সাহেবপোঁতা নামের উৎপত্তির রহস্য।

বর্তমান এই এলাকার উত্তরে জঙ্গল ও পাহাড়, পশ্চিমে শিলতোর্ষা নদী। অতীতে যুদ্ধ হয়েছিল এখানেই। এলাকার দক্ষিণে বর্তমান কোচবিহার জেলার পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল। এখানেই নাকি ব্রিটিশ সেনাদের শিবির ছিল। আর ব্রিটিশরা স্থানীয়দের সেনা হিসেবে নিয়োগ করত। সেই সেনা শিবিরে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন স্থানীয় হেদায়েত আলি খান। সাহেবপোঁতার ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর নাম। এক ইংরেজ সাহেব তখন ওই এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। মোট চারজন ইংরেজ সাহেব ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কর্নেল। যুদ্ধের প্রথম পর্বে ইংরেজ কর্নেল সহ তিন সাহেব মারা যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে সৈন্যরা আত্মরক্ষার কারণে পিছিয়ে আসে। অন্যদিকে, যুদ্ধজয়ের আনন্দে পাহাড়ের পথ ধরে ভুটানবাহিনী। এরই মধ্যে এক চতুর ভারতীয় সৈন্য মৃত কর্নেলের পোশাক পরে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের একত্রিত করে ভুটান বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতর্কিতে হওয়া সেই আক্রমণে অধিকাংশ ভুটান সেনা পাহাড়ি ও জঙ্গলের পথে মারা যায়। সেই নকল কর্নেল ছিলেন হেদায়েত আলি খান। যুদ্ধের পর আসল কর্নেল সহ চারজন ইংরেজ সাহেবের নিথর দেহ শিলতোর্ষা নদীর পূর্বদিকে (বর্তমান সাহেবপোঁতা) সমাধিস্থ করা হয়। তবে চার ইংরেজ সাহেবের নাম জানা যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ে শঙ্কা

বালুরঘাট, ৯ জানুয়ারি : এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি। গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন বাড়ি বদলই ভবিতব্য হয়ে উঠেছে। এদিকে, নিয়োগের পরও যোগদান করেননি উপাচার্য। এই অবস্থায় বালুরঘাট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কি অন্যত্র চলে যাচ্ছে? সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমনই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বালুরঘাটে ইতিমধ্যে নাগরিক মঞ্চ জোট বেঁধেছে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে। তবে এবার সবাইকে অবাক করে দিয়ে আন্দোলনে নামল তৃণমূলের ছাত্র-যুব সংগঠনগুলিও। বৃহস্পতিবার সংগঠনের নেতারা জেলা শাসকের কাছে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান। বালুরঘাটে স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবি উঠেছে।

সম্প্রতি বালুরঘাটে নাগরিক মঞ্চের তরফে একটি সেমিনার করে, জেলা শাসকের কাছে বালুরঘাটেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়েছিল। আর এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কিত তৃণমূলের ছাত্র-যুব সংগঠনই। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল যুবর তরফে জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করা হয়। বেরোনোর পর জেলা যুব তৃণমূল যুব সভাপতি তথা রাজ্য মুখপাত্র

বালুরঘাটে স্থায়ী ক্যাম্পাস দাবি

অম্বরীশ সরকার বলেন, 'জেলা শাসকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্থায়ী ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। জমি সমস্যা কোন পর্যায়ে রয়েছে সেসব সম্পর্কেও জানতে চেয়েছিলাম। লাভ হয়নি।'

কিন্তু এমন আশঙ্কার কারণ কী? ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় গঙ্গারামপুরে নাকি বালুরঘাটে তৈরি হবে, সেই জমি চিহ্নিতকরণ নিয়ে বিপ্লব মিত্র বনাম অর্পিতা ঘোষের এক অভূতপূর্ব লড়াই দেখেছে দক্ষিণ দিনাজপুর।

পাশাপাশি জেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১১.০৭ একর জমিতে ওই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রস্তুতি শুরু করে সরকার। পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যায়ে সেখানে অর্ধসমাপ্ত হয়ে রয়েছে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ। তবে ওই পর্যন্তই। অর্থের অভাবে যেমন সীমানা প্রাচীর, গেট নির্মাণের কাজ করা যায়নি এখনও, তেমনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থরও অনুমোদন হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনের জন্য অপেক্ষা না করে, বালুরঘাট শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে অস্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে কাজ শুরু হয়। তবে পরবর্তীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাঁই হয়েছে একটি বেসরকারি বিএড কলেজের পরিত্যক্ত হস্টেলে।

বন্ধুত্ব।। *বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের ক্যামেরায়।*

জোড়া হাতিতে তটস্থ ফালাকাটা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ জানুয়ারি : ভোর হওয়ার আগেই জঙ্গল থেকে ফালাকাটা শহরে ঢুকে পড়ল দুই অনাহুত দাঁতাল আগন্তুক। আর তাদের তাড়াতে বৃহস্পতিবার দিনভর কার্যত যুদ্ধ করতে হল স্থানীয় প্রশাসনকে।

সকাল থেকেই শহরে হুলুস্থুল। আতঙ্কের পরিবেশ। চারদিক পুলিশে ছয়লাপ। বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। আটকে দেওয়া হয় রাস্তাঘাট। স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ সংযোগ। এমনকি বিকালে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচলও। শেষপর্যন্ত জলদাপাড়ার দুই কুনকি তাড়িয়ে দিল বুনো দুই হাতিকে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর চালালেও এদিন জোড়া হাতির আগমনে কারও জখম বা মৃত্যুর খবর নেই।

ফালাকাটা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির একটি জঙ্গলে আশ্রয় নেয় দুটি হাতি। সারাদিন চেষ্টা করেও তাদের জঙ্গলে ফেরানো যায়নি। অবশেষে বিকাল ৫টা ১০ নাগাদ হাতি দুটি রেললাইন পার হয়ে কুঞ্জনগরের দিকে চলে যেতেই স্বস্তি ফেরে।

জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'দুটি বুনো হাতি এদিন ফালাকাটা শহরে ঢুকে পড়ে। খবর পাওয়ামাত্রই আমরা হাতি দুটিকে খুঁজে পাই। দিনভর উদ্বেগে কাটিয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই এদিন দুটি হাতিকেই জঙ্গলের পথে সুস্থভাবে পাঠানো সম্ভব হয়েছে।' এই এত বড় কর্মকাণ্ডে সারাদিন যেভাবে ফালাকাটার মানুষ বনকর্মীদের সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য ডিএফও শহরবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কী ঘটেছিল? রাত তখন প্রায় ৩টা ২০। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘরের বাইরে বের হন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা তুলসী সরকার। তখনই তিনি সন্দেহজনক শব্দ শুনতে পান। দেখেন, দুটি বিশালাকার হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ে তিনি বাড়ির ছাদে উঠে যান। পরে বাড়ি থেকে হাতি না যাওয়া পর্যন্ত ছাদেই বসে থাকেন তিনি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এর পর দুটি হাতিই দমকল অফিসের সামনে দিয়ে সোজা গিয়ে ওঠে হাসপাতাল রোডে। সেখানে থাকা গার্লস হাইস্কুলের সীমানা প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢোকার

চেষ্টা করে। পরে সেই স্কুলের ভেতর দিয়ে পাশে থাকা ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে ঢুকে পড়ে। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে উঠে পড়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। রাস্তা পারাপারের সময় দুটি লোহার ডিভাইডার ভেঙে দেয়। হাতি দুটি সুভাষপল্লির একটি বাড়ির পেছেন গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল মান্নানের বাড়ির পেছনে বিশাল এলাকাজুড়ে থাকা জঙ্গলের ভেতর ঢোকে হাতি দুটি। ততক্ষণে অবশ্য খবর পেয়ে যায় বন দপ্তর। বন দপ্তরের পুরো টিম এবং ফালাকাটা থানার পুলিশ এলাকা ঘিরে ফেলে। ততক্ষণে শহরজুড়ে হাতির খবর ছড়িয়ে পড়েছে।

সুভাষপল্লির বাসিন্দা আব্দুল বলেন, 'আমার বাড়ির পেছনের জঙ্গলে দুটি হাতি আশ্রয় নেয়। প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানান। ঘুম থেকে উঠে দেখি বন দপ্তর ঘটনাস্থলে। সারাদিন উৎকণ্ঠার মধ্যেই ছিলাম।'

জনবহুল এলাকায় হাতি আশ্রয় নেওয়ায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। আসেন জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ান, জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ, ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়, থানার আইসি সমিত তালুকদার সহ বন ও পুলিশের আধিকারিকরা। এর মধ্যেই বন দপ্তর হাতি দুটিকে জঙ্গলে ফেরাতে উদ্যোগ শুরু করে। ড্রোন উড়িয়ে হাতির গতিবিধি দেখে নেন তাঁরা। জলদাপাড়া থেকে নিয়ে আসা হয় মীনাক্ষী ও চম্পাকলি নামে দুটি কুনকি হাতি। আসেন হাতি তাড়াতে দক্ষ মাহুত রবি বিশ্বকর্মাও। বিকাল নাগাদ শুরু হয় হাতি দুটিকে জঙ্গলে ফেরানোর কাজ।

বিকাল ৪টা ৩৫ মিনিট নাগাদ বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচল। এরপর কুনকি হাতি দিয়ে এবং লাগাতার পটকা ফাটিয়ে হাতি দুটিকে অন্যত্র সরানোর কাজ চলতে থাকে। ৫টা ১০ মিনিট পর্যন্ত এদিন ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। তার মধ্যেই হাতি দুটি সুভাষপল্লির বাসিন্দাদের বাড়ির ভেতর দিয়ে ট্রেন লাইন পার করে আশুতোষপল্লি এলাকায় চলে যায়। সেখান থেকে শহর ছেড়ে জঙ্গলের পথ ধরে। স্বস্তি ফেরে শহরে।

জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী বলেন, 'সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ দুটি হাতিকেই কুঞ্জনগরের জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়েছে। কোনও বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।'

মেডিকেলে চাকরির নামে ফের প্রতারণা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : চাকরির নামে প্রতারণার শিকার বেশ কিছু তরুণ-তরুণী। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁদের কাছে হাজার হাজার টাকা নিয়েছিল একটি চক্র। অথচ কাজে যোগ দিতে এসে তাঁরা জানতে পারেন, এমন কোনও পদে চাকরিই নেই। এটাই অবশ্য প্রথম নয়, এর আগেও চাকরির নামে এমন প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে।

মেডিকেলেরই একটি অংশের দাবি, ভেতরের কেউ এই চক্রে জড়িত না থাকলে দিনের পর দিন এমন প্রতারণা সম্ভব নয়। মেডিকেলের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল বলছেন, 'কিছু ছেলেমেয়ে এসেছিলেন বলে শুনেছি। তবে, লিখিত কোনও অভিযোগ আমরা পাইনি। অভিযোগ পেলে ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে।'

বৃহস্পতিবার সকালে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে মেডিকেলে আসেন। প্রত্যেকটি পরিচয়পত্রে ইংরাজিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার লেখা রয়েছে। তার নীচেই নাম, কোন বিভাগে কাজ করবেন সেটাও লেখা। কিন্তু মেডিকেলে এই ধরনের কোনও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারিই হয়নি। এমনকি নতুন করে সাফাইকর্মী বা নিরাপত্তাকর্মী নেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়নি। তাহলে কে কীভাবে এই তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে প্রতারণা করল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে, কিছুক্ষণ মেডিকেলে থেকে কোথাও কোনও অভিযোগ না জানিয়েই ওই তরুণ-তরুণীরা চলে যান।

প্রতারিতদের মধ্যে মাটিগাড়ার ডুমরিগুড়ি, শিমুলতলা এলাকার কয়েকজন রয়েছেন বলে জানা যায়। পরে মাটিগাড়ার বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের খোঁজ করেও অবশ্য পাওয়া যায়নি। প্রত্যেকের কাছে ১০-১৫ হাজার টাকা করে নিয়ে চাকরির টোপ দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থীদের বিশ্বাস অর্জন করতে একটি করে পরিচয়পত্রও দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালাল এবং প্রতারণাচক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়। এখানে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজি চলে। বিশেষ করে সাফাইকর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের জন্য বেকার ছেলেমেয়েদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। অন্যদিকে, রোগীকে ফুসলে বেসরকারি হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোমে, বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার জন্য বাইরের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়ার চক্র সক্রিয় রয়েছে। এই চক্র কারও অজানা নয়। এর আগে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ এনিয়ে থানায় অভিযোগও করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। বরং চাকরির নামে ফের বেকার তরুণ-তরুণীদের থেকে টাকা তোলার ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েই নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য বলছেন, 'আমার এই বিষয়ে কিছু জানা নেই।'

প্রতারণা

- মেডিকেলে দীর্ঘদিন ধরেই চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা চলছে
- বৃহস্পতিবার ৭-৮ জন গলায় পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে কাজে যোগ দিতে আসেন
- এখানে আসার পর তাঁরা বুঝতে পারেন, প্রতারিত হয়েছেন
- চক্রটি তাঁদের কাছ থেকে ১০-১৫ হাজার টাকা করে নিয়েছিল

মহদিপুরে বিএসএফ-বিজিবি বৈঠক

কাঁটাতার নিয়ে ফের তপ্ত শুকদেবপুর

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ওপারে প্রচুর সংখ্যায় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিরা রয়েছে, যারা এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে। কাঁটাতার দেওয়া হলে এপারে তারা আসতে পারবে না। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ৯ জানুয়ারি : ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শুকদেবপুর। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবারও দুপক্ষের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। দুই দেশের বাহিনীর পাশাপাশি সীমান্তে জড়ো হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারাও। বিএসএফও নিজেদের লোকবল বাড়িয়েছে। জওয়ানদের টহলদারিও অনেকাংশে বেড়েছে। যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মত।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ওপারে প্রচুর সংখ্যায় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিরা রয়েছে, যারা এদেশে অনুপ্রবেশের চক্রান্ত করছে। কাঁটাতার দেওয়া হলে এপারে তারা আসতে পারবে না। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বিজিবির জওয়ানরা ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁটাতার দিতে বাধা দিচ্ছে। তাদের প্রশ্ন, ভারত নিজের জমিতে কাঁটাতার দেবে তাতে বিজিবির আপত্তি কেন? তবে কি রোহিঙ্গা শরণার্থী ও বাংলাদেশি জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের সুবিধা করে দিতেই এই বাধা?

বিএসএফের আধিকারিক হনুমান প্রসাদ জানিয়েছেন, 'বিজিবির আপত্তির পর কাঁটাতার দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। মহদিপুরে দুই বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের মিটিং চলছে। সমস্যা সমাধান শীঘ্রই করার চেষ্টা হচ্ছে।'

কালিয়াচক ৩ ব্লকের সুকদেবপুর সীমান্তে 'জিরো পয়েন্ট' থেকে প্রায় ৮০ গজ দূরে মরাগঙ্গা নদীর তীরে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়েছিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী। অভিযোগ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তাতে বাধা দেয়। উন্মুক্ত সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের অনেকে জড়ো হন। সুকদেবপুরেও অনেকে ভিড় করেন। কয়েকজনের হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল বলে দাবি স্থানীয় সূত্রের। শুরু হয় নানারকম স্লোগান দেওয়া। উত্তেজনার জেরে, সুকদেবপুর 'বর্ডার আউটপোস্ট' থেকে শবদলপুর বিওপি পর্যন্ত বিএসএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়।

এসি'র পাইপ থেকে নকল উদ্ধার

কোচবিহার, ৯ জানুয়ারি : কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তারি পরীক্ষায় নকলের ছড়াছড়ি। শুধু অভিযোগই নয়, প্রমাণিতও হচ্ছে বারবার। নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া, খাতা বাতিল, সেই রাগে শৌচালয়ে ভাঙচুর, সিসিটিভি উধাওয়ের ঘটনা আগেই হয়েছে। তারপরেও পরীক্ষার্থীদের তেমন কোনও হেলদোল নেই। এখনও যে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে নকল সরবরাহ চলছে তার প্রমাণ মিলল বৃহস্পতিবার। এদিন পরীক্ষার হলঘরে ভিতরের একটি এসি'র পাইপের ভিতর থেকে নকল মিলেছে। যাকে কেন্দ্র করে মেডিকেলের অন্দরে ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের বক্তব্য, 'পরীক্ষা শুরুর আগে ঘর খুঁটিয়ে দেখার সময় এসি'র পাইপের ভিতর থেকে কিছু নকল পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষার জন্য চারদিকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে এখন কেউ এখানে নকল রাখতে পারে বলে মনে হচ্ছে না। এই ঘরে আগে ক্লাস হত। তখন কেউ রেখে থাকতে পারে।' তবে যখনই নকল রাখা হোক না কেন, ডাক্তারি পরীক্ষায় যে দেদার টোকাটুকির প্রবণতা রয়েছে তা বারবার প্রকাশ্যে আসছে। এদিকে, মেডিকেলের শৌচালয়ে ভাঙচুর ও সিসিটিভি উধাওয়ের ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাল মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। অধ্যক্ষের কথায়, 'সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে। সেজন্য আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি।'

এদিন মাইক্রোবায়োলজির পেপার ওয়ানের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার আগে সেই ঘরটি খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হয়। সেটি দেখতে গিয়েই কর্তৃপক্ষের চোখ কপালে উঠে যায়। দেখা যায়, এসি'র পাইপের ভিতরে কিছু নকল রাখা রয়েছে। কয়েকদিন ধরেই এমজেএন মেডিকেলের ডাক্তারি পরীক্ষায় নকল ইস্যু নিয়ে উত্তাল। সোমবার এমবিবিএসের পরীক্ষায় দ্বিতীয় বর্ষের পাঁচজন পরীক্ষার্থীর খাতা বাতিল করে দেওয়া হয়। সেদিনই শৌচালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে একদল ছাত্রের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনাগুলির রেশ কাটতে না কাটতেই ফের নকল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কড়া নজরদারি

- নকল করতে গিয়ে ধরা পড়া, খাতা বাতিল, সেই রাগে শৌচালয়ে ভাঙচুর, সিসিটিভি উধাওয়ের ঘটনা
- এসি'র পাইপের ভিতর ভূরিভূরি নকল জমা করা রয়েছে
- এদিন মাইক্রোবায়োলজির পেপার ওয়ানের পরীক্ষা ছিল
- পরীক্ষার আগে সেই ঘরটি খুঁটিয়ে দেখতে গিয়েই ধরা পড়ে নকল

সোমবার শিলিগুড়িতে গণ কনভেনশন

আরজি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচার দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডের পাঁচ মাস পরও বিচার অধরা। তথ্যপ্রমাণ লোপাট, সিবিআইয়ের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগ তুলে এবং ওই ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিকে সামনে রেখে সোমবার শিলিগুড়িতে গণকনভেনশনের ডাক দিয়েছে বেশ কয়েকটি সংগঠন। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদী চিকিৎসকদের নেতৃত্বে থাকা ডাঃ অনিকেত মাহাতো, ডাঃ আসফাকুল্লা নাইয়া সহ ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট ডক্টরস ফোরামের অন্য নেতৃত্ব কনভেনশনে বক্তব্য রাখবেন।

গত বছর ৯ অগাস্ট তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর কলকাতা সহ রাজ্যজুড়ে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। ধাপে ধাপে আন্দোলন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসকদের গণ্ডি ছাড়িয়ে আমজনতাও এই আন্দোলনে শামিল হন। তদন্তভার রাজ্য পুলিশের হাত থেকে সিবিআইয়ের হাতে গিয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, এখনও মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ১৩ জানুয়ারি সোমবার সিটিজেন ফর জাস্টিস, নাইট ইজ আওয়ার্স, হোক প্রতিবাদ মঞ্চ সহ বিভিন্ন সংগঠনের ডাকে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে গণকনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বাঘা যতীন পার্কে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সভাপতি ডাঃ শাহরিয়ার আলম, কোয়েল রায় সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। শাহরিয়ার বলেন, 'সিবিআই এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে আঁতাত রয়েছে। শুধু সঞ্জয় রায়কেই দোষী দেখিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু তদন্তে বারবার উঠে এসেছে যে এই হত্যাকাণ্ডে একাধিক ব্যক্তি যুক্ত রয়েছে। আরজি করের অধ্যক্ষকে সরিয়ে দেওয়া সহ পুলিশ ও প্রশাসনে প্রচুর রদবদল করা হয়েছিল। কিন্তু এখন সঞ্জয়কেই দোষী দেখিয়ে বাকিদের আড়ালের চেষ্টা চলছে। সিবিআই এই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সামনে আনুক।'

> সিবিআই এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে আঁতাত রয়েছে। শুধু সঞ্জয়কেই দোষী দেখিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সঞ্জয়কে দোষী দেখিয়ে বাকিদের আড়ালের চেষ্টা চলছে। সিবিআই এই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সামনে আনুক।
>
> **-ডাঃ শাহরিয়ার আলম**
> *উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সভাপতি*

শাহরিয়ারের বক্তব্য, 'আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে জুনিয়ারদের পাশাপাশি প্রচুর সিনিয়ার ডাক্তারও শামিল হয়েছিলেন। এখন রাজ্য সরকার সেই সমস্ত চিকিৎসককে সায়েস্তা করতে নিত্যনতুন নির্দেশিকা দিচ্ছে। বলা হচ্ছে, কর্মস্থল থেকে ২০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা যাবে না। এসব নির্দেশ দিয়ে চিকিৎসকদের বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না।'

মদ চাইতে থানায় দরবার মাতালের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ঘড়ির কাঁটা তখন ১২টার ঘরে। শীতের রাতে নিস্তব্ধ সর্বত্রই। ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকায় ঘরের দরজাও অনেকটা বন্ধ। কাচের জানলা কিছুটা খোলা। হঠাৎই জানলার কাচে ঠকঠক আওয়াজ। কম্পিউটারে চোখ রাখা ওই ঘরের পুলিশ আধিকারিক প্রথমে আওয়াজে কান দেননি। কিন্তু সামান্য সময়ের মধ্যে জানলার খোলা অংশ দিয়ে একটি হাত ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। সাব-ইনস্পেকটর হলেও কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জানলার সামনে আগন্তুককে দেখে 'ভূতের ভয়' দূর হয়। কিন্তু তাজ্জব হতে হয় তাঁকে আগন্তুক তরুণের মুখে 'ঠান্ডা পড়েছে, তাড়াতাড়ি একটা কোয়ার্টার দিন' শুনে। এরপর আর পুলিশ আধিকারিকের বুঝতে অসুবিধা হয়নি থানায় এসে হাজির ওই তরুণ 'মাতাল'। যথারীতি বুধবার বাকি রাতের জন্য ওই তরুণের ঠাঁই শিলিগুড়ি থানার লকআপ।

মধ্য রাতে জানালায় টোকা

ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে। বৃহস্পতিবার।

কথায় বলে পথ ভুল করে না মাতাল। নেশার ঘোরেও বাড়ির ঠিকানা খুঁজে পায়। কিন্তু শীতের কুয়াশার রাতে এক মদ্যপ তরুণ দিকভ্রষ্ট হল। তাই মদের জন্য অফ শপের পরিবর্তে সোজা থানায় গিয়ে হাজির। শুধু তাই, মদের কোয়ার্টারের বোতলের অর্ডারও দিলেন পুলিশ আধিকারিককে। এই 'মদ কাহিনী' নিয়েই বৃহস্পতিবার দিনভর থানায় চায়ে পে চর্চা চলল। এদিন সকালে শীর্ণকায় গুণধরকে যখন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়, তখনও তাঁর পা টলমল। অর্থাৎ নেশা কাটেনি। যা দেখে এক পুলিশকর্মীকে বলতে শোনা গেল, 'কাল রাতে কত লিটার গিলেছিলি। সত্যি তোর নেশার কী মহিমা।' যে পুলিশ আধিকারিকের কাছে থানায় গিয়ে মদের দাবি করা হয়েছিল, তাঁর বক্তব্য, 'প্রথমে ঠান্ডা মাথায় বোঝাই এটা মদের দোকান নয়, শিলিগুড়ি থানা। কিন্তু কে শোনে কার কথা। মদের নেশায় চুর হয়ে আরও মদের জন্য চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়। তাই লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।'

রাতের শহরে মদ্যপের দাপট নতুন কিছু নয়। মদ খেয়ে চুর পুরুষ হোক অথবা মহিলাদের ঘরে পৌঁছে দিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে। তবে এবারে একবারে দুয়ারে 'মাতাল'। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণ শিলিগুড়ি থানা এলাকারই বাসিন্দা। মাঝেমধ্যে থানার আশপাশে ঘুরতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। সন্ধ্যার পর মদ খাওয়ার অভ্যাসের কথা বলছেন অনেক পুলিশ আধিকারিক। কিন্তু এভাবে থানায় এসে মদের আবদার অবাক করছে তাঁদের। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'ঠান্ডায় পেগের সংখ্যাটা মনে হয় বেশি হয়েছিল। তাই পথ ভুল করে আইও'র ঘরকে কাউন্টার মনে করেছে।' বৃহস্পতিবার ওই তরুণকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে অবশ্য জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারক।

জয় বঙ্গ! জয় ভারত!

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তিরোধান ১০ই জানুয়ারি, ২০২৩ (ইং)

স্বর্গীয় ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার FRCS লন্ডন

বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক

বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

বাংলা ভাষা বিলুপ্তকরণ ও বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১০ই জানুয়ারি তাঁর দ্বিতীয় তিরোধান দিবসে তাঁর পরিবারবর্গ ও সংগঠনের সকল সদস্য তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায়।

রেডব্যাংক-সুরেন্দ্রনগর আঁধারেই

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি শ্রম দপ্তরে অফিসে রেডব্যাংক-সুরেন্দ্রনগর চা বাগান নিয়ে আলাদা দুটি বৈঠক হলেও কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি। একই মালিকানাধীন রেডব্যাংক-সুরেন্দ্রনগর চা বাগানের মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরে শ্রমিকদের বকেয়া অন্যদিকে, শ্রমিক প্রতিনিধিরা দাবি জানিয়ে এসেছেন বকেয়ার একাংশ অন্তত যাতে আগামী তিনদিনের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে রেডব্যাংকের কর্ণধার সুশীল পাল অসুস্থ। তাঁর চিকিৎসা চলছে। তিনি বলেন, 'তীব্র আর্থিক সংকটই আমাদের সমস্যার মূল কারণ। মেলেনি জমির লিজ। ফলে ব্যাংক ঋণও অধরা। যাঁরা অংশীদার ছিলেন তাঁরাও মাঝপথে ছেড়ে দেন।' জলপাইগুড়ির ডেপুটি লেবার কমিশনার শুভাগত গুপ্তের কথায়, 'দুই বাগানেরই পরিস্থিতির প্রতি বাড়তি নজর রেখে চলা হচ্ছে। সমস্যা মেটাতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

এদিনের বৈঠকে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনটির পক্ষ থেকে শ্রম দপ্তরের কাছে ৯ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি শ্রমিকদের উদ্ভূত তীব্র আর্থিক সংকটের কথাও জানানো হয়। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবীন রাই বলেন, 'ছয় পাক্ষিকের মজুরি বকেয়া। এমন অবস্থায় শ্রমিকরা কীভাবে সংসার চালাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। দ্রুত তাঁদের মজুরি মেটাতে মালিক যাতে এগিয়ে আসেন সেই দাবি জানানো হয়েছে।'

শুনশান অবস্থায় পড়ে রয়েছে রেডব্যাংক চা বাগানের অসমাপ্ত ফ্যাক্টরি। - সংবাদচিত্র

একসময়ে লাগাতার শ্রমিকমৃত্যুতে বহুচর্চিত রেডব্যাংক ও লাগোয়া সুরেন্দ্রনগর দীর্ঘ ২০ বছর বন্ধ থাকার পর ২০২২-এর ১০ অগাস্ট নতুন করে পথচলা শুরু করে। ফের ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন শ্রমিকরা। বাগানকে ঢেলে সাজানোর কাজও শুরু করেন নতুন মালিক। পুরোনো ও বয়স্ক চা গাছ উপড়ে ফেলে কয়েকশো একর জমিতে নতুন গাছ লাগানো হয়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ফ্যাক্টরি তৈরির কাজ শুরু হয় জোরকদমে। তা ৮০ শতাংশ এগিয়ে গেলেও তহবিলের অভাবে এখন পুরোপুরি থমকে আছে। এতদিন কাঁচা পাতা বিক্রি করে বাগানটি চলছিল। শীতের শুখা মরশুমে উৎপাদন বন্ধ হতেই দুর্দিনের সেই পুরোনো ছায়া সেখানে ফিরে আসতে শুরু করে। এদিকে, আশপাশের অন্য বাগানে যে শ্রমিকরা অস্থায়ী কাজ জুটিয়ে নেবেন সেই উপায়ও এখন নেই।

আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জিআর বাবদ যে চাল দেওয়া হত সেটা চালু করার দাবি এমন আবহে সেখানে জোরালো হয়েছে। আড়াই বছর আগে বাগান খোলার পর থেকে রাজ্যের পক্ষ থেকে মাসিক দেড় হাজার টাকার অনুদান ফাওলইও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

চরম সংকট

- মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মেটাতে সময় চেয়েছেন
- শ্রমিক প্রতিনিধিরা দাবি জানিয়ে এসেছেন বকেয়ার একাংশ অন্তত যাতে আগামী তিনদিনের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হয়
- দীর্ঘ ২০ বছর বন্ধ থাকার পর ২০২২-এর ১০ অগাস্ট নতুন করে পথ চলা শুরু করে

'অভিযোগ থাকলে অফিসে আসুন'

পশ্চিম ডুয়ার্সের চা বলয় থেকে কৃষি বলয়ের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আবেগকে সম্বল করে, ভোটের বৈতরণি পার হলেও আদৌ কি তাঁদের সমস্ত দাবি পূর্ণতা পায়? মালবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির মুখোমুখি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি সুশান্ত ঘোষ।

জনতার চার্জশিট

মাল পঞ্চায়েত সমিতি

প্রমীলা মাতব্বর
সভাপতি, মাল পঞ্চায়েত সমিতি

জনতা : আবাসের তালিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। কী বলবেন?

সভাপতি : আবাস নিয়ে যে সমীক্ষা হয়েছে, সেটাতে কোনও নেতা বা প্রতিনিধি যুক্ত ছিলেন না। পুরোটাই প্রশাসন করেছে এসডিও ও বিডিও'র মাধ্যমে।

জনতা : পঞ্চায়েতের রাস্তার মান নিয়ে অনেক জায়গায় প্রশ্ন আছে। কী বলবেন?

সভাপতি : কাজ ভালোই হচ্ছে, কোনও অভিযোগ থাকলে আমাদের বলতে হবে বা কেউ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করতে পারেন।

জনতা : পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে কী বলবেন?

সভাপতি : এখন আর সোলার প্রকল্পের কাজ হচ্ছে না। এখন সরাসরি পিএইচই'র মাধ্যমেই জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি প্রান্তে।

জনতা : পঞ্চায়েতগুলোর নিজস্ব অনেক জমি বিনা ব্যবহারে পড়ে আছে, কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

সভাপতি : সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে, আলোচনা করে, অভিজ্ঞদের পরামর্শমাফিক নতুন কোনও পরিকল্পনা নেওয়া যায় কি না সেটা চিন্তা করব।

জনতা : নেতার বাড়ির নর্দমা তৈরির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের বাড়ির নোংরা জল বের করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না কেন?

সভাপতি : এই বিষয়ে অভিযোগ থাকলে, অবশ্যই আমার কাছে অথবা অফিসে এসে অভিযোগ জমা দিতে পারেন।

জনতা : শৌচালয় তৈরি করার বিষয়ে এখনও উদাসীন অনেক পঞ্চায়েত। কী বলবেন?

সভাপতি : শৌচালয় নিয়ে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে বা যে কোনও সমস্যায় সরাসরি আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন।

জনতা : এখনও অনেক পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প হয়নি, কী বলবেন?

সভাপতি : অনেক পঞ্চায়েতকে এর আওতায় আনতে পরিকল্পনা করেছি। আগামীদিনে বাকিগুলোতে জোর দেওয়া হবে।

জনতা : পঞ্চায়েতের নদী, ঝোরা থেকে ক্রমাগত বালি-পাথর তোলা হচ্ছে সরকারি রাজস্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। কী বলবেন?

সভাপতি : কিছু ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই আইন অমান্য করে হচ্ছে। এসডিও, এসডিএলআরও এবং বিএলওদের এই বিষয়গুলি আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। আমি চাই প্রশাসন আরও কড়া হোক।

জনতা : পঞ্চায়েতে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্যোগী করতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে?

সভাপতি : উৎকর্ষ বাংলা প্রোজেক্টের আওতায় আমরা এই ধরনের উদ্যোগী ছেলেমেয়েদেরকে সহযোগিতা করি।

জনতা : পঞ্চায়েত সমিতি নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য কী করছে?

সভাপতি : ইতিমধ্যেই খাবার হোটেল তৈরি করেছি। সঙ্গে এ বছর আমাদের নতুন পরিকল্পনা একটি পর্যটক আবাস তৈরি করা, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

টুকরো খবর

বার্ষিক ক্রীড়া

গয়েরকাটা, ৯ জানুয়ারি : গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়ের ৭৫তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। এদিন গয়েরকাটা ফুটবল ময়দানে জাতীয় পতাকা ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রাবণী দে ঘোষ ও উপপ্রধান গোপাল চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি দেবার্ঘ্য চৌধুরী, গয়েরকাটা গার্লস হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি মানসরঞ্জন ঠাকুর, গয়েরকাটা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন দে সরকার প্রমুখ।

ডাম্পারে সাপ

মানিকগঞ্জ, ৯ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার অচেনা এক সাপ উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি-নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া বালুরটিপ মোড় এলাকার ঘটনা। এদিন এলাকার বাসিন্দারা একটি অচেনা সাপ দেখতে পান। এরপর সাপটিকে বস্তাবন্দি করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা অরিত মৈত্র বলেন, 'সাপটি অচেনা। সেটি পাহাড়ি হতে পারে। বালি-পাথর বোঝাই একটি ডাম্পারের সঙ্গে সেটি লোকালয়ে চলে এসেছিল।'

নিখোঁজ বধূ

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : বধূ নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ময়নাগুড়ির বার্নিশ এলাকায়। নিখোঁজ ওই বধূর স্বামী বলেন, '২ জানুয়ারি থেকে আমার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েও কোনও হদিস মেলেনি।' ওই দিন কাউকে কিছু না বলে নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ওই বধূ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাগুড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তাঁর স্বামী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বনভোজন

ক্রান্তি, ৯ জানুয়ারি : ক্রান্তি এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী রমেন ঘোষের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ক্রান্তির বৈষ্ণবদের নিয়ে একটি পিকনিকের আয়োজন করা হয়। রমেন বলেন, 'প্রতিবছর শীতকালে সকল বৈষ্ণব মিলে বনভোজন করি।' গৌড়ীয় সনাতনী বৈষ্ণব নামে সংগঠনের তরফে এদিন সকালে শোভাযাত্রা করে ক্রান্তি ভান্ডানি মন্দির মাঠে সকলে একত্রিত হয়। সেখানে কীর্তনের পর সকলের জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থা ছিল।

শিবির

ক্রান্তি, ৯ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের নির্দেশে কৃষকদের কাছে থেকে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় রাজাডাঙ্গার কদমতলাতে ওই শিবির পরিদর্শনে যান। পঞ্চানন জানান, এদিনের শিবিরে কৃষকদের থেকে প্রায় ৫৫০ কুইন্টাল ধান কেনা হয়েছে। কৃষকরা যাতে সরকারি মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারেন সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

জোরকদমে প্রস্তুতি। জলপাইগুড়িতে বাগদেবীর মূর্তি তৈরির ছবিটি তুলেছেন মানসী দেব সরকার।

ছোট্ট তারা

নাগরাকাটার বীণাপাণি নার্সারি স্কুলের ছাত্রী রিহানা আক্তার এবারের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় ৪০০-তে ৩৩৭ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

কম্পোজিট গ্র্যান্ট না মেলায় সমস্যায় স্কুল

মালবাজার, ৯ জানুয়ারি : এক বছরেও কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা হাতে পায়নি মাল মহকুমার প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাইস্কুলগুলি। ফলে স্কুল চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা। চক-ডাস্টার কেনা থেকে স্কুলের ছোটখাটো মেরামতির কাজ, টাকার অভাবে সবই প্রায় বন্ধ। অতিরিক্ত জেলা প্রকল্প আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হাইস্কুলগুলিকে টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক এবং জুনিয়ার হাইস্কুলগুলিকে টাকা দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকার থেকে কোনও নির্দেশ আসেনি।'

কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা স্কুলগুলি ছোটখাটো সংস্কার, বিদ্যুতের বিল মেটানো, পঠনপাঠনের উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। কিন্তু এক বছর ধরে এই খাতে টাকা না আসায় একাধিক প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাইস্কুলে শিক্ষকরা নিজেরাই গাঁটের কড়ি খরচ করে কাজগুলি করে নিচ্ছেন।

প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাইস্কুলের একাধিক শিক্ষক বলেন, 'স্কুলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভবন সংস্কার ইত্যাদি কাজে প্রতি মাসেই খরচ হয়। সঙ্গে রয়েছে বিদ্যুতের বিল। এক বছর এই গ্র্যান্ট না পাওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শিশুগুলির দিকে তাকিয়ে এই কাজগুলোকে ফেলে রাখতে পারছেন না শিক্ষকরা। তাই নিজেদের টাকা খরচ করে কাজগুলো করে নিতে হচ্ছে।'

মাল সার্কেলে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ৯৯। জুনিয়ার হাইস্কুল রয়েছে ১৩টি ও হাইস্কুল ৯টি। জুলাই ২০২৩-এ শেষবার কম্পোজিট গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছিল স্কুলগুলিকে।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মাল সার্কেল সম্পাদক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে রাজ্যে। ঋণের ভরসায় চলছে স্কুলের যাবতীয় কাজ। কেন এটা হবে? এরকম চলতে থাকলে আগামীদিনে আমরা পথে নামব।'

বিজেপির প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে নবীন সাহা বলেন, 'দানখয়রাতির খেসারত দিতে হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলকে। আগামীদিনে প্রাইমারি স্কুলগুলো থাকবে কি না সেটা নিয়েই চিন্তা। প্রাইমারি স্কুলের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যদি আন্দোলন করে টাকা নিয়ে আসতে হয় এর চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছু হতে পারে না।'

শাসকদলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের নেতারাও একই দাবি জানাচ্ছেন। মাল টাউন তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের অমিত রায় বলেন, 'আমরাও কম্পোজিট গ্র্যান্ট খুব দ্রুত দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

সাধারণ শিক্ষকরা শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে নিজেরা আর্থিক সহায়তা দিয়ে স্কুল চালিয়ে যাচ্ছেন। এসআই অফিস থেকে বই নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে, চক-ডাস্টার, পানীয় জলের কল ঠিক করার মতো কাজগুলি তাঁদেরই নিজেদের খরচে করতে হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য ক্লাবগুলিকে পুজো অনুদান দিতে পারলে স্কুলগুলিকে কেন প্রাপ্য টাকা দিতে পারে না।

খরচ জোগাতে হিমসিম

- এক বছরেও কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা হাতে পায়নি মাল মহকুমার প্রাথমিক ও জুনিয়ার হাইস্কুলগুলি
- চক-ডাস্টার কেনা থেকে স্কুলের ছোটখাটো মেরামতির কাজ, টাকার অভাবে সবই প্রায় বন্ধ
- এছাড়াও ছোটখাটো সংস্কার, বিদ্যুতের বিল মেটানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়
- এক বছর ধরে এই খাতে টাকা না আসায় শিক্ষকরা নিজেরাই গাঁটের কড়ি খরচ করে কাজগুলি করে নিচ্ছেন

ওয়েবসাইটের আত্মপ্রকাশ

নাগরাকাটা, ৯ জানুয়ারি : বানারহাটের 'মধুবন' বিতানে বৃহস্পতিবার আত্মপ্রকাশ করল 'ডুয়ার্স দিবস উদযাপন সমিতি'র নিজস্ব ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটে ডুয়ার্স সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আগ্রহী পাঠকরা জানতে পারবেন। ডুয়ার্সের রাভা, রাজবংশী, বাঙালি, নেপালি, হিন্দি, সাদরি সহ আরও বিভিন্ন ভাষার প্রবন্ধ-নিবন্ধ এই ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ডুয়ার্সের চা শিল্পের ১৫০ বছর নিয়ে বিশেষ প্রবন্ধ সহ ডুয়ার্স বিষয়ক কুইজ। এদিন ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল মাহালি। উপস্থিত ছিলেন উদযাপন সমিতির সভাপতি মহম্মদ হাজি গুলজার, বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুবীর দাস প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে আগামী ১৪ জানুয়ারির ডুয়ার্স দিবস নিয়ে সাদরি ও রাজবংশী ভাষার গান আত্মপ্রকাশ করে। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী বনশ্রী পাল কুণ্ডু।

সম্বরের মৃত্যু

লাটাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল পূর্ণবয়স্ক একটি সম্বরের। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে লাটাগুড়ি-চালসাগামী জাতীয় সড়কের মহাকালধাম এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছান বন দপ্তরের লাটাগুড়ি ও গরুমারা সাউথ রেঞ্জের কর্মীরা। কোন গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখছেন বনকর্মীরা।

২৭টি মোষ উদ্ধার, ধৃত ৩

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া ২৭টি মোষ উদ্ধার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ জনকে। আটক করা হয়েছে একটি গাড়ি। বিহার থেকে চোরাপথে মোষগুলিকে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া মোষবোঝাই গাড়িটি আটক করা হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে ওই চক্রের বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ভোরে ময়নাগুড়ি হুসলুরডাঙ্গা এলাকায় ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের ওপর পুলিশ হরিয়ানা নম্বরের একটি গাড়ি আটক করে। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ২৭টি মোষ উদ্ধার হয়। গাড়ির কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না। মোষগুলিকে নিয়ে যাওয়ার বৈধ কাগজপত্র ছিল না। ধৃতরা হল, পবন রায়, মহম্মদ তফিক এবং রাম মার্ডি। তাদের বাড়ি বিহারের কিশনগঞ্জ এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই ময়নাগুড়ি হয়ে চার ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর ব্যবহার করে গোরু ও মোষ পাচারচক্র সক্রিয়। সম্প্রতি গোরু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ সাফল্য পেয়েছে। গত কয়েকদিনে শতাধিক গোরু উদ্ধারের পাশাপাশি বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এবার মোষ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল। ধৃতদের জেরা করে ওই চক্রের সঙ্গে জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্মসূচির ঘোষণায় সাংবাদিক সম্মেলন উদ্যোক্তাদের।

ডুয়ার্সের ডেস্টিনেশন নাগরাকাটা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ জানুয়ারি : এবছর নাগরাকাটা ২৩-২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত গোটা ডুয়ার্সের ডেস্টিনেশন হতে চলেছে। ওই চারদিন ধরে নানা আঙ্গিকের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। ডুয়ার্সের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি খেলাধুলোর আয়োজন থাকবে। মিস, মিসেস ও মিস্টার ডুয়ার্স খেতাবও মিলবে। প্রেরণা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক মঞ্জু তামাং প্রসাদ বলেন, 'সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে শুধু নতুন বছরে নয়। প্রতিবছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে।'

বৃহস্পতিবার নাগরাকাটার স্কুল শিক্ষিকাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটির কথা ঘোষণা করেছে। তাদের সঙ্গে ইউথ অফ ডুয়ার্স নামে এলাকার তরুণ-তরুণীদের একটি টিম রয়েছে। প্রথম দিন হাফ ম্যারাথন ও ভলিবল প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের তরফে প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর মনোজ ভূজেল বলেন, 'নতুন প্রজন্ম নেতাজির জন্মদিন কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো অনুষ্ঠানগুলিতে সেই অর্থে আর সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় না। দেশাত্মবোধ ও একতার বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতে এমন উদ্যোগ।' উদ্যোক্তা কমিটির আরেক কর্তা ওমপ্রকাশ রায় জানান, ওই দিনগুলিতে গোটা ডুয়ার্সের জমায়েত যাতে নাগরাকাটায় হয় সেটাই মূল লক্ষ্য।

২৪ জানুয়ারি পুরুষদের দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা হবে। সেরাকে মিস্টার ডুয়ার্স খেতাব দেওয়া হবে। ২৫ জানুয়ারি ডুয়ার্স সুন্দরী প্রতিযোগিতা হবে। এতে বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত যে কোনও নারী অংশ নিতে পারবেন। সেরাকে দেওয়া হবে যথাক্রমে মিস ও মিসেস ডুয়ার্স খেতাব। অংশগ্রহণকারীদের কোরিওগ্রাফারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার তিনদিন আগে থেকে গ্রুমিং করা হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে হেয়ার স্টাইলিস্ট ও মেকআপ আর্টিস্টদের নিয়ে আসা হচ্ছে। ২৬ জানুয়ারির দিন মূল অনুষ্ঠানে ডুয়ার্সের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা কুচকাওয়াজে অংশ নেবে। এছাড়া নানা ভাষার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ডুয়ার্সের কৃষ্টি ও শিল্প প্রদর্শনী, চা বাগানের ম্যানেজার, সমাজসেবী ও নানা ক্ষেত্রের কৃতীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হবে। ভলিবল টুর্নামেন্টের কোঅর্ডিনেটর সঞ্জয় কারকিডুলির কথায়, ডুয়ার্স সহ সিকিম মিলিয়ে আটটি খ্যাতনামা টিম এতে অংশ নেবে। নাগরাকাটা হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠানস্থলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে অমৃতা চৌধুরী, রীতেশ শর্মা ও শৈলেন্দ্র ছেত্রী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফ্লাড শেলটারের বেহাল দশা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৯ জানুয়ারি : ক্রান্তি ব্লকের একাধিক জায়গার বাসিন্দারা বর্ষাকাল এলেই বন্যা পরিস্থিতির আতঙ্কে থাকেন। চ্যাংমারি, ক্রান্তির মতো সেইসব এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর খালপাড়ায় বানানো হয়েছিল ত্রাণশিবির। সেই শিবির অনেক পুরোনো। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সংস্কার হয় না সেই ত্রাণশিবিরের। আর সংস্কারের অভাবে বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বন্যাকবলিত মানুষের বদলে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের গৃহপালিত প্রাণীরা। কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতায় ক্ষোভ বাড়ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, ত্রাণশিবিরটির বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরেছে। পলেস্তারা খসে পড়ছে। আগাছাও জন্মেছে বিভিন্ন এলাকায়। প্রতিবেশীদের বাড়ির পাটকাঠি, ঘুঁটে, খড় প্রভৃতি সামগ্রী দিয়ে ঠাসা রয়েছে সেই ত্রাণশিবির।

ভগ্নপ্রায় উত্তর খালপাড়ার ফ্লাড শেলটার। - সংবাদচিত্র

প্রতিবছর বর্ষাকালে তিস্তা সহ এলাকার একাধিক নদীর জলে চ্যাংমারি, চাঁপাডাঙ্গা, ক্রান্তির বিস্তীর্ণ অংশ প্লাবিত হয়। বিশেষ করে ভারী বৃষ্টি হলেই নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের দুঃখদুর্দশা চরমে উঠে। বাড়িঘরে জল ঢুকে যায়। যখন আর এলাকার কোনও বাড়িতেই উনুন জ্বালানোর উপায় থাকে না। ভিটেমাটি ছেড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হয়। ত্রাণসামগ্রী যা পাওয়া যায় তা দিয়েই কোনওরকমে তখন দিন কাটাতে হয় গ্রামবাসীদের। এই রকম পরিস্থিতি হলে কাজে লাগে ওই ত্রাণশিবির। তবে গ্রামের বাসিন্দারা বলছেন, এখন আর তা কোনও কাজেই লাগে না। হাতের কাছে শিবিরটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকলেও প্রশাসনের তরফে সেটির কোনওরকম সংস্কার করা হয়নি।

গ্রামবাসী উত্তম হাজরার বক্তব্য, 'সরকার থেকে অনেক বছর আগে এই ফ্লাড শেলটারটি তৈরি করা হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তৈরি করার পর কোনও সংস্কার করা হয়নি।' গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রশাসনিক উদাসীনতায় সরকারি সম্পত্তিগুলো এভাবেই নষ্ট হচ্ছে। অথচ ফি বছর বর্ষার সময় আশপাশের এলাকায় জল ঢুকে গ্রামবাসীদের অবস্থা চরমে উঠে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অনেককে দূরদূরান্তে যেতে হয়। এদিকে, এলাকার বন্যার্ত বাসিন্দাদের জন্য স্থায়ী ত্রাণশিবির থাকা সত্ত্বেও সেটি বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। প্রশাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করলে বর্ষার সময় বহু মানুষ উপকৃত হতেন বলে জানান তাঁরা।

স্থানীয় সুশীল রায়ের কথায়, 'ফ্লাড শেলটারটি বর্তমানে ব্যবহারের উপযোগী নয়। প্রচুর টাকা খরচ করে একসময় ত্রাণশিবির নির্মাণ করা হয়েছিল। এলাকার আর কোথাও স্থায়ী ত্রাণশিবির নেই। দুর্যোগের দিনে সাধারণ মানুষকে অন্যত্র যে নিয়ে যাবে তার উপায় নেই। ফ্লাড শেলটারটির দ্রুত সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি।'

গ্রামবাসীরা যখন এটি সংস্কারের দাবি তুলছেন, তখন জনপ্রতিনিধিরা কেবল আশ্বাসই দিচ্ছেন। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ব্লকের গোচিমারি, আদাবাড়ি, ক্রান্তি সাত হাত কালীবাড়িতে এবং চাঁপাডাঙ্গা কমিউনিটি হলের মাঠে মোট ৪টি ত্রাণশিবির করার প্রস্তাব আমরা ওপরমহলে পাঠিয়েছি। সেগুলো হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

কী অবস্থা

- ত্রাণশিবিরটির বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরেছে
- পলেস্তারা খসে পড়ছে
- আগাছাও জন্মেছে বিভিন্ন এলাকায়
- প্রতিবেশীদের বাড়ির পাটকাঠি, ঘুঁটে, খড় প্রভৃতি সামগ্রী দিয়ে ঠাসা সেই শিবির

যোগের পাঠ

রাজগঞ্জ, ৯ জানুয়ারি : রাজগঞ্জ এমএন হাইস্কুলে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের সহযোগিতায় মেয়েদের যোগ প্রশিক্ষণ শিবির হল। এই শিবিরে স্কুলের ২০০ ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। শিবিরের উদ্দেশ্য, যোগের মাধ্যমে মেয়েদের বিভিন্ন রোগের নিরাময়। রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় জানান, বিভিন্ন রোগ ঠেকাতে যোগ খুব ভালো কাজ করে। তাঁর কথায়, 'আমাদের সঙ্গে মহিলা যোগ প্রশিক্ষক রয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ছাত্রী এবং মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আশা করছি পুরুষ যোগ প্রশিক্ষক কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে যাব।' স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি শেখ ওমর ফারুক বলেন, 'আমাদের স্কুলের ছাত্রীদের যোগের প্রতি খুব আগ্রহ রয়েছে। আয়ুষের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ ছাত্রীদের উপকারে আসবে।'

স্বজনের উন্নয়নে ব্যস্ত, ভোটাররা ব্রাত্য

উন্নয়নের স্বার্থে দল পরিবর্তন করলেও প্রথমেই মেয়ের চাকরি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন পরেশ অধিকারী। মন্ত্রিত্বও চলে যায়। ঘরে-বাইরে কটাক্ষের মুখে পড়েন তিনি। আর শিকেয় উঠেছে উন্নয়ন। হিমঘর, সেতু কিছুই হয়নি।

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৯ জানুয়ারি : বাম আমল থেকেই কৃষিনির্ভর মেখলিগঞ্জে হিমঘরের দাবি ছিল। আজও সেই দাবি পূরণ হয়নি। জয়ী সেতু তৈরি হওয়ার পর তিস্তা চরের প্রায় ৪০০ একর খাসজমিতে শিল্পতালুক তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেই জমি এখনও দখলমুক্ত করা যায়নি। স্বাভাবিকভাবে শিল্পতালুক তৈরির পরিকল্পনা যেমন অধরা রয়ে গিয়েছে তেমনি তিনবিঘা করিডরকে কেন্দ্র করে পর্যটন হাব তৈরির স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে কুচলিবাড়িবাসীর। দল বদল করে এসে পরেশ অধিকারী মেখলিগঞ্জে নানা উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বাস্তবে সেই উন্নয়নে কোনও দিশা দেখাতে পারেননি পরেশ।

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ বাম আমলে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী। বামের দাপুটে নেতা ২০১৮ সালে তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূলে এসেও হয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। মিলেছে চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের পদও। উন্নয়নের স্বার্থে দল পরিবর্তন করলেও প্রথমেই মেয়ের চাকরি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। অভিযোগ ওঠে মেধাতালিকায় নাম না থাকলেও হঠাৎ এসএসসি-র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে তপশিলি তালিকার ওয়েটিং লিস্টে প্রথমে চলে আসে তাঁর মেয়ের নাম। আবার পরবর্তীতে চাকরিও পান। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, বাম আমলেও পরিবারের এমন কেউ নেই যিনি চাকরি পাননি। অবশ্য সেই সময় অভিযোগ ওঠেনি। কিন্তু তৃণমূলের আমলে নিজের মেয়ে অঙ্কিতার চাকরি ও তারপর পদচ্যুত হওয়া একে একে প্রকাশ্যে আসে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের চাকরির তালিকা। তবে মেয়ের চাকরি বিতর্কই কাল হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক জীবনে। মন্ত্রিত্বও চলে যায়।

ঘরে-বাইরে কটাক্ষের মুখে পড়েন তিনি। উন্নয়নের জন্য দল পরিবর্তন করলেও মেখলিগঞ্জের জয়ী সংলগ্ন এলাকায় শিল্পতালুক থেকে বেশ কয়েকটি সেতু সংস্কার, কৃষকদের জন্য হিমঘর, সেচের ব্যবস্থা এখনও অধরা। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের দাবিও পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন পরেশ। তবে নানা অভিযোগ থেকে শুরু করে মেয়ের চাকরি কেলেঙ্কারিতে সিবিআই-ইডির টানাহ্যাঁচড়া থেকে একমাত্র ছেলের অকালপ্রয়াণ। তবে দমে যাননি তিনি। এসবের মাঝেও প্রতিশ্রুতি পূরণে একেবারে তাঁকে বাদ দেওয়ার খাতায় রাখা যায় না। মেখলিগঞ্জ বিধানসভার কোনায় কোনায় প্রত্যেক গ্রাম থেকে শুরু করে পুরসভাতেও চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ ও বিধায়ক তহবিল থেকে পাকা রাস্তা ও কালভার্ট করেছেন। মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রত্যেক ওয়ার্ডে রাস্তা, ড্রেন থেকে বেশ কয়েকটি স্কুলের সীমানা পাঁচিল

দলবদলু নেতা

সতী নদীতে বেহাল সেতু।

থেকে শৌচাগার, সাইকেলস্ট্যান্ড তৈরি করেছেন।

মেখলিগঞ্জ কলেজের সীমানা পাঁচিল, শৌচাগার এবং মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালত সংস্কারেও হাত লাগিয়েছেন তিনি। বিধায়ক তহবিল থেকে তৈরি করেছেন রানিরহাটে সেতু। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবস্থা করেছেন। ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনের উদ্বোধন হবে শীঘ্রই। পাশাপাশি পরেশের তত্ত্বাবধানে মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়িতে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে পোলট্রি ফার্ম। পরেশের বক্তব্য, 'মেখলিগঞ্জ বিধানসভাজুড়েই উন্নয়ন করা হয়েছে।' তাঁর বক্তব্য, 'জামালদহ সংলগ্ন এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে একটি হিমঘর তৈরি হচ্ছে। একটি বহুমুখী হিমঘর করার চেষ্টা চলছে। আর জয়ী সেতু সংলগ্ন প্রায় ৪০০ একর খাসজমি দখলমুক্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার। সেখানে শিল্পতালুক হবে।'

দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত তিন

ডাম্পারের ধাক্কায় জখম পাঁচজন

অভিরূপ দে ও অনসূয়া চৌধুরী

ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : মাটি পরীক্ষার কাজে যাওয়ার জন্য একটি ছোট গাড়িতে করে সকাল সকাল বেরিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির পাঁচজন। তবে কাজে আর যাওয়া হল না। তার আগেই ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের ওপর ময়নাগুড়ি রোড উড়ালপুলে একটি ডাম্পারের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় ওই যাত্রীবাহী গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। মৃতের নাম উপানন্দ রায় (২৮)। বাড়ি জলপাইগুড়ি সেনপাড়া সুকান্তনগর এলাকায়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ছোট গাড়ির চালক সহ ৫ জন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'দুর্ঘটনাগ্রস্ত ডাম্পার ও ছোট গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে।'

এদিন একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়িতে চেপে কয়েকজন জলপাইগুড়ির দিক থেকে দিনহাটাতে মাটি পরীক্ষার কাজে যাচ্ছিলেন। সেসময় ময়নাগুড়ি রোড উড়ালপুলের ওপর দ্রুতগতিতে আসা একটি পণ্যবাহী ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। ছোট গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ওই গাড়ির পেছনের দিকে বসেছিলেন উপানন্দ। স্থানীয় বাসিন্দারা

যাত্রীবাহী ছোট গাড়িতে ধাক্কা ডাম্পারের। বৃহস্পতিবার।

উপানন্দকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গাড়ির চালক রাজেশ সিংকে গুরুতর আহত অবস্থায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ ও ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। হাজির হন ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরাও। ঘটনার জেরে উড়ালপুলে বেশ কিছু সময় যান চলাচল বন্ধ থাকে।

রাজেশের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। ঘটনায় আঘাত পেয়েছেন ছোট গাড়ির যাত্রী পান্ডাপাড়া বৌবাজার এলাকার বাসিন্দা শুভম ঘোষ, জলপাইগুড়ি কাদোবাড়ি এলাকার বাসিন্দা শুভদীপ রায় এবং সেনপাড়া এলাকার দুই বাসিন্দা বিষ্ণু রায় ও বিক্রম সাহা। তাঁদের প্রত্যেককেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

শুভম বলেন, 'কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডাম্পারটি পেছন দিক থেকে এসে আমাদের চলন্ত গাড়িতে ধাক্কা মারে।' কোনওক্রমে তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেলেও উপানন্দকে হারাতে হল বলে আক্ষেপ শুভদীপের।

এদিন দুর্ঘটনার পর মৃতের পরিবারের লোকজন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসেন। পরিবারের লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এক জখম ব্যক্তির পরিবারের সদস্য সিদ্ধার্থ ঘোষ বলেন, 'দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্র আমরা ময়নাগুড়ি ছুটে আসি।'

এদিন বিকেলে মৃতদেহটি জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মর্মান্তিক

- এদিন ছোট যাত্রীবাহী গাড়িতে চেপে কয়েকজন জলপাইগুড়ির দিক থেকে দিনহাটাতে মাটি পরীক্ষার কাজে যাচ্ছিলেন
- ময়নাগুড়ি রোড উড়ালপুলে একটি ডাম্পারের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়িটি
- ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের
- ঘটনার জেরে উড়ালপুলে বেশ কিছু সময় যান চলাচল বন্ধ থাকে

লরির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : বাঁকের মুখে সামনের গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে উলটো দিকে আসা লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরবাইক আরোহী দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি ব্লকের গিলান্ডি এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের ওপর ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম রসিদুল রহমান (৩০) ও রাব্বি আলম (১৬)। দুজনের বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এশিয়ান হাইওয়ের ওপর বাঁক নেওয়ার সময় সামনের গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে সামনে আসা লরির সঙ্গে বাইকটির সংঘর্ষ হয়। বিকট শব্দে ছিটকে পড়ে দুই বাইক আরোহী। খবর পেয়ে ধূপগুড়ির দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। একইসঙ্গে পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। দুজনকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ধূপগুড়ি হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ ধূপগুড়ি থানার পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। শুক্রবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। স্থানীয়দের কথায়, ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বেপরোয়া গতির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম রায় বলেন, একেই তো রাস্তা সংকীর্ণ, তার উপর বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর জন্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটল। বিকট শব্দে এলাকার সকলেই আঁতকে উঠেছেন।

রাস্তার ওপর দুজনকে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের উদ্ধার করে। অপর বাসিন্দা রতন সরকার বলেন, 'দুর্ঘটনার পর এশিয়ান হাইওয়ে যানজটে আটকে যায়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এর আগেও এই এলাকায় একাধিক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে।'

প্রসঙ্গত, কুয়াশার কারণেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। একাধিকবার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রকল্পের মাধ্যমে বাইকের গতি এবং সিট বেল্ট নিয়ে প্রচার করা হয়। তবুও একাংশ চালক ওই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দ্রুতগতিতে গাড়ি নিয়ে ছোটে বলে অভিযোগ। তবে এদিনের দুর্ঘটনার পেছনে নির্দিষ্ট কী কারণ রয়েছে, তা নিয়ে পুলিশ অবশ্য এখনই কিছুই বলতে চায়নি। এদিকে, গাড়িটি দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায়। গাড়ির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

প্রথম পাকা রাস্তার কাজ শুরু

নাগরাকাটা, ৯ জানুয়ারি : স্বাধীনতার পর এই প্রথম পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে ভগতপুর চা বাগানের চাদর লাইনের একাংশে। সেখানকার ২১/১২২ নম্বর গ্রাম সংসদের আওতাধীন টিআরএ এলাকায় বৃহস্পতিবার ওই রাস্তার কাজের সূচনা হয়। চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে রাস্তাটি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এজন্য ১০ লক্ষ টাকা আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এদিন ফিতে কেটে কাজের উদ্বোধন করেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রমেশ তিরকি। রমেশ বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে ওই এলাকার বাসিন্দারা পাকা রাস্তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ৩০০ মিটার রাস্তাটির মাধ্যমে এলাকার অন্তত শ-চারেক বাসিন্দা উপকৃত হবেন।'

ফল বিতরণ

ধূপগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ওষুধ ব্যবসায়ীদের সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ১০৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ফল বিতরণ করা হল সংগঠনের তরফে। সকালে সংগঠনের ধূপগুড়ি জোনাল কমিটির তরফে ধূপগুড়ি হাসপাতালে রোগীদের ও বিকেলে ধূপগুড়ি পুর ময়দানে ক্রীড়াবিদ সহ খুদেদের হাতে ফল তুলে দেওয়া হয়। সুরেশ দে মার্কেটে সংগঠনের জোনাল দপ্তরে বিসিডি'র পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি সংগঠনের জন্মদিন পালন করা হয়। সুদীপ্ত বলেন, 'এবছর ধূপগুড়ি জোনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। গোটা বছর আমরা সেবামূলক কর্মসূচি করব।'

ধর্মীয় উৎসব

চালসা, ৯ জানুয়ারি : কলসযাত্রার মাধ্যমে সাতদিনব্যাপী মহাপুরাণ পাঠের সূচনা হল বৃহস্পতিবার। মহাবাড়ি বস্তির শর্মা পরিবারের উদ্যোগে সাতদিনব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ পাঠের সূচনা হয়। কলস মাথায় নিয়ে মহিলারা মূর্তি নদী থেকে জল ভরে হেঁটে পুরোনো জায়গায় আসেন। এই উৎসবে ভজন, কীর্তন ও গীতা পাঠ হবে। শেষের দিন হবে যজ্ঞ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সারি সারি।। *তামিলনাড়ুর তীরুভালুরে ছবিটি তুলেছেন শীতলকুচির বিধান বর্মন।*

ভেঙেছে নালার স্ল্যাব, ভোগান্তি আবর্জনাতে

চালসা, ৯ জানুয়ারি : যাতায়াতের প্রধান রাস্তার উপরে থাকা জলনিকাশি নর্দমার স্ল্যাব ভেঙে বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয়েছে। যে কোনও সময় ওই রাস্তার উপরে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছড়িয়েছে। পাশাপাশি, জনবহুল এলাকায় থাকা ওই জলনিকাশি নর্দমায় আবর্জনা ফেলার জেরে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দারা। মাটিয়ালি ব্লকের জনবহুল চালসা সংলগ্ন চালসা কালীবাড়িপাড়া এলাকার অবস্থা এরকমই।

দ্রুত রাস্তার উপরে থাকা ওই নর্দমা সংস্কার করে রাস্তাটি কংক্রিটের করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

বিষয়টি নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ মাটিয়ালি বিডিওকেও দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা কুমকুম ভৌমিকের বক্তব্য, 'বহুবার প্রশাসনের লোকজন এসে রাস্তার মাপজোখ করে গেলেও আজ পর্যন্ত রাস্তার কাজ হয়নি। রাস্তার উপরে থাকা জলনিকাশি নর্দমার স্ল্যাব দীর্ঘদিন ধরেই ভেঙে

চালসা কালীবাড়িপাড়ায় নর্দমার স্ল্যাব ভেঙে বিপজ্জনক অবস্থা।

বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয়েছে।'

কুমকুম জানান, বর্তমানে বিপজ্জনক ওই রাস্তায় চলাফেরা করাই মুশকিল। এলাকায় টোটোও ঢুকতে চায় না। জনবহুল এলাকার মাঝখান দিয়ে যে জলনিকাশির নর্দমা রয়েছে সেখানে চালসা গোলাইয়ের বেশ কয়েকটি মিষ্টির দোকানের আবর্জনা ফেলার ফলে দুর্গন্ধ তৈরি হচ্ছে। বাড়ছে মশামাছির উৎপাত। তাপস চৌধুরী নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'এলাকায় ১৫-১৬টি পরিবারের বসবাস। সংশ্লিষ্ট সকলের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।'

দ্রুত এ বিষয়ে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিঝার কাসাজুর কথায়, 'লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই এলাকায় গিয়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। নর্দমার উপরে স্ল্যাব বসানো সহ রাস্তাটি কংক্রিট করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর অনুমান

সারমেয় হত্যায় থানার দ্বারস্থ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : একসঙ্গে একাধিক সারমেয়র মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মাগুরমারি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ আলতাগ্রাম এলাকায়। বিষক্রিয়ায় সারমেয়গুলির মৃত্যু ঘটতে পারে বলে অনুমান। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ সারমেয়গুলির মৃত্যুর কারণ খুঁজতে ইতিমধ্যে দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পশুপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক অবিনাশ পাসোয়ানের কথায়, 'এক ব্যক্তি খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে একটি মা কুকুর সহ সাতটি কুকুরকে হত্যা করেছে। মৃত কুকুর উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

বৃহস্পতিবার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে প্রথম ধূপগুড়ি থানায় খবর যায়। তারপর দেহগুলি উদ্ধার করে ধূপগুড়ি ব্লকের ডাউকিমারি প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাণী চিকিৎসক ময়নাতদন্ত করেন। তবে রিপোর্ট এখনও আসেনি।

প্রাণী চিকিৎসক ডাঃ অসীম সরকার বলেন, 'ময়নাতদন্ত হয়েছে। রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। চারদিনের মধ্যে রিপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে।'

অত্যন্ত নৃশংসভাবে সারমেয়গুলিকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

পুলিশ অবশ্য অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত শুরু করেছে। এদিন ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য প্রাণী চিকিৎসকে লিখিতভাবে জানায়। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত এগিয়ে রাখতে আগামভাবে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে বলে ধূপগুড়ি থানা সূত্রে খবর।

> এক ব্যক্তি খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে একটি মা কুকুর সহ সাতটি কুকুরকে হত্যা করেছে। মৃত কুকুর উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
>
> **অবিনাশ পাসোয়ান,** সম্পাদক পশুপ্রেমী সংগঠন

লাউয়ের আড়ালে চাষ করা গাঁজা নষ্ট

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৯ জানুয়ারি : গাঁজা চাষ রুখতে পুলিশ সমানে অভিযান চালাচ্ছে। তবে যারা এই চাষে যুক্ত, তারাও যেন হাল ছাড়তে রাজি নয়। চাষের জমিতে লাউ, লংকা, বেগুন গাছের আড়ালেই চলছে দেদার গাঁজা চাষ। কোথাও আবার গৃহস্থের বাড়ির জমিতে হচ্ছে গাঁজা চাষ। কখনও জাতীয় সড়কের পাশে ত্রিপল দিয়ে ঘিরে চলছে অবৈধ এই চাষ। পুলিশ অবশ্য এসব রুখতে অভিযান চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

বৃহস্পতিবার বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযান চালায় বানারহাট থানার পুলিশ। পূর্ব দুরামারি ও কেরানিপাড়া গ্রামে চলে অভিযান। এখানেই চাষের খেতে অন্য সবজির আড়ালে চাষ হচ্ছিল গাঁজা।

প্রায় ৫০টি গাঁজা গাছ উপড়ে ফেলে সেগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গাঁজা নষ্ট করার পাশাপাশি চাষের সঙ্গে যুক্ত সকলকেই সাবধান করা হয়েছে। পরবর্তীতেও এমন অভিযান চলবে।'

মালবাজার থানার আইসি সৌমজিৎ মল্লিকের নেতৃত্বে সাদা পোশাকের পুলিশ হানা দায় গাজলডোবা এলাকায়। ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গজলডোবার ৭ নম্বর এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ বেআইনিভাবে গাঁজার চাষ চলছিল। অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছগুলিকে শনাক্ত করে আগুন লাগিয়ে দেয় পুলিশ। আইসি সৌমজিৎ মল্লিকের চালানো এই অভিযান প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী অভিযানে নামে ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বৌলবাড়ি এলাকায়। বৌলবাড়ি নীলকান্ত পাল হাইস্কুলের ঠিক পেছনেই এক গৃহস্থের বাড়ির উঠানে কয়েক কাঠা জমির উপরে চাষ করা হয়েছিল গাঁজার। একইভাবে স্কুলের উলটো দিকে জাতীয় সড়কের পাশেই ত্রিপল দিয়ে ঘিরে চাষ করা হয়েছিল গাঁজার। পুলিশের সমস্ত গাছ কেটে জাতীয় সড়কের পাশেই পুড়িয়ে ফেলে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের বক্তব্য, 'গত কয়েকদিন ধরেই গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে এমন অভিযান চলছে। এদিনও কয়েক লক্ষ টাকার গাঁজা গাছ নষ্ট করা হয়েছে।' এই ধরনের চাষ যাতে আগামীতে না হয় সেইজন্য সাধারণকে সচেতন করার কাজও চলছে বলে জানান আইসি।

সীমান্ত পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

খড়িবাড়ি, ৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির মাঝে কী অবস্থায় রয়েছে ভারত-নেপাল সীমান্ত? তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কির ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। পরে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন। শেষে জওয়ানদের সঙ্গে বসে 'বড়া খানা' অনুষ্ঠানে মধ্যাহ্নভোজন সারেন মন্ত্রী। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন এসএসবির শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুধীর কুমার, ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট যোগেশ সিং সহ শুল্ক, পুলিশ ও গোয়েন্দা আধিকারিকরা। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এসএসবি জওয়ানদের নিয়ে সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। জওয়ানদের কাজের প্রশংসা করেন। পরে মন্ত্রী বলেন, 'নেপাল ও ভুটান সীমান্তে এসএসবি নজরদারি চালায়। এই দু'দেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এর পাশাপাশি এসএসবি সীমান্ত এলাকায় সামাজিক কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।'

বকেয়া বিল, আঁধারে তেলিপাড়ার দুই স্কুল

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ৯ জানুয়ারি : কথায় বলে 'পহলে দর্শনধারী, ফির গুণবিচারি' অর্থাৎ ব্যক্তি হোক বা কোনও প্রতিষ্ঠান, বিচার করার ক্ষেত্রে সবাই প্রথমে চেহারা দিয়েই বিবেচনা করে। যেমনটা হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার তেলিপাড়ার বিআর আম্বেদকর স্কুল ও কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি স্কুলের। রয়েছে ঝাঁ চকচকে মস্ত বড় বিল্ডিং, কিন্তু রয়েছে একাধিক সমস্যা। শিক্ষা দপ্তরের নজরদারির অভাবে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সহ একাধিক সমস্যায় জর্জরিত এই দুটি সরকারি স্কুল। দুটি স্কুলেই নেই বিদ্যুৎ পরিষেবা। বিদ্যুৎ সংযোগহীন হয়ে থাকায় যেমন পড়ুয়ারা সমস্যায় ভুগছে তেমনই স্কুলের অনলাইন সংক্রান্ত নানা কাজ করতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিদ্যুৎ না থাকায় মিলছে না পানীয় জলও। বিআর আম্বেদকর স্কুলে গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ টাকার বকেয়া বিদ্যুৎ বিল। বিল না মেটানোয় পাঁচ মাসে আগেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর। পাশের স্কুল কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি স্কুলে ঠিকাদার বিদ্যুৎ বিল না মেটানোয়

ভোগান্তি পড়ুয়াদের

২০১৯ সাল থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই স্কুলে। বকেয়া ৬৮ হাজার। কে মেটাবে এই বিল? এনিয়ে ফাঁপরে পড়েছে দুই স্কুল।

নির্মাণের পর দীর্ঘ টালবাহানা শেষে ২০১৯ সালে কার্তিক ওরাওঁ ও ২০২৩ সালে বিআর আম্বেদকর স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হয়। তেলিপাড়া চা বাগান লাগোয়া এই দুই স্কুল এতদিন ছেয়েছিল জঙ্গলে। সম্প্রতি চিতাবাঘের আনাগোনার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে বিআর আম্বেদকর স্কুলে সাফাই শুরু হয়েছে। তবে এখনও জঙ্গলময় কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি স্কুলটি। বিআর আম্বেদকর স্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া আসমানি পারভিন সহ অন্যরা জানায়, তারা স্কুল ড্রেস, জুতো তো পাচ্ছে না-ই, এমনকি স্কলারশিপের টাকাও পাচ্ছে না। স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় গরমে ক্লাস করতেও চরম সমস্যায় পড়েছিল পড়ুয়ারা।

বিআর আম্বেদকরে বর্তমানে ১৩ জন পড়ুয়া, কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি স্কুলে রয়েছে ১৯ জন পড়ুয়া। স্কুলগুলি পড়ুয়াসংকটে ভুগছে, তাছাড়া রয়েছে মিড-ডে মিলের সমস্যা। বর্তমানে কার্তিক ওরাওঁ স্কুলেই দুই স্কুলের পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের রান্না চলছে। বিআর আম্বেদকর স্কুলের টিআইসি রাজেশ যাদব বলেন, 'গতবছর মার্চ মাসে আমাকে বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে সাড়ে সাত লাখ টাকার একটি বিল দেওয়া হয়। বিল দিতে না পারায় সংযোগ কেটে দেয় বিদ্যুৎ দপ্তর। ঘটনাটি আমি বিদ্যুৎ দপ্তর সহ সব মহলে জানিয়েছি। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি।' বিদ্যুৎ দপ্তরের গয়েরকাটা স্টেশন ম্যানেজার আলোকসান প্রধান বলেন, 'বিআর আম্বেদকর স্কুলে ঠিকাদার বিল শোধ করেননি। তাই সংযোগ কেটেছি। স্কুলের নামে কোনও কানেকশনও নেওয়া হয়নি। দুটি স্কুলই সংযোগের জন্য আবেদন করলে আমরা সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করব।' ধূপগুড়ি পশ্চিম মণ্ডলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজদীপ মণ্ডল বলেন, 'বিল ও বিদ্যুতের বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। বাংলার শিক্ষা পোর্টালে এন্ট্রি না হওয়ার জন্য সরকারি সুবিধেগুলি পড়ুয়ারা পাচ্ছিল না। তবে এবার থেকে তারা সব পাবে।'

আগাছায় ভরে গিয়েছে কার্তিক ওরাওঁ স্কুল চত্বর।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩২ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ পৌষ ১৪৩১

সম্পর্কের টানাপোড়েন

শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়া বাংলাদেশের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। তবে তাতে আইনের শাসন কার্যকর করার চেয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার তাগিদ বেশি। সব দেশের নিজস্ব আইন থাকে, বিচার প্রক্রিয়া চলে। সন্দেহ নেই, মুজিব-কন্যা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সরকারি প্রশ্রয়ে, মদতে নানা অনৈতিক কাজ হয়েছে বাংলাদেশে। বিরোধীদের কণ্ঠরুদ্ধ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে বাকস্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছিল। গণতন্ত্র আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। গুমখুন জাতীয় ঘৃণ্য কাজের অভিযোগও আছে।

ইউনূস জমানা সেই অভিযোগগুলির ভিত্তিতে বিচার শুরু হয়েছে। ফলে হাসিনার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি বিচার ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেই পরোয়ানা কার্যকর করতে ভারতের কাছে হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করতে অনুরোধ করার মধ্যেও কোনও অস্বাভাবিকত্ব নেই। বিচার নিজের গতিতে চললে বলার কিছু থাকত না। কিন্তু বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি দেখলে স্পষ্ট হবে, নেপথ্যে রয়েছে প্রতিহিংসা। মৌলবাদী তো বটেই, বেশকিছু শক্তি হাসিনাকে ফাঁসি দেওয়ার দাবি তুলেছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের অত্যন্ত অপছন্দের মানুষ হাসিনা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর যে কোনও মূল্যে রাজনীতিতে ফেরা আটকানো তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশের আরও অনেক শক্তির লক্ষ্য একইরকম। যাতে সুবিধা হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের অ্যাজেন্ডা রূপায়ণের চেষ্টায়। এসবই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। মানবাধিকার, গণতন্ত্র লঙ্ঘিত না হওয়া পর্যন্ত এবং সাধারণ মানুষ নিপীড়িত না হলে এ নিয়ে অন্য দেশের বলার থাকে না।

কিন্তু ভারতের পক্ষে পরিস্থিতিটা বিড়ম্বনার। হাসিনা দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত ভারতবন্ধু। চিনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও ভারতের সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া রেখে চলতেন তিনি। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে জঙ্গি সমস্যা নিরসনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ভারতীয় জঙ্গিদের বাংলাদেশের আশ্রয় থেকে উৎখাত করতে তাঁর অবদান ভারত ভুলতে পারে না। কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কখনো-কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। ভারতের কাছে হাসিনা সেরকমই একজন রাষ্ট্রনেতা।

বাংলাদেশের হাতে তুলে দিলে যাঁর জীবন, রাজনীতি ইত্যাদি সবই অনিশ্চিত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের অনুরোধ নিয়ে ভারতের নীরবতা সংগত কারণেই। বাংলাদেশ পাসপোর্ট বাতিল করলেও হাসিনার রেসিডেন্ট পারমিটের মেয়াদ বাড়িয়েছে ভারত। তাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় শক্তির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের একাংশের সমালোচনা সইতে হচ্ছে। সেদেশে অভিযোগ উঠছে, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার চেয়ে ভারত অগ্রাধিকার দিচ্ছে হাসিনাকে আগলে রাখতে।

এর প্রভাব দু'দেশের সম্পর্কে পড়ছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের দিকে আঙুল তুলে প্রায়ই যে ধরনের কথাবার্তা বর্ষিত হচ্ছে, তার পূর্ব নজির নেই। আওয়ামি লিগ ছাড়া অন্য দল ক্ষমতায় থাকলেও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এত তিক্ত কখনও হয়নি। মুজিব-কন্যার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিদ্বেষ থাকারই কথা। হাসিনাহীন বাংলাদেশের সঙ্গে সখ্য বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে পাকিস্তান সরকার।

ক্ষমতায় না থাকলেও ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতি অনেকটাই আবর্তিত হচ্ছে হাসিনাকে কেন্দ্র করে। পরিস্থিতি দেখলে বোঝাই যায় যে, ভারত আগ বাড়িয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে চায় না। বরং প্রতিবেশী দেশটার সঙ্গে কার্যকর সুসম্পর্ক বজায় রাখতে মরিয়া চেষ্টা আছে ভারত সরকারের তরফে। বিদেশসচিবকে ঢাকায় পাঠানো সেই প্রয়াসের অঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা, বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারী সীমান্ত আটকে দেওয়া, রপ্তানি বন্ধ, বাংলাদেশের বাসিন্দাদের এ রাজ্যে চিকিৎসার সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি আস্ফালন করে চলেছেন। কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা এবং দেশের সরকার কখনও প্রকাশ্যে তেমন কড়া অবস্থান দেখাচ্ছে না। কিন্তু হাসিনাকে কেন্দ্র করে দু'দেশের ভূ-রাজনীতি ও কূটনীতি যেভাবে বিষিয়ে উঠছে, তাকে সামাল দেওয়াই এখন ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জ।

অমৃতধারা

জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময় সুযোগ নষ্ট করা কারও পক্ষে সমীচীন নয়। প্রশান্ত সুমেরুর ন্যায় প্রসন্নচিত্তে সতত অবস্থান করিতে হইবে। অধ্যবসায় সহকারে চিরবাঞ্ছিত জিনিস লাভে পুনঃপুন চেষ্টা যত্ন উদ্যোগ সম্পন্ন হওয়াই সাধকের মহত্ব। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে অস্বস্তিতে কেজরি

দিল্লি বিধানসভার ভোট ঘোষণা হল। সেখানে ইন্ডিয়া জোটে বিশাল ফাটল। মোদি কি আগের সব ব্যর্থতা ঢাকতে পারবেন?

গৌতম হোড়

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর রাজনৈতিক সাফল্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। সেই সাফল্যের তালিকাটাও নেহাত কম বড় নয়। তবে তাঁর রাজনৈতিক ব্যর্থতা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না।

সেই ব্যর্থতার তালিকায় একেবারে ওপরের দিকে থাকবে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জয়রথ থামাতে না পারা। ২০১৫ সালে দিল্লি বিধানসভার ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৭টি জিতেছিল কেজরিওয়ালের আপ। ২০২০ সালে তারা জেতে ৬২টি আসনে। যে দিল্লিতে বসে মোদি দেশ শাসন করেন, সেখানে তুলনায় এক অর্বাচীন রাজনীতিক বিজেপি-কে পরপর দুইটি নির্বাচনে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে, এই ব্যর্থতা হজম করাটা নিঃসন্দেহে শক্ত। এই ব্যর্থতা বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বকে পীড়া দেবে এটাই স্বাভাবিক।

তবে মোদি এবং অমিত শা'র কাজের বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা কোনও কিছুতেই হার মানতে চান না। ব্যর্থতা কাটিয়ে সাফল্য পাওয়ার জন্য সমানে চেষ্টা করে যান। দিল্লির ক্ষেত্রেও গত দশ বছর ধরে তারা সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দশ বছর পর সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ কেজরিওয়ালকে তাঁরা বেশ কিছুটা কোণঠাসা করে ফেলেছেন। গত দশ বছরের মধ্যে এতটা চাপে থাকতে কেজরিওয়ালকে আগে কখনও দেখা যায়নি।

সেটা স্বাভাবিকও। মদের লাইসেন্স কেলেঙ্কারি নিয়ে জেলে যেতে হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিং-কে। আরেকটি মামলায় জেলে গিয়েছেন আপের অন্যতম নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র সিং। ফলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াকু বলে আপ নেতার যে ভাবমূর্তি ছিল তাতে ধাক্কা লেগেছে।

রাজনীতি হল ধারণা তৈরির খেলা। ফলে যে ধারণাটা কেজরিওয়াল গড়ে তুলেছিলেন, তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ভারতীয় মানসিকতায় এরকম ক্ষেত্রে ভোটদাতাদের একটা বড় অংশের প্রথমে মনে হয়, বিরোধী রাজনীতিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তারপর তিনি দিনের পর দিন যখন জেলে থাকেন, একের পর এক জামিনের আবেদন খারিজ হয়, তখন তাঁদের মনে হয়, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। কেজরিওয়াল আবার দীর্ঘদিন জেলে থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়েননি। অনেক পরে গিয়ে ছেড়েছেন। এই সবকিছুর প্রভাব লোকসভা নির্বাচনের ফলে পড়েছে।

তবে এর আগেও লোকসভা নির্বাচনে কেজরিওয়াল কিন্তু মোদির সঙ্গে পেরে ওঠেননি। তার জোরের জায়গা হল বিধানসভা নির্বাচন। এবার সেই চেনা পিচে তিনি আবার খেলতে নামবেন।

তাহলে তাঁর চিন্তাটা কোথায়? চিন্তার কারণ হল, ওই ধারণা তৈরির খেলায় বিজেপি এবার অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। আর নয়াদিল্লির মধ্যবিত্ত ভোটারদের যে বড় অংশ কেজরিওয়ালকে ভোট দিতেন, তাঁরা আপ নয়, বিজেপির দিকে চলে যেতে পারেন, এমন আশঙ্কা আপের নেতাদের ষোলোআনা রয়েছে। কেজরিওয়াল হিন্দুত্বের পথে চলার জন্য সংখ্যালঘু ভোটও পুরোপুরি কংগ্রেসের দিকে চলে যেতে পারে। এই দুই সম্ভাবনা যদি সত্যি হয়, তাহলে কেজরিওয়ালের পক্ষেও ২০১৫ বা ২০২০ সালের ফলের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

কিন্তু কেজরিওয়ালও তো ২০১৩ সাল থেকে রাজনীতিতে হাত পাকিয়েছেন। কোনও সন্দেহ নেই, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্না হাজারের সঙ্গে থেকে কেজরিওয়াল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। কিন্তু ২০১৫ ও ২০২০ সালের সাফল্যের পিছনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের থেকে ঢের বেশি কাজ করেছে, দিল্লির মানুষকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি।

'বিজলি হাফ, পানি মাফ'-কে হাতিয়ার করে তিনি ২০১৫-র নির্বাচনে অভূতপূর্ব ফল পেয়েছিলেন। ২০২০ সালে তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল, মেয়েদের বাসে বিনা পয়সায় যাতায়াতের সুবিধা, মহল্লা ক্লিনিক, সরকারি স্কুলের মানোন্নয়ন। অর্থাৎ, একটার পর একটা জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি ও আর্থিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার সুফল তিনি পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করে যে সুবিধা পেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে কৃষকদের বছরে ছয় হাজার টাকা দিয়ে যে সুবিধা পেয়েছিলেন মোদি। মধ্যপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটকে মেয়েদের প্রতি মাসে টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে যে সুবিধাটা পেয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস, সেই সুবিধাটাই দিল্লিতে আবার পেতে চান কেজরিওয়াল।

দিল্লিতে এবার কেজরিওয়ালের তুরুপের তাস এরকমই একটা প্রতিশ্রুতি। ক্ষমতায় এলে তিনি দিল্লির মেয়েদের ২১০০ টাকা করে প্রতি মাসে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক চমক দিয়ে তিনি আপের তরফ থেকে শিবির খুলে মেয়েদের নাম নথিভুক্ত করার কাজটাও সেরে নিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন পার্কের মতো বাঙালিপ্রধান এলাকায় আপের শিবিরে প্রায় বারোশো মেয়ে নাম নথিভুক্ত করেছেন। আয়কর দেন না, এমন প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা এই সুবিধা পাবেন বলে কেজরিওয়াল ঘোষণা করেছেন।

দিল্লি সরকার ঘোষণা করেছে, তারা এরকম কোনও প্রকল্প হাতে নেয়নি, কেউ যেন আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে কোনও ফর্ম পূরণ না করেন। কিন্তু তারপরেও লাখ লাখ নারী দিল্লিতে এই ফর্ম ভরে তাঁদের নাম আপের কাছে নথিভুক্ত করিয়ে রেখেছেন। এবার এই টাকাটা হাতে পাওয়ার জন্য তাঁরা যদি কেজরিওয়ালকে ভোট দেন, তাহলে এবারও মোদির লড়াইটা কঠিন হয়ে যাবে। বিজেপি এবার দিল্লির জন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। এর আগে তারা দিল্লিতে যতবার এই ঘোষণা করেছে, ততবারই হেরেছে। কিরণ বেদী, বিজয়কুমার মালহোত্রা, সুষমা স্বরাজ কেউই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়ে দলকে জেতাতে পারেননি। তাই এবার বিধানসভাতেও কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে মোদিকে সামনে রেখেই লড়বে বিজেপি।

আসলে নয়াদিল্লির মধ্যে অনেকগুলি নয়াদিল্লি আছে। বিত্তশালী দিল্লি, উচ্চবিত্তদের দিল্লি, মধ্যবিত্তদের দিল্লি ছাড়াও আছে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষের দিল্লি। যাঁরা লুটিয়েন্স সাহেবের তৈরি মধ্য দিল্লিকে দেখেন বা দক্ষিণ দিল্লির বৈভবশালী মানুষের বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি, অসম্ভব দামী গাড়ি, বিলাসী জীবনযাপন দেখেন, তাঁরা ভাবতেও পারেন না, এর পাশাপাশি গরিব মানুষের নয়াদিল্লির চেহারা কতটা হতশ্রী।

একসময় সেখানকার মানুষ ছিলেন কংগ্রেসের মূল শক্তি। এখন তারাই কেজরিওয়ালকে এইভাবে জেতানোর পিছনে আছেন। আপের নেতাদের দাবি, এই বিত্তহীন দিল্লির মানুষ এখনও তাঁদের সঙ্গে আছেন। কারণ, তাঁরা কেজরিওয়ালের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছেন। এই আর্থিক সুবিধা তাদের জন্য খুবই জরুরি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ২০২০ সালে দেখেছিলাম, মধ্যবিত্ত ও কট্টর বিজেপি সমর্থকরাও এই কারণে বিধানসভায় আপকে ভোট দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন হল, এবার তাঁরা কী করবেন? লড়াইটা তো শুধু বিজেপির সঙ্গে নয়, কংগ্রেসও ময়দানে আছে। গত দু'বার তারা একটা আসনেও জেতেনি। এবার তাদের কী হবে?

দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়েছে মাত্র। ভোটপ্রচার সেভাবে শুরু হয়নি। শুরু হলে হয়তো ছবিটা কিছুটা স্পষ্ট হবে। তবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে প্রধান প্রশ্নটা হল, ২০১৫ বা ২০২০-র মতোই সব হিসাব বদলে দিতে পারবেন কেজরিওয়াল, নাকি তার আসন কমলেও তিনি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবেন? অথবা এই প্রথমবার মোদির মনোবাসনা পূর্ণ হবে, দিল্লিতেও আবার বিজেপি ক্ষমতায় আসবে? ২০১৩ সাল থেকে অনেক ম্যাজিক দেখিয়েছেন কেজরিওয়াল।

কোনও সন্দেহ নেই, হাতি এবার কাদায় পড়েছে। তাই বলে তাঁকে সহজেই হারিয়ে দেওয়া যাবে, এমন আশা বিজেপি নেতারাও করছেন না। আর দু'বার শূন্য পাওয়া কংগ্রেস এবার অন্তত খাতা খুলতে চাইছে। সেইসঙ্গে চাইছে, কেজরিওয়ালের যাত্রাভঙ্গ করতে। ফলে আপ তাদের বিজেপির 'বি টিম' বলছে। রাজনীতির খেলাও বড় বিচিত্র, কে যে কখন কার বি টিম হয়ে যায়!

এর মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অখিলেশ যাদব আপকে সমর্থন জানিয়েছেন। তবে তাঁদের সমর্থনের নৈতিক বল থাকতে পারে, ভোট পাওয়ার ক্ষেত্রে কেজরিওয়ালের খুব একটা সুবিধা হবে না। উত্তরপ্রদেশের মতোই দিল্লিতে বাঙালির সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু তাঁরা মমতা বা অখিলেশের অনুরোধের ভিত্তিতে ভোট দেন না। গত দুইটি বিধানসভায় দিল্লির বাঙালিপ্রধান চিত্তরঞ্জন পার্কে আপ ও বিজেপি প্রায় সমান ভোট পেয়েছিল। লোকসভায় বিজেপি পেয়েছিল ৬০ ভাগ ও আপ ৪০ ভাগ ভোট। ফলে কেজরিওয়ালকে বাঙালিরা ভোট দেন, বিজেপিকেও দেন। এবারেও সেই হিসাব বদলাবে বলে মনে হয় না।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫০

সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮২

আজকের দিনে প্রয়াত হন সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত।

আলোচিত

যদি 'ইন্ডিয়া' জোট থেকে থাকে, তাহলে সবার একসঙ্গে লড়াই করা উচিত। নাহলে জোট ভেঙে দেওয়া উচিত। জোটের কোনও সময়সীমা ছিল না। লোকসভা ভোটের পর 'ইন্ডিয়া' জোটের কোনও বৈঠকও হয়নি। আমাদের অ্যাজেন্ডা ঠিক হয়নি। জোট কি শুধু লোকসভার জন্য?

- ওমর আবদুল্লা

ভাইরাল/১

সন্তানের জন্য মা দুধ কিনতে ট্রেন থেকে স্টেশনে নামেন। ফেরার আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। মা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। এক রেলকর্মীকে জানালে মাঝপথে ট্রেন থামানোর ব্যবস্থা হয়। শিশুর কাছে ছুটে যান মা। রেলকর্মীর প্রশংসায় নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

লস অ্যাঞ্জেলসের ভয়াবহ দাবানলে কয়েক হাজার মানুষ ঘরছাড়া। বিরাট জঙ্গল পুড়ে ছাই। এমন পরিস্থিতিতে একটি হরিণশিশু দলছুট হয়ে প্রাণভয়ে রাস্তা দিয়ে উন্মত্তের মতো দৌড়োচ্ছে। তার অসহায়তার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

মদ বিক্রির রেকর্ড মঙ্গলজনক নয়

৪ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'নববর্ষের রাতে হাজার কোটি টাকার মদ বিক্রি' শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর আগেও পুজোর মরশুমে মদ বিক্রিতে রেকর্ড পরিমাণ আয়ের সুখবর এনে দিয়েছিল আবগারি দপ্তর। এবছর পিকনিক, বড়দিন ও নতুন বছরের আগমনে মাতোয়ারা সুরাপ্রেমী মানুষজন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় হওয়া অর্থের ভাণ্ডার নাকি অনেকখানি ভরিয়ে তুলেছেন। রেকর্ড আয়ের খবর এমনভাবে পরিবেশন হচ্ছে যেন আগামীতে এ বিষয়ে কোনও 'শ্রী' চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মদের চাহিদা বা নেশার পরিণাম যে কি ভয়ংকর তা আমরা সকলেই জানি। পিকনিক স্পটগুলোতে দিব্যি সর্বসমক্ষে মদ খেয়ে নাচ-গান চলে এবং আনন্দ-ফুর্তি শেষে যত্রতত্র মদের বোতল ফেলে সকলে ফিরে আসেন। মধ্যরাতে নেশার ঘোরে থাকা মানুষ পথেঘাটে অভব্য আচরণ করেন এবং অহেতুক বচসা ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। আবার মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুর ঘটনাও অহরহ ঘটে। এই মদের কারণে বহু তরুণ অকর্মণ্য, অচেতন ও অসুস্থ। তাছাড়া নেশা করার জন্য সংসারে নিত্য অশান্তি, মারধর, এমনকি নেশার টাকা না পেয়ে পরিবারের সদস্যকে বেঘোরে খুন পর্যন্ত হতে হয়েছে।

সম্প্রতি মায়ের কাছ থেকে নেশার টাকা না পাওয়ায় বন্ধুকে দিয়ে মা'কে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে স্বয়ং ছেলে। এমন বিরল ও অতি নীচ ঘটনার একমাত্র কারণ নেশা। স্কুল পড়ুয়াদের ব্যাগে মদের বোতল পাওয়ার খবরও আমরা শুনেছি। এসব কি চরম নৈতিক অধঃপতনের নিদর্শন নয়? নেশাগ্রস্ত মানুষের পরিবার সর্বদাই কমবেশি আতঙ্কে থাকে। সামাজিক অসম্মান এবং হীনমন্যতায় ভোগে।

সুতরাং মদ বিক্রিতে রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা যতই রেকর্ড গড়ুক বা আগের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাক তা কখনোই সমাজের পক্ষে মঙ্গলসূচক নয়। উচ্চ আয় মানেই লক্ষ্মীলাভ নয়, আয়ের উৎসের নিরিখে এই আয় সমাজে এক ভয়াবহ বার্তা দিচ্ছে। কারণ, সুস্থ সমাজ নেশাগ্রস্ততা নয়, নেশামুক্তির দাবি জানায়।

বীণা বল
শ্রীপল্লি, রোড নম্বর-৫, ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি।

গাছ কেটে উন্নয়ন সবক্ষেত্রে উচিত নয়

শিলিগুড়ি এসএফ রোডে রাস্তা সম্প্রসারণ একদিকে হয়তো ভালো, কিন্তু অন্যদিকে বেশ কিছু গাছও কাটা পড়বে অবধারিতভাবে, যা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা গত কয়েক বছরে বাগডোগরা, শিবমন্দির, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি এমনকি সিকিমের রাস্তাজুড়ে অনেক গাছ কাটা দেখেছি।

তাই প্রশাসন ও অন্যদের কাছে অনুরোধ, গাছগুলো যদি একান্তই সরাতে হয় তাহলে মেশিনের সাহায্যে গুড়ি থেকে তুলে নির্দিষ্ট জায়গায় যত্ন সহকারে রোপণ করা হোক। যতদূর জানি, অতীতে শিলিগুড়িতে এই ধরনের কাজ হয়েছিল। দয়া করে তথাকথিত উন্নয়নের নামে আর গাছ কাটবেন না। এবার অন্তত চিন্তাভাবনা পালটান।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঘৃণা-বিদ্বেষের ফাঁদ পাতা এই ভুবনে

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে পারস্পরিক ঘৃণা যেন আরও বড় হয়ে উঠছে। সেখানে ট্রোলের বাক্যগুলো সব স্পষ্ট করে দেয়।

তন্ময় দেব

'ঘৃণা, ঘৃণা, দেবো ঘৃণা/ভেবে দেখো ইনস্পায়ার্ড হবে কি না' – গায়ক রূপম ইসলামের 'ঘৃণা' শীর্ষক গানের এই পংক্তিদ্বয় বর্তমান সময়ের এক রূঢ় বাস্তবের প্রতীক। সমাজের সর্বত্র 'হেট ও থ্রেট কালচার'-এর বাড়বাড়ন্ত, হিংসা-বিদ্বেষ ও মিথ্যাচারের সদর্প উপস্থিতি নাগরিক সমাজের সার্বিক সুস্থতাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

ভাবলে অবাক হতে হয়, আমরা কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই, বরং আরও বেশি করে গা ভাসাচ্ছি ঘৃণার গড্ডলিকা প্রবাহে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এটা যেন আরও বড় হয়ে উঠছে। সেখানে ট্রোলের বাক্যগুলো পড়লে বা শুনলে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে ব্যাপারটা।

'ঘৃণা' বস্তুটাই বড্ড ছোঁয়াচে। এর সঠিক ব্যবহার জানলে যে কোনও মানুষের ব্যক্তিগত হতাশা, ব্যর্থতা ও অপ্রাপ্তিকে হাতিয়ার করে খুব সহজে তার সত্তাকে গ্রাস করা যায়। আর মানুষও কী অবলীলায় ঘৃণাকে আঁকড়ে ধরে, 'ইনস্পায়ার্ড' বা অনুপ্রাণিত হয়, কারণ কাউকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে, অন্তর থেকে খুশি হতে কিংবা মন খুলে কারও প্রশংসা করতে আমাদের চিরকালের ভীতি। যদি বাকিদের থেকে পিছিয়ে পড়ি, যদি আমার প্রাপ্য অংশটুকু থেকে কাউকে ভাগ দিতে হয়। অথচ জগতের সবকিছু কুক্ষিগত করার চেষ্টায় ব্রতী মানুষ ভুলে যায় সে কতটা নীচে নেমে গিয়েছে, পা দিয়েছে ঘৃণার ফাঁদে ও আত্মম্ভরিতার পাঁকে।

যোগাযোগ যত বেড়েছে, নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও

মানুষের সঙ্গে যত পরিচয় হয়েছে ততই যেন ভেদাভেদ, একে অন্যকে ছাপিয়ে যাবার চেষ্টায় মেতেছে সকলে। অবশ্য প্রাচীনকাল থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত প্রজাতির থেকে এর চেয়ে বেশি কীই বা আর আশা করা যায়। সেই ধারা বয়ে চলতে চলতে আজ ডিজিটাল দুনিয়াতেও এর ঢেউ এসে লেগেছে। কেউ সাফল্য পেলে বা জীবনে চলার পথে আমার চেয়ে দু'কদম এগিয়ে গেলে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। নিজের মানসিক স্থিরতা ভঙ্গ করে তার দিকে ছুড়ে দিচ্ছি দ্বেষ। অথচ এমনটা কি হওয়ার ছিল? নাকি ভাবের আদানপ্রদান করে আমাদের বিশ্বজনীন হয়ে ওঠার কথা ছিল।

সকলের চোখে নিজেকে মহান, ক্ষমতাবান হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে দুর্বলকে ভয় দেখানো, যাকে হারানো সম্ভব নয়, তার বিরুদ্ধে দলবেঁধে মিথ্যা অপপ্রচার, মানুষকে বিষিয়ে দেওয়া, এই তো চলছে। কলতলা থেকে কমেন্ট সেকশন, সর্বত্রই শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা। এমনকি যাকে ব্যক্তিগত স্তরে চিনি না, দূরদূরান্ত অবধি যোগাযোগ নেই, তার বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার করতে আমাদের আঙুল কাঁপে না। এর পরিণতি যে কী ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে তা আজ আমাদের চোখের সামনে।

যুব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই আজ এই তীব্র মানসিক দাবদাহে আক্রান্ত। আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে ক্রমাগত অবক্ষয় সেই বার্তাই বহন করে চলেছে। পান্নালাল ভট্টাচার্য তো অনেকদিন আগেই গেয়েছেন, 'পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না'।

এখানে একে অন্যের হাত ধরে, পাশে থাকা, ভরসা জোগানো গুরুত্বপূর্ণ। এই দুনিয়ায় একলা বাঁচার চেয়ে দলবেঁধে আনন্দে বাঁচা অনেক বেশি সুখের, শান্তির।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৬

পাশাপাশি : ১। রক্ত ৩। চাবুক, ঘোড়া ইত্যাদির লাগাম ৫। ছোট, কনিষ্ঠ ৬। রোদ, সূর্যকিরণ ৮। খেয়ামাঝি, খেয়াঘাটের শুল্ক আদায়কারী ১০। সুষমা, সৌন্দর্য, চারুতা ১২। মুখচোরা, লজ্জাশীল ১৪। হাবলা, মূকবধির ১৫। অতিরিক্ত উত্তেজিত, মাতাল, বিহ্বল, মতোয়ারা ১৬। প্রথা, নিয়ম, রীতি, রেওয়াজ।

উপর-নীচ : ১। ঘোষণা বা প্রচার ২। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ৪। নিত্য, অবিনশ্বর ৭। গাছের পাতা, পান, পাখির পালক ৯। রক্তবর্ণ সামুদ্রিক রত্নবিশেষ, তেল ইত্যাদি তোলার জন্য হাতলওয়ালা ছোট বাটি ১০। কোনও বিষয়ে যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্ত ১১। অতি মাননীয়, অতি সম্ভ্রান্ত ১৩। বল প্রয়োগ, অত্যাচার, পীড়ন।

সমাধান ■ ৪০৩৫

পাশাপাশি : ১। তখত ৩। দাগাবাজ ৪। রবাব ৫। দাউদাউ ৭। চখা ১০। বপু ১২। হরদম ১৪। বাতিক ১৫। কাটাকুটি ১৬। রাবিশ।

উপর-নীচ : ১। তথৈবচ ২। তরক্ষু ৩। দাবদাহ ৬। দানব ৮। খান্ডার ৯। জামবাটি ১১। পুরোডাশ ১৩। বকরা।

বিন্দুবিসর্গ

চিকিৎসকদের মিছিল

আরজি করের ঘটনার পাঁচমাস পর বৃহস্পতিবার বিকালে কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করলেন চিকিৎসকরা। তাঁরা ফের রাতভর অবস্থান করবেন বলেও জানান।

ঝুপড়িতে আগুন

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জোকার কাছে ডায়মন্ড হারবার রোডের ধারে একটি ঝুপড়িতে আগুন লাগে। মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

রিপোর্ট তলব

ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক দীপ্র ভট্টাচার্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মুখবন্ধ খামে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

শীতের আবহ

ফের শীতের আবহ দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বেশ কয়েকটি জেলায় তাপমাত্রা ফের ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি চলে এসেছে।

আরজি কর মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষ

চিকিৎসক খুনে রায় ১৮ জানুয়ারি

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ৫ মাসের মাথায় এবং বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আড়াই মাসের মধ্যে রায়দানের দিন ঘোষণা করল শিয়ালদা আদালত। ১৮ জানুয়ারি দুপুর আড়াইটায় এই মামলার রায়দান করা হবে। ওই দিনই সঞ্জয় দোষী কিনা তা ঘোষণা করবে আদালত। তারপর সাজা ঘোষণা হতে পারে।

বৃহস্পতিবার এই মামলায় বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সমস্ত পক্ষের সওয়াল জবাব শুনেছে আদালত। বুধবারও সিবিআইয়ের তরফে সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করা হয়। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়েই অভিযুক্তের সর্বোচ্চ সাজার দাবি করেন নির্যাতিতার বাবা-মাও।

এদিন দুপুর আড়াইটায় সঞ্জয়কে শিয়ালদার প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাসের এজলাসে তোলা হয়। তারপর তিন ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার কক্ষে চলে শুনানি। বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে শেষ হয় শুনানি। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে ৫৭ পাতার নথিতে ৩৫টি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। এই সংক্রান্ত

> আমরা সন্তুষ্ট নই। এই ঘটনায় একজন জড়িত থাকতে পারে না। তবে এখনও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়া বাকি। তখন আরও মাথারা বেরিয়ে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
>
> **নির্যাতিতার বাবা-মা**

বিষয়গুলি নিয়ে এদিন আদালতের সামনে বক্তব্য রাখেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত রয়েছে বলে বিচারকের কাছে জানান নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী। তাঁরা লিখিত বক্তব্যও জমা দেন।

সঞ্জয়ের আইনজীবীর তরফে যে বক্তব্য আদালতে সওয়াল করা হয়, তার পালটা যুক্তিও দেওয়া হয়। অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন নির্যাতিতার আইনজীবী।

সিবিআই এদিনও সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ আদালতে তুলে ধরে। তার ভিত্তিতে সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করা হয়। পালটা সঞ্জয়ের আইনজীবী বেশ কিছু তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন

বলে সূত্রের খবর। আদালত সূত্রে খবর, সঞ্জয়ের আইনজীবী এদিন দাবি করেন, সিসিটিভি ফুটেজে অভিযুক্তের গতিবিধি স্পষ্ট নয়। ঘটনার অকুস্থল নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সঞ্জয় অভিযুক্ত হলে তার পোশাকে রক্তের দাগ মুছে ফেলার চেষ্টা করতেন তিনি। এমনকি তিনি পালিয়েও যেতে পারতেন।

ধৃতের আইনজীবীর বক্তব্য, সিবিআইয়ের তরফে যে তথ্যপ্রমাণ আনা হয়েছে তার যথার্থতা নেই। সিএফএসএল রিপোর্ট নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি। চার দিন ধরে নমুনা খোলা অবস্থায় ছিল। তাঁর প্রশ্ন, নিয়মানুযায়ী তদন্তকারী আধিকারিক ছাড়া নমুনা সংগ্রহ করা যায় না। এক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বায়োলজিকাল এভিডেন্স অনুযায়ী ডিএনএ নমুনা মিলে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছে সিবিআই কিন্তু ওই নমুনা মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। তাই ওই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করা যায় না। নির্যাতিতার মাথার ক্লিপ সেমিনার রুম থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। এমনকি চার সদস্যের কমিটির ক্রাইম সিন রিপোর্ট নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিযুক্তের আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, ওই রিপোর্টে ধস্তাধস্তির বিষয়ে উল্লেখ নেই। রক্ত, চুল সহ বেশকিছু নমুনা শুধুমাত্র শতরঞ্চি থেকে উদ্ধার হয়েছিল। অর্থাৎ সবকিছু গোছানো অবস্থায় ছিল। এদিন সমস্ত পক্ষের তরফে সওয়াল জবাব শেষ হয়েছে।

সূত্রের খবর, এই মামলায় ৫০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ হয়। ৪০টি সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তিনটি ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছিল। ভারতীয় ন্যায়সংহিতায় ধর্ষণ (৬৪), মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া (৬৬), খুন (১০৩/১)-এর ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাকে।

এই মামলায় ১৩ অগাস্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ৮ অক্টোবর চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয় চার্জ গঠন প্রক্রিয়া। ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হয় সাক্ষ্য গ্রহণ। এখন আদালত কী রায় দেয় সেদিকে তাকিয়ে রাজ্যবাসী।

মহিলাদের নিরাপত্তা দাবি মমতার কাছে

ফের আন্দোলনের ভাবনা অপর্ণাদের

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : ৯ অগাস্ট আরজি করে কর্তব্যরত ডাক্তারের মৃত্যুর ঘটনার পর কেটে গিয়েছে পাঁচ মাস। এই ঘটনার পর উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্য। প্রশ্ন ওঠে নারী সুরক্ষা নিয়ে। কিন্তু আজও নারীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা কমেনি। নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে প্রথম থেকেই আন্দোলনে মুখর হয়েছে নাগরিকদের সংগঠন 'নাগরিক চেতনা'। শুধু আরজি কর নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই নারীদের সুরক্ষার দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ মন্ত্রীদের কাছে দাবিসনদ পাঠাল 'নাগরিক চেতনা'। সমাজের বিশিষ্টরা ওই দাবিসনদে সই করেছেন। এই আন্দোলন শুধুমাত্র শহরে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রামাঞ্চলে যাতে ছড়িয়ে পড়ে, সেইজন্য নতুন করে কোমর বেঁধে নেমেছে এই সংগঠন। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সেই প্রস্তুতির কথা জানান বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা চলচ্চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেন, এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা রিমঝিম সিনহা প্রমুখ।

আরজি করের ঘটনার পর নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছে, তা মূলত শহরকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন তেমনভাবে দানা বাঁধেনি। এজন্যই এবার আন্দোলনের ধারা গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ শুরু

> কারও পদত্যাগ আমরা চাই না। তবে একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে সরকারের ফাঁকফোকরগুলি ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশাসন যদি সেই কাজে সাহায্য করে তবে রাজ্যের মহিলারা সুরক্ষিত হবে। এই সমস্যা শুধু এরাজ্যের নয়, সারা দেশের। আমরা চাই তার বিরুদ্ধেই সরকার ব্যবস্থা নিক। এরাজ্য যেন সেই বিষয়ে পথ দেখায়।
>
> **-অপর্ণা সেন**

করা হয়েছে। রিমঝিম জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে ১০০টিরও বেশি সভা করা হয়েছে। গ্রামের কৃষকদের কাজে লাগানো হচ্ছে। অপর্ণা বলেন, 'কারও পদত্যাগ আমরা চাই না। তবে একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে সরকারের ফাঁকফোকরগুলি ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশাসন যদি সেই কাজে সাহায্য করে তবে রাজ্যের মহিলারা সুরক্ষিত হবে। এই সমস্যা শুধু এরাজ্যের নয়, সারা দেশের। আমরা চাই তার বিরুদ্ধেই সরকার ব্যবস্থা নিক। এরাজ্য যেন সেই বিষয়ে পথ দেখায়।' কৃষক আন্দোলনের নেতা অভীক সাহা বলেন, 'স্কুলস্তর থেকেই সমাজে সংস্কার প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি স্কুলের পাঠ্যক্রমে আনতে হবে। যে মন্ত্রী ও সরকারি দপ্তরে আমরা দাবিসনদ পাঠাচ্ছি, আশা করি তারা বিষয়টি উপলব্ধি করে ব্যবস্থা নেবে।' ওই চিঠিতে চলচ্চিত্র নির্মাতা কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অভিনেত্রী চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, কঙ্কণা সেনশর্মা, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সহ ৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

রাজ্যে আরও ৬২টি শিল্পতালুক হচ্ছে

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : রাজ্যে আরও ৬২টি শিল্পতালুক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ৫৮টি তালুক রয়েছে। আরও ১২টি শিল্পতালুক তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে ১০টি তালুক গড়ে তোলার আবেদন করেছেন শিল্পোদ্যোগীরা। রাজ্য সরকার অনুমোদিত শিল্পতালুক গড়ার প্রকল্পে আরও ৪০টি তালুক তৈরি করা হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার খিলকাপুর ও মহিষবাথানে বস্ত্রতালুক গড়ে উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগনায় সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আসন্ন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এই নিয়ে মউ ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'রাজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। আগামী বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আরও নতুন প্রস্তাব আসতে চলেছে। শিল্প সম্মেলনে ৪২টি দেশের রাষ্ট্রদূত আসছেন। তাঁরা এই শিল্প সম্মেলন নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।'

বাম আমলে চাকরির তদন্ত

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : বাম আমলে প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি নিয়েও এবার প্রশ্ন উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। ২০০৯ সালে প্রাথমিক স্কুলে চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড যাচাই করতে বললেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বলেন, '২৭ জানুয়ারি শিক্ষা দপ্তরের কমিশনার রিপোর্ট জমা দেবেন। তার মধ্যেই কার্ড যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।' বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এক্সচেঞ্জ কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে চাকরি হয়ে থাকতে পারে। সব অভিযোগের তদন্ত করবে সিআইডি। প্রয়োজনে সিট গঠন করা হতে পারে। পরবর্তী শুনানির দিন সিআইডিকে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

অধীরকে ভর্ৎসনা

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর জনস্বার্থ মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'আপনি চারবারের সাংসদ। আপনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সভাপতি। আপনি জানেন কীভাবে কাজ হয়। তাই হাইকোর্টের সাহায্যের দরকার নেই।' কংগ্রেস নেতাকে মামলা প্রত্যাহার করতে বলেন প্রধান বিচারপতি।

গঙ্গাসাগরমেলায় যাওয়ার আগে বাবুঘাট ট্রানজিট ক্যাম্পে। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

গঙ্গাসাগরমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : গঙ্গাসাগর মেলায় আগত ভিনরাজ্যের পুণ্যার্থীদের ভাষা সমস্যার সমাধানের জন্য মেলায় যাওয়ার প্রতিটি বাসেই একজন করে 'সাগর বন্ধু' বা 'সাগর দোস্ত' রাখছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার কলকাতার আউট্রাম ঘাট থেকে ফ্ল্যাগ নেড়ে একটি অত্যাধুনিক ই-ভেসেলের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি দেশের মধ্যে প্রথম বিদ্যুৎচালিত ভেসেল। এতে পরিবেশদূষণ কমবে। ওই অনুষ্ঠানেই এই খবর জানান তিনি। একইসঙ্গে এদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল গঙ্গাসাগর মেলা। ইতিমধ্যেই পুণ্যার্থীরা আসা শুরু করে দিয়েছেন। এবছর এক কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী আসবেন বলে আশা সরকারের। মেলাকে সবাঙ্গীন সুন্দর করতে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া শেষ হয়েছে সরকারের তরফে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ২৩০০টি সরকারি বাস, ২৫০টি বেসরকারি বাস, ৩২টি ভেসেল, ১০০টি লঞ্চ ও ৯টি বার্জ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নদীবক্ষে যাত্রী পরিবহণের সুবিধার্থে ২১টি জেটি তৈরি করা হয়েছে।

মেলার দিনগুলিতে নিরাপত্তার জন্য কয়েক হাজার পুলিশকর্মীকে মোতায়েন করা হচ্ছে। মেলায় কেউ হারিয়ে গেলে পুলিশ ও সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও কাজ করবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, মেলার জন্য যেহেতু তীর্থ কর নেওয়া হচ্ছে, তাই যাতায়াতের সময় একটি টিকিট কাটলেই হবে। এবারের মেলার মূল স্নান ১৪ তারিখ ভোর থেকে ১৫ তারিখ ভোর পর্যন্ত। ওই সময় যাতে কেউ হুড়োহুড়ি না করে তার জন্যও অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে নদী পারাপারের সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যেহেতু নদীপথে যাতায়াত জোয়ার-ভাটার ওপর নির্ভর করে, তাই অযথা হুড়োহুড়ি করবেন না।' ঘন কুয়াশায় যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তাই পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলায় এসে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ৫১৫টি শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া থাকছেন চিকিৎসকরা। মেলায় শুধু বাংলা নয়, হিন্দি সহ অন্যান্য ভাষাতেও ঘোষণা করা হবে। মেলার দিনগুলিতে প্লাস্টিক দূষণ রুখতে পরিবেশবান্ধব ব্যাগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জীবনকে শ্রদ্ধা শুভেন্দুর

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : সোনারপুর দক্ষিণের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শ্রদ্ধা জানিয়ে আদি বনাম নব্য তৃণমূল বিবাদ আবার উসকে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলের মধ্যে আদি-নব্য দ্বন্দ্ব রয়েছে বহুদিন ধরেই। নানা সময়ে দলে উপযুক্ত মর্যাদা না পাওয়ার জন্য এই প্রশ্নে প্রবীণ নেতাদের ক্ষোভ সামনে এসেছে। বৃহস্পতিবার প্রয়াত জীবন মুখোপাধ্যায়কে সামনে রেখে দলের অন্দরের সেই ক্ষোভের বিষয়টিকেই কৌশলে উসকে দিলেন শুভেন্দু। তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়কে সজ্জন, দরদি, সৎ রাজনৈতিক নেতা বলে মন্তব্য করে শুভেন্দু বলেন, তৃণমূলের প্রতিষ্ঠালগ্নের নেতারা সবাই নব্য তৃণমূলের সংস্কৃতির জন্য হারিয়ে যাচ্ছে। জীবনবাবুর মতো নেতাকেও তাঁর দলেরই উত্তরসূরি বর্তমান বিধায়কের কাছে অপমানিত হতে হয়েছে। এটাই তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী জীবনবাবুকে তাঁর সহযোদ্ধা বলে সম্মান দেখালেও, সেদিন জীবনবাবুর অপমানিত হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। বিধানসভায় প্রয়াত জীবন মুখোপাধ্যায়ের মরদেহে শ্রদ্ধা জানান স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ।

হাইকোর্টে ধাক্কা

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : ফের হাইকোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য। আলিপুর চিড়িয়াখানা বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিবাদে বুধবার হাইকোর্টের একক বেঞ্চ বিজেপির মিছিলের অনুমতি দেয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার তার বিরোধিতা করে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্য। রাজ্যের দাবি, চিড়িয়াখানা বাণিজ্যিকীকরণের অর্থ কী? সবকিছু নিয়ে প্রতিবাদ করা যায় না। যদিও ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, মিছিল করা যাবে। তবে সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে নয়। কোনওরকম উসকানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না।

ডাক্তারদের কথা শুনবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : আরজি করে কর্তব্যরত চিকিৎসক খুনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ। বিশেষ করে জুনিয়ার চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে চালু করেছেন 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি। এবার ড্যামেজ কন্ট্রোলে চিকিৎসকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার জন্য 'চিকিৎসার অপর নাম সেবা' নামে এক সমাবেশে মিলিত হচ্ছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের মনের ভাব শোনার জন্যই ২৪ ফেব্রুয়ারি আলিপুরের ধনধান্য স্টেডিয়ামে মিলিত হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমাবেশে তিনি রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন কিছু ঘোষণা করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

আরজি করের ঘটনার পর তিন মাস ধরে টানা সরকার-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগও দাবি করেন চিকিৎসকদের একাংশ। চিকিৎসকদের আন্দোলনে সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ সমর্থন জানানোয় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। জুনিয়ার চিকিৎসকদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠকেও বসেন মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসকদের অভাব-অভিযোগ ও ক্ষোভের কথা শুনতে তৈরি হয় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল'। শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর আন্দোলন তুলে নেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা।

চিকিৎসকদের এই আন্দোলনের প্রভাব অবশ্য ভোটবাক্সে তেমনভাবে পড়েনি। আরজি কর আবহে রাজ্যে বিধানসভায় ৬টি উপনির্বাচন হয়। সবকটিতেই অবশ্য তৃণমূলপ্রার্থীরা জয়লাভ করেন। চিকিৎসকদের আন্দোলনে সেই গতি না থাকলেও তুষের আগুনের মতো ক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে। চিকিৎসকদের সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতেই নতুন বছরে দ্বিতীয় দিন থেকে ডায়মন্ড হারবারে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি চালু করেছেন অভিষেক। 'দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা' নামে

ওই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষ যেমন চিকিৎসা পাচ্ছেন, তেমনই চিকিৎসকদের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতাও বাড়ছে বলে তৃণমূলের সেনাপতির বিশ্বাস।

২৪ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর সমাবেশ নিয়ে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল'-এর চেয়ারম্যান ডাক্তার সৌরভ দত্ত জানান, সমাবেশে প্রতিটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, সুপার, শিক্ষক, জুনিয়ার চিকিৎসক এমনকি পড়ুয়াদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে। এমনকি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে।

'নন্দীগ্রামের চেয়ে ভবানীপুর সহজ'

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : নন্দীগ্রামের চেয়ে ভবানীপুর জেতা অনেক সহজ। বুধবার এই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন চিড়িয়াখানার সরকারি জমি বিক্রির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে রবীন্দ্র সদন থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানা পর্যন্ত মিছিল করে বিজেপি। মিছিলের শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, তাহলে কি ২০২৬-এর নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে প্রার্থী হওয়ার পরিকল্পনা করছেন শুভেন্দু?

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজের ভবানীপুর কেন্দ্র ছেড়ে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ভোটের ফলে শেষপর্যন্ত শুভেন্দুর কাছে হেরে যান তৃণমূল নেত্রী। পরে ভবানীপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ী হন তিনি। যদিও শুভেন্দুর জয়কে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা করেছিল তৃণমূল।

শুভেন্দুর মন্তব্যে জল্পনা

এরপর থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে হারানোর কৃতিত্ব দাবি করে প্রায়শই শুভেন্দু বলেন, 'নন্দীগ্রামে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ১ হাজার ৯৫৬ ভোটে হারিয়েছি। নন্দীগ্রামের জনবিন্যাসের নিরিখে সেখানে বিজেপির জয়ের পিছনে শুভেন্দুর ব্যক্তিগত ক্যারিশমা ও রাজনৈতিক কৌশলই কারণ বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল। এদিন সরকারি জমি বিক্রির মতো একটি ইস্যুতে শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি দক্ষিণ কলকাতার ভবনীপুর বিধানসভা এলাকায় মিছিল করে। প্রশাসন শুভেন্দুর মিছিলের বিরোধিতা করলেও আদালতের নির্দেশে শর্তসাপেক্ষে এদিন মিছিলের অনুমতি পেয়েছিল বিজেপি। মিছিলের শেষে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা বলেই সেখানে তাঁর মিছিল আটকাতে চেয়েছিল সরকার।' এরপরেই শুভেন্দুর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'তবে এখানে মিছিল করে মনে হচ্ছে নন্দীগ্রামের চেয়ে ভবানীপুরই ইজি (সহজ)।'

তবে, এদিন ভবানীপুরে মিছিল করে শুভেন্দুর এই মন্তব্যকে নিছক কথার কথা বলে মানতে নারাজ রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

ভূমি দপ্তরের রাজস্ব আদায় বাড়বে ৩০০ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : কয়েকদিন আগেই প্রশাসনিক বৈঠকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের ওপর তোপ দেগেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির দিকেও নজর দিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে, গত আর্থিক বছরের থেকে চলতি আর্থিক বছরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাজস্ব ৩০০ কোটি টাকা বাড়ানো সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা। বুধবারই ২০২৪ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব আদায়ের হিসাব প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে, প্রথম আট মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৭০০ কোটি টাকা। বাকি চার মাসে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৩০০ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়া যাবে বলে আশা করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। প্রতিবছর ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে আর্থিক বছর ধরা হয় ১৬ এপ্রিল থেকে পরের বছর ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। ২০২৩-২০২৪ সালে ভূমি রাজস্ব বাবদ রাজ্য সরকারের আদায় হয়েছিল ১ হাজার কোটি টাকা। এবার তা ৩০০ কোটি টাকা বাড়বে বলেই মনে করছেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা।

তবে অকৃষিজমির খাজনা, দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি সরকারি জমি লিজ, খনি ও খনিজ পদার্থ এবং ইটভাটা বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে রাজস্ব

আদায় সন্তোষজনক নয়। সরকারি জমি জবরদখল, বেআইনি বালি ও পাথর খাদান চলায় সরকারের রাজস্ব ফাঁকি যাচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও বীরভূম জেলায় এই ধরনের বেআইনি পাথর, বালি খাদান প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে। বাঁকুড়ার মেজিয়াতেও দামোদরের ওপর এই বেআইনি খাদানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অবিলম্বে এই বেআইনি খাদান বন্ধ করে সেগুলিতে টেন্ডার করে ভূমি দপ্তরকে রাজস্ব আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছে অর্থ দপ্তর। লিজ জমি পুনর্নবীকরণের খরচ কমানোর ফলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও মনে করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। পাশাপাশি অনলাইনে খাজনা আদায় নিয়ে আরও প্রচার চালাতে বলা হয়েছে। ফলে বকেয়া অনেক খাজনা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নবান্নের কর্তাদের দাবি, রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে। তার ফলে বাড়ছে জমির লিজ পুনর্নবীকরণের হার। রাজ্য সরকার বাজেটেই ঘোষণা করে দিয়েছে, রাজস্বের ভার লঘু করে আদায়ের ওপর জোর দেওয়া হবে। সেই মতো আদায় যাতে আরও সতর্কভাবে ও গুরুত্ব দিয়ে করা যায়, সেদিকেই নজর রয়েছে নবান্নের। তবে ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে আদায়ের পরিমাণ আরও বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছে অর্থ দপ্তর।

পাশ ফেলের গেরোয়

পড়লেও পাশ আর না পড়লেও ফেল নয়, এই ধারণা এবার বাতিল হতে চলেছে। মন দিয়ে পড়তে হবে। এবার আর পাশ নম্বর না পেয়েই পাশ করে যাবে পড়ুয়ারা এমনটা নয়। পাশ করতে হবে। রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন রুলস ২০২৪ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অনুসারে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে আবার ফিরতে চলেছে পাশ-ফেল, অকৃতকার্যদের জন্য ফের পরীক্ষা হবে। তবে কিনা নিয়মের সামান্য বদলে রয়েছে ছাড়। পাশ করতে হবে, না হলে আর একবার সুযোগ। তবে সেক্ষেত্রেও স্কুল থেকে বহিষ্কার নয়। পরীক্ষায় পাশ-ফেলের কোনও গুরুত্ব নেই, একেবারে অবাধ বিচরণ... এবার কিন্তু সেই সিস্টেমে কিছুটা বদল আসছে।

২০০৯ সালে ইউপিএ আমলে শিক্ষার অধিকার আইন, যে নীতি চালু হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৪ বছর পর্যন্ত কোনও পড়ুয়াকে ফেল করানো যাবে না। সেই নীতিই এবার বাতিল করল মোদি সরকার। নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফিরছে পাশ-ফেল। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফেল না করার নীতি প্রত্যাহার করছে কেন্দ্র। এবার থেকে পঞ্চম আর অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, না পারলে আরেকবার সুযোগ। সেক্ষেত্রে পাশ করতে না পারলেও স্কুল থেকে বহিষ্কার নয়। পড়াশোনার মানোন্নয়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত, জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব।

ক্লাস এইট পর্যন্ত যে টানা পাশ করিয়ে দেওয়ার রীতি এতদিন ছিল তা বন্ধ হবে। বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হবে সব ক্লাসেই। তবে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে পরীক্ষার্থীদের। যদি কোনও পরীক্ষার্থী পাশ করতে না পারে তাহলে ফলপ্রকাশের পর ২ মাস সময় পাবে সে। এই ২ মাস পর আবার পরীক্ষায় বসতে হবে। সেইবারেও পাশ করতে না পারলে ফাইভ থেকে সিক্সে বা এইট থেকে নাইনে উঠে যাওয়ার সুযোগ পাবে না ওই পড়ুয়া। অর্থাৎ পাশ না করেও যে একটানা নতুন ক্লাসে উঠে যাওয়ার বিষয়টি ক্লাস ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত এতদিন চালু ছিল, তা এবার বন্ধ হতে চলেছে।

তবে কেন্দ্রের তরফে এও জানানো হয়েছে যে, কোনও পড়ুয়া যদি পাশ করতে না পারে তাহলে তাকে পাশ করানোর দায়িত্ব স্কুলকেই নিতে হবে। অকৃতকার্য ওই পড়ুয়াকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা যাবে না কোনওভাবেই। ক্লাস এইট পর্যন্ত ফেল করলে কোনও পড়ুয়াকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা যাবে না।

পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে পড়ুয়াদের। যে সব পড়ুয়ারা পড়াশোনায় কমজোরি তাদের প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া সম্ভব হবে এই নয়া নিয়মের মাধ্যমে। এই নতুন নিয়মে পড়াশোনার এবং পড়ুয়াদের মান আরও উন্নত হবে বলেই সকলে আশাবাদী।

অনেকের মতে, পড়ুয়াদের শিক্ষার মান যাতে উন্নত হয় সেই কারণে ক্লাস ফাইভ ও এইটে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকছে। এখানেও কিছুটা ঝাড়াই বাছাই হবে। এটা পড়ুয়াদের স্বার্থেই করা হবে। ওই ছাত্রের ঠিক কোন ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে সেটা দেখবেন শিক্ষকরা। সেই ছাত্রের প্রতি যাতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া যায় সেটাও দেখতে হবে।

এখন প্রশ্ন, কেন্দ্রের পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনা নির্দেশের পর রাজ্যেও কি ফিরছে পাশ-ফেল? এমনই প্রশ্ন ঘুরছে শিক্ষা মহলে। যদিও পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। একদিকে বেশ কিছু শিক্ষক মনে করেন, পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। অন্যদিকে মনে করা হচ্ছে, পাশ-ফেল চালু হলে গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের বছর নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

ওয়াসিম-উল বারি
প্রধান শিক্ষক, মহেশমাটি ডি এন সাহা বিদ্যাভবন, মালদা

পঞ্চম ও অষ্টমে পাশ-ফেল ফিরে এলে পড়ুয়ারা পড়াশোনার প্রতি বাড়তি দায়িত্বশীল হবে বাধ্য হয়েই। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও পড়ানোয় আরও যত্নশীল হওয়ার অনুপ্রেরণা পাবেন। শিক্ষার মানও বাড়বে বলে আশা করা যায়। তবে ছোট বয়সেই পরীক্ষায় পাশ-ফেল শিক্ষার্থীদের উপর বাড়তি মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যদিও ২০২৫ থেকে লাগু হওয়া শিক্ষার্থীর হলিস্টিক প্রগ্রেস রিপোর্ট কার্ডে 'মানসিক চাপ মোকাবিলার দক্ষতা'র মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাজেই, সেদিকে হয়তো নজর থাকবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন এর ফলে ড্রপআউটের হার বেড়ে না যায়। দুর্বল আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা শিক্ষার্থীদের প্রতি সকল স্টেক-হোল্ডারকে আন্তরিকভাবেই যত্নশীল হতে হবে। তা না হলে তারা আরও পিছিয়ে পড়বে ও সমাজে বৈষম্য বাড়বে।

গৌর বর্মন
সরকারি কর্মী, অভিভাবক বালুরঘাট

পড়াশোনার মান আর আগের মতো নেই। তার মধ্যে পাশ-ফেল উঠে যাওয়ায় পড়ুয়ারা পড়াশোনার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। এবার পড়ুয়াদের পাশ করার জন্য বইমুখী হতে দেখা যাবে। এবছর মেয়েকে বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়েছি। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু করার এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভালো। পড়াশোনা না করেও পাশ করে যাওয়ার প্রবণতা ভয়ংকর। সেক্ষেত্রে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির এই পরিকল্পনা পড়ুয়াদের জন্য ভালোই হবে।

তোতন সরকার
বালুরঘাট হাইস্কুল, সপ্তম শ্রেণি

পাশ-ফেল চালু হওয়ার ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ তৈরি হবে। অনেক বন্ধুদের মধ্যেই দেখি ফেল করার ভয় চলে গিয়েছিল। যার ফলে পড়াশোনায় তারা অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। এবার পাশ করার তাগিদে তারা অন্তত বই খুলে বসবে। পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই গ্রহণীয়।

সুমনা সরকার
প্রধান শিক্ষিকা, মহদিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পুরানো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনছে কেন্দ্র সরকার। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত। সারাবছর ঠিকমতো পড়াশোনা না করলেও নতুন ক্লাসে ওঠা যায়, এই মানসিকতা প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মনে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছে। ড্রপআউট যাতে না হয় সেই দিকে ফোকাস করতে গিয়ে শিক্ষার মান ব্যাহত হয়েছে। আশা করি, রাজ্য সরকারও এই সিদ্ধান্ত মেনে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে নো ডিটেনশন পলিসির সংশোধিত নতুন নীতি গ্রহণ করবে। যদিও এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনও অর্ডার আসেনি।

তমা চক্রবর্তী
অভিভাবিকা

পাশ-ফেল প্রথা আবার চালু হচ্ছে জেনে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দেবে। 'পাশ করতে হবে' বা 'ভালো রেজাল্ট করতে হবে' এরকম মানসিকতা তাদের মধ্যে তৈরি হবে। এতে তাদের ভবিষ্যৎ অনেক বেশি নিরাপদ হবে। যে কোনও বিষয় ভালোভাবে বোঝার জন্য তারা মনোযোগী হবে।

প্রাপ্তি সরকার
ষষ্ঠ শ্রেণি, রায়গঞ্জ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল

পাশ-ফেল প্রথা আবার চালু হচ্ছে বলে শুনেছি। এতে আমার সুবিধা বা অসুবিধা কোনওটাই হবে না। কারণ মা-বাবা ও শিক্ষকরা সারাবছর আমাকে যত্ন নিয়ে পড়ান এবং আমাকেও সেভাবেই পড়তে হয়। তবে পাশ-ফেল যখন ছিল না তখন অনেককেই দেখেছি, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরতে। এবার হয়তো তারা কিছুটা হলেও সচেতন হবে।

পাঠকের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারে বদলের দাবি

সময়ের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে গ্রন্থাগারের ধারণা। গ্রন্থাগারিক নন, পাঠকের প্রয়োজন অনুসারি পরিবর্তিত হোক গ্রন্থাগার, এমন বক্তব্যই উঠে এল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউইসি সেল ও লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স আয়োজিত গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষ্যে একদিনের রাজ্যস্তরের আলোচনা সভায়। প্রধান আলোচক বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ডঃ নিমাইচাঁদ সাহা কথোপকথনের ঢঙে নানা মজাদার উদাহরণ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সামনে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায় তাঁর বক্তব্যে বললেন, প্রযুক্তিকে সমাজের নানাস্তরে অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারও এর বাইরে নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠককেই বুঝে নিতে হবে তথ্যের ভুল-ঠিকের পার্থক্য। নইলে গবেষণার কোনও গুণমানগত ফারাকই তৈরি হবে না। সূচনা ভাষণ দেন ভূতপূর্ব উপাচার্য অধ্যাপক রজতকিশোর দে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের ডিন সহ অধ্যাপক ও আধিকারিক। সমাপ্তি ঘোষণা করেন কলা অনুষদের নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাধনকুমার সাহা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক সৌমেন্দু রায়।

তথ্য ও ছবি : ঋষি ঘোষ

সেমিনার

'ভাষার কোনও ধর্ম নেই'

বিশ্ব আরবি ভাষা দিবসে গজল, কবিতাপাঠ, আলোচনাচক্র আয়োজিত হল পতিরামের যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজে। আরবি বিভাগের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরান পাঠ, ইসলামী গজল, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আরবি ভাষা দিবসের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা দিবসের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান বিষ্ণুপদ সরকার, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আজাদ মণ্ডল এবং অনুষ্ঠানের মূল পরিচালক তথা আরবি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ দবিরুদ্দিন প্রমুখ।

অধ্যাপক আজাদ মণ্ডল বলেন, 'সারা বিশ্বে প্রচলিত প্রথম সারির ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা আরবি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বীকৃত ছয়টি ভাষার মধ্যে আরবি বিশিষ্ট স্থানে। আন্তর্জাতিক ও বহুল প্রচলিত ভাষা হিসেবে আরবি খুব সহজেই তার অনন্যতা দাবী করতে পারে। বর্তমানে এই ভাষায় অনেক গবেষণা ও সৃজনশীল কাজকর্ম হচ্ছে।'

আরবি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ দবিরুদ্দিন বলেন, 'ভাষার কোনও ধর্ম হয় না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই আরবি ভাষা জানতে ও শিখতে পারেন।' তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বিশ্বের ২৪টি দেশের সরকারি ভাষা হচ্ছে আরবি। প্রাচীনতম ভাষা আরবি ধর্মচর্চার কারণে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমন অনেক অসংখ্য কবি, লেখক ও অমুসলিম সাহিত্যিক আছেন যারা আরবি ভাষায় কবিতা, গল্প ও গ্রন্থ লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। আরবি ভাষায় ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণা ও রচনাধর্মী কাজকর্ম করছেন।

অন্যদিকে, বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস পালন হল হরিরামপুর দেওয়ান আবদুল গনি কলেজে। অনুষ্ঠান সূচিত হয় পবিত্র কোরান তিলাওয়াত ও উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব উদ্বোধনী বক্তব্যে আরবি ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। স্বাগত ভাষণ দেন আরবি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ মুনিরুল ইসলাম।

তথ্য ও ছবি : সাজাহান আলি ও সৌরভ রায়

রায়গঞ্জ থেকে যাদবপুরে গবেষণার সুযোগ পেতে...

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনের ইনোভেশন কাউন্সিলের সঙ্গে গবেষণা করার সুযোগ পেল রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের পড়ুয়ারা। এই বার্তায় উচ্ছ্বাসে ভাসছেন শিক্ষক, পড়ুয়া এবং অভিভাবকেরাও। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎকুমার দত্ত বলেন, 'আমাদের স্কুল অটল টিঙ্কারিং ল্যাবস প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত, তাই এখন আমাদের ইনস্টিটিউশনের ইনোভেশন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হবে।' তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন এবং উদ্যোগ নেওয়ার মানসিকতা উন্নত করার জন্য অনলাইন ও অফলাইনে বিশেষ পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেবে। এতে স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে কম্পিউটার, এ আই টেকনলজির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন নিয়ে নতুন ধারা সংযোজিত হবে বলে জানালেন এক অভিভাবক, তরুণ রায়।

তথ্য : চন্দ্রনারায়ণ সাহা

সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধনে শান্তিমন্ত্র

ক্যাম্পাস রিপোর্টার

ইটাহারের ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজের সংস্কৃত বিভাগের আয়োজনে এবং আইসিপিআর-এর আর্থিক সহযোগিতায় সম্প্রতি এক আলোচনাচক্র এবং কলেজের সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল। আলোচনাচক্রের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহলা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত পাধি এবং গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চন্দন ভট্টাচার্য। প্রশান্তকুমার মহলার আলোচনায় উঠে আসে মানব সংস্কৃতিতে কীভাবে প্রকৃতি প্রভাব বিস্তার করে। লক্ষ্মীকান্ত পাধি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। চন্দন ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনায় তুলে ধরেন মনু এবং কৌটিল্যের শাস্ত্রে পরিবেশ দর্শন বিষয়ে। এই কলেজের পড়ুয়া নেহা সরকার, অঞ্জলি টুডুরা জানান, এই আলোচনার চক্র থেকে আমরা বুঝতে পারলাম মানুষের সঙ্গে পরিবেশের অন্তরঙ্গ যোগাযোগের কথা। আলোচনার ফাঁকে সমবেত সংগীত-শান্তি মন্ত্র জমে ওঠে। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ দরিন সরকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রতিমা বর্মন।

তথ্য : সুকুমার বাড়ই

জাতীয় উপভোক্তা দিবস স্কুলে

জেলা ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন ও উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে জাতীয় উপভোক্তা দিবস উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রে পালিত হল জেলার বিভিন্ন কনজিউমার ক্লাবের শিক্ষক ও বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অফলাইন এবং অনলাইন প্রতারণা থেকে বাঁচতে সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন জেলার উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভাপতি দেবাশিস হালদার, সহ অধিকর্তা প্রবীর অধিকারী, ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু প্রমুখ।

জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সেরাদের পুরস্কৃত করা হয়। ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম সারদা বিদ্যামন্দিরের আরাত্রিকা পাল, দ্বিতীয় রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের কথা সেন, তৃতীয় কালিয়াগঞ্জ পার্বতীসুন্দরী হাইস্কুলের সঙ্কল্প চক্রবর্তী। বাংলা প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের সৃষ্টি প্রামাণিক, দ্বিতীয় কালিয়াগঞ্জ মনমোহন গার্লস হাইস্কুলের অরুণিমা রায়, তৃতীয় ডালখোলা গার্লস হাইস্কুলের জ্যোতি টিকাদার। স্লোগান লিখন প্রতিযোগিতায় প্রথম ডালখোলা গার্লস হাইস্কুলের দিয়া বিশ্বাস, দ্বিতীয় রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের অদ্রিসা দেব, তৃতীয় ডালখোলা গার্লস হাইস্কুলের মৌমিতা রায়। পোস্টার প্রতিযোগিতায় প্রথম কালিয়াগঞ্জ মনমোহন গার্লস হাইস্কুলের প্রণিতা সরকার, দ্বিতীয় রায়গঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের অদ্রিসা দেব, তৃতীয় ডালখোলা গার্লস হাইস্কুলের তমশ্রী দে।

তথ্য ও ছবি : চন্দ্রনারায়ণ সাহা

নতুন বছরে পেন অ্যান্ড পেপার কোচিং

নতুন বছর থেকে পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের স্টুডেন্টস এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেলের উদ্যোগে এবং 'পেন অ্যান্ড পেপার কোচিং অ্যাকাডেমি'-র সহযোগিতায় কলেজে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাকেন্দ্রের পথচলা শুরু হলো। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপক বিশ্বরূপ সাহা এবং নির্মল দাস। 'পেন অ্যান্ড পেপার কোচিং অ্যাকাডেমি' থেকে প্রদীপ পোদ্দার, দেবযানী সরকার, সন্দীপ মহন্ত, রাহুল মণ্ডল এবং দেবসত্যম দাস এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রথমদিনের ক্লাসে পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। পড়ুয়ারা যাতে তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি চাকরির বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই বিশেষ কেন্দ্র, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রস্তুতির জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে পড়ুয়ারা নিজেদের কেরিয়ার গড়তে পারবে। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পড়ুয়ারা আরও দক্ষ হয়ে উঠবে, যা তাদের ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখবে।

যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ

তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

মিউজিয়ামে পড়ুয়ারা

শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে মিউজিমায় ঘুরে ইতিহাসের নানা নিদর্শন দেখল তপনের হাসনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। পঞ্চম শ্রেণির ৪৫ জন খুদে পড়ুয়া শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য বালুরঘাটের জেলা মিউজিয়াম ঘুরে ইতিহাসের নানা নির্দশন দেখে। পাশাপাশি আত্রেয়ী নদীবাঁধ ও বালুরঘাটের শিশু উদ্যান ঘুরিয়ে দেখানো হয়। পড়ুয়াদের সঙ্গে ছিলেন হাসনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সমীরণ চৌধুরী সহ শিক্ষক অসিতকুমার সরকার, বীরেন কাছুয়া, কৃষ্ণেন্দু দাস, বিমানচন্দ্র দাস, সুনীত মণ্ডল প্রমুখ। সমীরণ চৌধুরী বলেন, 'মিউজিয়ামে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মূর্তি সহ ইতিহাসের বহু নিদর্শন তারা দেখল। পড়ুয়ারা জানতে পারল, কোন আমলের কোনমূর্তি।'

তথ্য : বিপ্লব হালদার

বাল্যবিবাহ রুখতে সচেতনতা শিবিরে জেলা পুলিশ

সমগ্র মালদা জেলায় বাড়ছে বাল্যবিবাহ! যুবসমাজে চলছে অবাধে মাদকের অপব্যবহার! বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা ও সাইবার ক্রাইম। এই অপরাধ প্রবণতা রুখতে সম্প্রতি ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা আনতে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ চালু করল সহায়তা কেন্দ্র। মোথাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বেসরকারি স্কুল জেনিথ ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনে সচেতনতামূলক সেমিনারে একাধিক পুলিশ আধিকারিক কীভাবে সাইবার ক্রাইম, বাল্যবিবাহ সহ সাধারণ মানুষ দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাবে সে বিষয়ে ছাত্র ও অভিভাবকদের বিস্তারিতভাবে সচেতন করেন। মোথাবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছেন,"সমাজের বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ, বাল্যবিবাহ ও সাইবার ক্রাইম রুখতে আমরা ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। সমাজের সবশ্রেণির মানুষকে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

তথ্য ও ছবি : তনয়কুমার মিশ্র

বই দিবসে নতুন বই পেল পড়ুয়ারা

গঙ্গারামপুর সদর চক্রের কাদিহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত হল বই দিবস ও নবীনবরণ। ১৯৫৭ সালে স্থাপিত আধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত গঙ্গারামপুরের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৩০৫ জন পড়ুয়া ও নয়জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। নতুন বছরের শুরুতেই স্কুলের নবীনবরণ উৎসবে ৬৫ জন নতুন ছাত্রছাত্রীদের কলম ও চকোলেট দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। উপস্থিত ২৮৭ জন পড়ুয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন শিক্ষাবর্ষের বই। এছাড়া চারজন প্রাক্তনী, যারা হাইস্কুলে গিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে নতুন ক্লাসে উঠেছে তাদের হাতেও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে এই স্কুলের পাঁচজন দুঃস্থ প্রাক্তনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির সহায়ক বই।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাদিহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রত্যুষ তালুকদার, গঙ্গারামপুর সদর চক্রের প্রাইমারি এসআই এনামুল শেখ, শিক্ষাবন্ধু সনৎ দত্ত প্রমুখ। বিদ্যালয়ের কর্মসূচি প্রসঙ্গে প্রত্যুষ তালুকদার জানান, "আমাদের স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব সহ সবধরনের আধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে। এখানে পড়ুয়াদের স্পোকেন ইংলিশ শেখানো হয়। সবরকম পরিষেবা ও পরিকাঠামো থাকায় আমাদের স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে।'

ছবি ও তথ্য : চয়ন হোড় ও জয়ন্ত সরকার

মৃত ৫, বাড়িছাড়া হলিউড তারকারা

দাবানলের গ্রাসে লস অ্যাঞ্জেলেস

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৯ জানুয়ারি : দাবানলের কোপে লস অ্যাঞ্জেলেস। মঙ্গলবারের বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত কয়েক হাজার বাড়ি, গাড়ি, দোকান। ঝলসে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে পাঁচজনের। আগুনের কমলা শিখা পাকে পাকে জড়িয়ে গ্রাস করেছে বহু হলিউড তারকার প্রাসাদোপম বাংলো ও অট্টালিকাকে। দূরে বসে তাঁরা সমাজমাধ্যমে দেখেছেন, বসতবাড়ি আগুনে পুড়ে যাচ্ছে! সেসব দেখে হাহাকার করেছেন তাবড় হলিউড তারকারা।

লস অ্যাঞ্জেলেসের কাউন্টি শেরিফ রবার্ট লুনা জানিয়েছেন, দাবানলে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। ২৭ হাজার একর এলাকা আগুনে ভস্মীভূত। নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে লক্ষাধিক মানুষকে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার জরুরি অবস্থা জারি করেছে।

দাবানলে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলবর্তী পাহাড়ি অভিজাত এলাকা আলটাডেনা, সিলমার এবং প্যাসিফিক প্যালিসেডসের। এখানেই বাড়িঘর রয়েছে ম্যান্ডি মুর, প্যারিস হিল্টন, অ্যান্থনি হপকিন্স, অ্যাডাম ব্রডি, বিলি ক্রিস্টাল, আনা ফারিস, রিকি লেক, ক্যারি এলওয়েসের মতো নক্ষত্রদের। একাধারে বলিউড ও হলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া দাবানলের ভিডিও পোস্ট করে ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের অসহায়তা ও ক্ষয়ক্ষতি দেখে নির্বাক হয়ে গিয়েছি।' বেন অ্যাফ্লেক, টম হ্যাঙ্কস সহ অন্যেরা দাবানলের ভয়াবহতা দেখে বাধ্য হয়েছেন এলাকা ছাড়তে। প্রাক্তন স্ত্রী জেনিফার গার্নারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন অ্যাফ্লেক।

নৃত্যশিল্পী নোরা ফতেহিকে দলবল নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা তিনি ভাগ করে নিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে। মালিবুর বাড়ি ধ্বংস হয়েছে প্যারিস হিল্টনের। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'পরিবারের সঙ্গে বসে টিভিতে বাড়ি পুড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখা হৃদয়বিদারক। এখানে আমাদের বহু স্মৃতি ছিল। এই ক্ষতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এমন অভিজ্ঞতা যেন আর কারও না হয়।' অভিনেত্রী জেমি লি কার্টিস জানিয়েছেন, 'আমার বাড়ি ও পরিবার নিরাপদ। কিন্তু আমারই পড়শি আরও অনেকের বাড়িঘর রক্ষা পায়নি।' বাড়ি পুড়েছে ম্যান্ডি মুর, মার্ক হ্যামিল প্রমুখের। তাঁরা বাধ্য হয়েছেন বাড়ি ছাড়তে। সমাজমাধ্যমে হাহুতাশ করেছেন বিপন্ন তারারা।

দাবানলের ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, কালো ধোঁয়া এবং ছাইয়ের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে গোটা শহর। মানুষ প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছাড়ছেন। শুনসান রাস্তার মধ্যেই টহল দিচ্ছে পুলিশ। আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে মানুষজনকে উদ্ধার করতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকলবাহিনীকে। লস অ্যাঞ্জেলেস দমকল বিভাগের প্রধান অ্যান্টনি মাররোন জানিয়েছেন, 'আগুন নেভানোর জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আগুন নেভাতে গিয়ে শহরে জলসংকট তৈরি হয়েছে।'

প্রকৃতির লীলা...

লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলে ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দুজনে। আলটাডেনাতে। (নীচে) গোটা এলাকা সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে। তারই মধ্যে হেঁটে চলেছেন এক মহিলা। ব্রাসেলসে।

মমতার অভিযোগ খারিজ বাংলাদেশের

কলকাতা ও ঢাকা, ৯ জানুয়ারি : সদ্য মুক্তি পাওয়া ভারতীয় মৎস্যজীবীদের বাংলাদেশে বেধড়ক মারধর করার যে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন তা নস্যাৎ করে দিল ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগকে পুরোপুরি মনগড়া এবং ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশ। ৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ থেকে ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ভারত থেকে মুক্তি দেওয়া হয় ৯০ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে যেভাবে ভারতবিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়েছে তাতে বন্দি মৎস্যজীবীদের আদানপ্রদানের প্রক্রিয়াকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু গঙ্গাসাগরে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা বলার পর মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে তাঁদের ওপর নিপীড়ন, নির্যাতন করা হয়েছে। তৃণমূলনেত্রীর বক্তব্য নাকচ করে ইউনূস সরকারের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, 'ভারতীয় মৎস্যজীবীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতনসহ অন্যান্য মিথ্যা অভিযোগসহ ভিত্তিহীন মন্তব্য করা হয়েছে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ গভীর হতাশা এবং তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে আস্থা, সদিচ্ছা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ককে ক্ষুণ্ণ করে এমন ভিত্তিহীন অভিযোগকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে।' অন্তর্বর্তী সরকারের দাবি, গোটা বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে তদন্ত করে কোনও ধরনের নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ঘটনা হল, এদিন ঢাকার বিবৃতিতে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোচ্চারণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারও তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগ সম্পর্কে নীরব থেকেছে। এদিন ঢাকা জানিয়েছে, যে ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বাংলাদেশের হাতে আটক ছিলেন তাঁদের যথাযথ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক রীতি মেনে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের প্রতিনিধি দলকে আটক মৎস্যজীবীদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও দেওয়া হয়েছিল। ভারতের কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিরা ২ জানুয়ারি ভারতের মৎস্যজীবীদের জেল থেকে মুক্তির সময় এবং ৪ জানুয়ারি মংলা থেকে স্বদেশে ফেরার সময় উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলি ভারতীয় মৎস্যজীবীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করেছিল।

বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং

পেট্রাপোল, ৯ জানুয়ারি : সীমান্তে কাঁটাতার লাগানো হোক কিংবা ওপার থেকে লাগাতার উসকানি, ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বারবার টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্তে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টে (আইসিপি) বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে একটি ফ্ল্যাগ মিটিং হল। ওই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বিএসএফের আইজি (সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার) মণীন্দর পিএস পাওয়ার এবং বিজিবির ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ হুমায়ুন কবীর। বিএসএফ কর্তা অবশ্য দাবি করেছেন, এদিনের বৈঠক নিতান্তই পূর্বনির্ধারিত বৈঠক রুটিন বৈঠক। দুই বাহিনীর তরফে সীমান্তে শান্তি, বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ, সীমান্তপাড় অপরাধ দমনের ব্যাপারে আলোচনা হয়।

পাক-আফগান সম্পর্ক তলানিতে

ভারত 'গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার' তালিবান

দুবাই, ৯ জানুয়ারি : ২ সপ্তাহ আগে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তানের বায়ুসেনা। অন্তত ৪২ জন আফগান প্রাণ হারান। ওই ঘটনার পর খাদের কিনারে পৌঁছে গিয়েছে পাক-আফগান সম্পর্ক। এই পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার বার্তা দিল ভারত। ২ বছর বাদে আফগান বিদেশমন্ত্রকের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতীয় আধিকারিকরা। যে বৈঠকের আগে আফগান সরকারের তরফে ভারতকে 'গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক অংশীদার' বলে অভিহিত করা হল। আবার আফগানিস্তানে পাক হামলার কড়া নিন্দা করল ভারত। বুধবার দুবাইয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির সঙ্গে তালিবানের ভারপ্রাপ্ত বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির। ২০২১ সালে কাবুল দখলের পর তালিবান ও ভারতের মধ্যে এটাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। এর আগে ২০২২-এ কাতারের রাজধানী দোহায় শেষবার তালিবান সরকারের সঙ্গে ভারতীয় আধিকারিকদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল।

আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করা এবং ইরানের চাবাহার বন্দর ব্যবহার করে বাণিজ্য প্রসারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাকিস্তানের করাচি ও গ্বদার বন্দর এড়িয়ে চাবাহার বন্দর ব্যবহার ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আরও বলা হয়, 'ভারসাম্যপূর্ণ এবং অর্থনৈতিক বিদেশনীতির অংশ হিসেবে ইসলামিক এমিরেট আফগানিস্তান ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে আগ্রহী।'

অন্যদিকে ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, 'আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে ইরানের চাবাহার বন্দর থেকে পণ্য পরিবহণ এবং ক্রিকেট-সহযোগিতা নিয়ে বুধবারের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আফগানিস্তানে উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। এছাড়া আফগান শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে বলেও আমাদের তরফে বলা হয়েছে।'

কোটায় ফের আত্মঘাতী দুই পড়ুয়া

কোটা, ৯ জানুয়ারি : অ্যান্টিহ্যাঙিং ডিভাইসও কাজে এল না। রাজস্থানের কোটায় চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের আত্মঘাতী হলেন দুই মেধাবী পড়ুয়া।

বুধবার নিজের ঘরে আত্মহত্যা করেন বছর কুড়ির তরুণ অভিষেক লোধা। এর আগের দিন ১৯ বছর বয়সি আরেক ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল।

মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার বাসিন্দা অভিষেক গতবছর মে মাসে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে কোটায় এসেছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে তিনি চূড়ান্ত হতাশায় ভুগছিলেন বলে জানিয়েছেন সহপাঠীরা। নিজের সুইসাইড নোটে অভিষেক লিখেছেন, 'আমি পড়াশোনা করতে পারছি না। জেইই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, কিন্তু এটা আমার সামর্থ্যের বাইরে। ক্ষমা করবেন।'

তবে অভিষেকের বড় ভাই অজয় বলেন, 'অভিষেক পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিল। নিজেই কোটায় কোচিংয়ের জন্য আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তার সঙ্গে ফোনে নিয়মিত কথা হত। কিন্তু কখনই মানসিক চাপের কথা ও বলেনি।' মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হরিয়ানার মহেন্দ্রগড় জেলার ১৯ বছরের তরুণ নীরজের দেহ উদ্ধার হয় হস্টেলের একটি ঘর থেকে। ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ পাওয়া যায়। তাঁর ঘরের ফ্যানে অ্যান্টিহ্যাঙিং যন্ত্র লাগানো থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এটা ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে নীরজের পরিবার। নীরজের বাবা বাবলু প্রজাপত বলেন, ঘটনার আগের বিকেলে নীরজের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল এবং জানিয়েছিল, সন্ধ্যার ট্রেনে সে বাড়ি ফিরবে। পুলিশ জানিয়েছে, মানসিক চাপ থেকেই এই আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। তদন্ত চলছে।

আয়ুষ্মানে সুবিধা না পেয়ে আত্মঘাতী ক্যানসার রোগী

বেঙ্গালুরু, ৯ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতবছর অক্টোবরে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিকদের নিখরচায় সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন বলে ঢাক পিটিয়ে ছিলেন। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি সরকার এই প্রকল্পে যোগ না দেওয়ায় সেখানকার প্রবীণ নাগরিকদের সেবা করা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন বলে আক্ষেপও করেছিলেন। কিন্তু আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় নাম নথিভুক্ত থাকা সত্ত্বেও বেঙ্গালুরুর এক ৭২ বছর বয়সি প্রবীণ নাগরিক একটি বেসরকারি হাসপাতালে ক্যানসারের চিকিৎসার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। চিকিৎসা না পেয়ে তিনি ২৫ ডিসেম্বর আত্মঘাতী হন। এই ঘটনার জেরে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আত্মঘাতী ওই বৃদ্ধ একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারী। মাত্র ১৫ দিন আগে তাঁর ক্যানসার ধরা পড়েছিল। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সিনিয়ার সিটিজেন স্কিমে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়া যায়। কিন্তু যে হাসপাতালে ওই বৃদ্ধ চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন, তারা ওই প্রকল্পের আওতায় তাঁর চিকিৎসা করাতে রাজি হয়নি। তাঁর পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'আমরা ওঁর জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় সিনিয়ার সিটিজেন কার্ড তৈরি করে দিলেও কিদওয়াই মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট অফ অঙ্কোলজি (কেএমআইও) ওই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা দিতে অসম্মত হয়। তারা জানিয়েছে, রাজ্য সরকারের কোনও নির্দেশ তাদের কাছে এসে পৌঁছোয়নি। তবে তারা ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দিয়েছিল।'

কেএমআইও-র ডিরেক্টর ইন-চার্জ ড. রবি অর্জুনান জানিয়েছেন, কর্ণাটকে সিনিয়ার সিটিজেন স্কিমটি এখনও কার্যকর হয়নি। কর্ণাটক সরকারও জানিয়েছে, রাজ্যে ওই স্কিমটি কার্যকর হয়নি।

আপ-কংগ্রেস খেয়োখেয়িতে বিরক্ত ওমর, তেজস্বী

'ইন্ডিয়া জোট ভাঙা হোক'

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের খেয়োখেয়ি ক্রমশ চরমে উঠছে। দুই দলের অশান্তি এতটাই তুঙ্গে, যে ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়ার দাবি তুলেছে জোটের শরিক। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। দুজনেই মনে করেন, যদি শুধুমাত্র অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে ইন্ডিয়া জোট গঠন করা হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে তা ভেঙে দেওয়াই উচিত। তবে জোটের অন্দরে অশান্তি ক্রমাগত পাকিয়ে উঠলেও কংগ্রেস নিজেদের অবস্থানে অনড়। তাদের সাফ কথা, কংগ্রেস দিল্লিতে কীভাবে চলবে, সেটা ইন্ডিয়ার বাকি শরিকরা ঠিক করবে না। এই পরিস্থিতিতে সময় যত গড়াচ্ছে, ততই ইন্ডিয়া জোটের ফাটল চওড়া হচ্ছে।

দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট। এবারও এখানে ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। আপের বিরুদ্ধে বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসও রীতিমতো আদাজল খেয়ে প্রচারে নেমেছে। বৃহস্পতিবার কেজরিওয়াল জোট প্রশ্নে বলেন, 'দিল্লিতে যে ভোটযুদ্ধ হচ্ছে সেটা আপ এবং বিজেপির মধ্যে হচ্ছে। এটা ইন্ডিয়া জোটের লড়াই নয়।' তাঁর এই কথার জের ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট যদি শুধুমাত্র লোকসভা ভোটের জন্য করা হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে এই জোট ভেঙে ফেলা উচিত। আর যদি এই জোট বিধানসভা ভোটেও টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আমাদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত।' আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের কথাতেও একই সুর।

ইন্ডিয়া জোট যদি শুধুমাত্র লোকসভা ভোটের জন্য করা হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে এই জোট ভেঙে ফেলা উচিত। আর এই জোট বিধানসভা ভোট পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত।

ওমর আবদুল্লা

লোকসভা ভোটে বিজেপির বিজয়রথ আটকাতেই ইন্ডিয়া জোট গঠন করা হয়েছিল। এখন আর এর কোনও গুরুত্ব নেই। কংগ্রেস ও আপের মধ্যে যে আকচা-আকচি শুরু হয়েছে, তা অপ্রত্যাশিত নয়।

তেজস্বী যাদব

বিহারের বিরোধী দলনেতার কথায়, 'লোকসভা ভোটে বিজেপির বিজয়রথ আটকাতেই ইন্ডিয়া জোট গঠন করা হয়েছিল। এখন আর এর কোনও গুরুত্ব নেই। কংগ্রেস ও আপের মধ্যে যে আকচাআকচি শুরু হয়েছে, তা অপ্রত্যাশিত নয়।' দিল্লি বিধানসভা ভোটে ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে একঘরে করে আপকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে তৃণমূল এবং সপা। পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)-ও। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যেভাবে বিরোধী জোটের মধ্যে জিঞ্জার গোষ্ঠী গড়ে উঠছে তাতে ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

লোকসভা ভোটের পর থেকে কেন জোটের বৈঠক হয়নি, প্রশ্ন তুলে ওমর বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের কোনও বৈঠক না ডাকার ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জোটকে? জোটের অ্যাজেন্ডাই বা কী? জোটকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? এই বিষয়গুলি নিয়ে কোনও আলোচনা হচ্ছে না। আমরা একসঙ্গে থাকব কি না সেই ব্যাপারেও কোনও স্পষ্টতা নেই।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, কংগ্রেসের নাছোড় মনোভাব এবং আসনবণ্টন নিয়ে তাদের একগুঁয়েমি ভালো চোখে নিচ্ছে না শরিকরা।

আরজেডি নেতা মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি বলেন, 'শুধুমাত্র ৭০টি আসনের দিকে তাকালে হবে না। বিহারের ২৪৩টি আসনের দিকেই তাঁদের নজর দেওয়া উচিত।' কংগ্রেস অবশ্য বারবার ঘোষণা করেছে, 'ইন্ডিয়া জোট লোকসভা ভোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোনও বিধানসভা ভোটে জোট হচ্ছে না।'

অভিযুক্ত চার ভারতীয়র জামিন

টরন্টো, ৯ জানুয়ারি : খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে খুনের অভিযোগে ৪ জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করেছিল কানাডা পুলিশ। তাঁদের সবাইকে জামিন দিয়েছে সেদেশের আদালত। নিজ্জর খুনে অভিযুক্ত করণ ব্রার, আমনদীপ সিং, কমলপ্রিত সিং এবং করণপ্রিত সিংয়ের বিরুদ্ধে খুন, খুনের ষড়যন্ত্র, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা সহ বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনার পরেও আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করায় জাস্টিন ট্রুডো সরকারের অস্বস্তি বাড়ল। উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে না পারার জেরেই আদালত অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করেছে।

খবর, তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে না পারায় আদালতে ভর্ৎসনা করে তদন্তকারী সংস্থা কানাডিয়ান মাউন্টেন পুলিশকে। বিচারক জানান, গ্রেপ্তারির পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও ধৃতদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ পেশ করতে পারেনি পুলিশ। সবদিক দেখে ভারতীয়দের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। কোনও মন্তব্য করেননি কানাডার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র।

২০২৩-এ ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় এক গুরদোয়ারার বাইরে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজের গুলিতে নিহত হন খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা নিজ্জর। সেই ঘটনায় ভারতীয় এজেন্টদের হাত থাকার অভিযোগ করেন খোদ জাস্টিন ট্রুডো। পরবর্তীকালে এই ঘটনার সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সহ কানাডার ভারতীয় দূতাবাসের একাধিক আধিকারিকের নাম জড়ানোর চেষ্টা করে ট্রুডো সরকার। ভারত অবশ্য শুরু থেকে যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। কানাডাকে তাদের দাবির পক্ষে তথ্যপ্রমাণ প্রকাশের প্রস্তাব দেওয়া হলেও সাড়া মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয়রা জামিন পাওয়ায় মোদি সরকারের অবস্থান পোক্ত হল বলে মনে করা হচ্ছে।

নিজ্জর খুন

জামিন ২ এলগার অভিযুক্তের

মুম্বই, ৯ জানুয়ারি : ভীম-কোরেগাঁও বা এলগার পরিষদ মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির গবেষক রোনা উইলসন এবং সমাজকর্মী সুধীর ধাওয়ালে। বুধবার তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি এএস গড়করি এবং বিচারপতি কমল খাটার ডিভিশন বেঞ্চ। রোনা ও সুধীরকে মাথাপিছু ১ লক্ষ টাকার বন্ডের বিনিময়ে জামিন দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বিচার চলাকালীন এনআইএ-র বিশেষ আদালতে তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে। পাসপোর্ট জমা দিতে হবে এবং শহর ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

শাম্ভুতে ফের কৃষক আত্মহত্যা

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : এক কৃষকের আত্মহত্যা ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল শাম্ভু সীমানা। বৃহস্পতিবার ৫৫ বছরের রেশম সিং কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে পাতিয়ালার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। এই নিয়ে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে শাম্ভু সীমানায় দুজন আন্দোলনকারী আত্মহত্যা করলেন। গত ১৮ ডিসেম্বর রণযোধ সিং নামে এক কৃষক আত্মহত্যা করেছিলেন। ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য বা এমএসপির আইনি সুনিশ্চয়তার দাবিতে পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমানায় গত প্রায় একবছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। সরকার যাতে তাঁদের দাবিদাওয়াগুলি মেনে নেয় সেইজন্য ২৬ নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন আরও এক কৃষক নেতা জগজিৎ সিং ডাল্লেওয়াল। এর মধ্যে দুজন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে আন্দোলনকারীদের। কৃষক নেতা স্মরণ সিং পান্ধের বলেন, 'আজ সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ রেশম সিং অসুস্থ বোধ করেন। তাঁকে কৃষকদের লঙ্গরে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বিষ খেয়েছেন বলে জানান।'

পুলিশি বন্দোবস্তে খামতি মন্দিরে

তিরুপতি, ৯ জানুয়ারি : লাড্ডু প্রসাদে পশুচর্বি মেশানোর অভিযোগ থিতিয়ে আসার আগেই ফের বিপত্তি অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরে। বুধবার বৈকুণ্ঠ একাদশীতে দেব দর্শনের জন্য আসা হাজার হাজার ভক্তের হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন লাবণ্য স্বাতী (৩৭), কান্দিপিল্লি শান্তি (৩৫), রাজিনি (৪৭), মল্লিগা (৫০), নির্মলা (৪২) এবং ভেঙ্কট লক্ষ্মী (৫৩)। আহত কমপক্ষে ৬০। তাঁদের মধ্যে ৩২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার জেরে প্রশ্নের মুখে পড়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রশাসন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম দর্শনম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বিআর নাইডু। তিনি বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। একজন ডিএসপি সময়ের আগে গেট খুলে দেওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

চন্দ্রবাবু নাইডু সরকারের দাবি, বৈকুণ্ঠ একাদশী উপলক্ষ্যে মন্দিরে যে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়বে, তা আঁচ করে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারপরেও কীভাবে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু। পুলিশকর্তা, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন। মৃতদের পরিবারবর্গের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার।

স্থানীয় সূত্রে দাবি, ভক্তদের জন্য মাত্র একটি কাউন্টার খোলা হয়েছিল। ফলে ভিড়ের পুরো চাপ গিয়ে পড়ে বৈকুণ্ঠদ্বার দর্শন নামে ওই কাউন্টারের গেটে। প্রায় ৪ হাজার ভক্তকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশি সক্রিয়তা চোখে পড়েনি। যার জেরে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। লক্ষ্মী নামে এক ভক্ত জানিয়েছেন, আচমকা পিছনে দাঁড়ানো ভক্তরা সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন। তাঁদের চাপে সামনের সারিতে থাকা ১০ জন পড়ে যান। তাঁদের ওপর গিয়ে পড়েন আরও কয়েকজন। বেঙ্কটেশ নামে অপর এক ভক্ত বলেন, 'আমার স্ত্রী শান্তি টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েছিল। আচমকা ভিড়ের চাপ এসে পড়ে। বুঝতে পারিনি ও পড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর আশপাশের সব হাসপাতালে খুঁজেছি। ভাইরাল ভিডিও দেখে জানতে পারি শান্তি মারা গিয়েছে।'

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বিআর নাইডু জানান, বুধবার ভক্তদের সংখ্যা তাঁদের অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। দুর্ঘটনার পরেই তাঁকে ফোন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু। বিআর নাইডুর বক্তব্য, 'ভক্তরা কাউন্টারের বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। লাইনে দাঁড়ানো এক মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কাউন্টারের ভিতরে আনতে গেট খোলা হয়েছিল। গেট খুলতেই ভক্তরা স্রোতের মতো মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করেন। পিছনে থাকা ভক্তদের চাপে লাইনের সামনে দাঁড়ানো বেশ কয়েকজন পড়ে যান। পদপিষ্ট হন তাঁরা।' ট্রাস্টের একটি সূত্র জানিয়েছে, যে মহিলা প্রথমে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর নাম মল্লিগা। পদপিষ্ট হয়ে তিনিও মারা গিয়েছেন। ঘটনার জন্য প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন মন্দির ট্রাস্টের সদস্য ভানুপ্রকাশ রেড্ডি। তাঁর মতে, পুলিশকর্মীরা সতর্ক হলে পরিস্থিতি এভাবে জটিল হত না।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের তরফে অবশ্য মন্দিরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েনের কথা জানানো হয়েছে। তারা জানিয়েছে তিরুপতি ও তিরুমালায় যথাক্রমে ১,২০০ এবং ১,৮০০ জন পুলিশকর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল সহ অনেকে। শোকবার্তায় মোদি লিখেছেন, 'যাঁদের আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে আমার সমবেদনা তাঁদের সঙ্গে রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার সবরকমভাবে আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছে।'

তিরুপতিতে দুর্ঘটনার তদন্ত

■ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু

■ মৃতদের পরিবারবর্গের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

■ তিরুপতি ও তিরুমালায় ১,২০০ এবং ১,৮০০ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন

■ শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

কাটমানি নিয়ে গোষ্ঠীকোন্দল

ভুটানের কাছে কাজের দরপত্র দেওয়ায় বিতর্ক

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : বিতর্ক যেন থামছেই না ফুলবাড়ি সীমান্তে। দিনকয়েক আগেই সিন্ডিকেট ও কাটমানির অভিযোগ তুলে ফুলবাড়িতে অনশনে বসেছিলেন অনেকে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে অনশন তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। এবার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে, যাঁরা সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই একই পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ফলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি না হওয়াতেই কি ফুলবাড়ির মুস্তাফা হোসেনের দিকে অভিযোগ তোলা হয়েছিল? প্রশ্ন উঠছে ফুলবাড়িতে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফুলবাড়ি-২ অঞ্চলে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল।

দিনকয়েক আগে আন্দোলনকারীদের কয়েকজন মুস্তাফার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে, মুস্তাফার পথ অনুসরণ করেই কয়েকজন ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য ভুটান সরকারের কাছে দরপত্র দিয়েছে।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ফুলবাড়ির এক্সপোর্টার্স ইউনিয়নের নেতা জামির বাদশা, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জাহাঙ্গির আলম (বাপি) সহ আরও একজন ভুটানের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছেন। অনশন মঞ্চ থেকে জামিরকেই মুস্তাফার বিরুদ্ধে অবৈধ টাকা তোলার অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছিল। এদিন অবশ্য জামিরের সাফাই, 'প্রথমে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তীতে অবশ্য বিষয়টি ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পেরে টেন্ডার থেকে পিছিয়ে আসি।' জাহাঙ্গিরও প্রায় একইভাবে কথা বলেন। তাঁর দাবি, 'আমাদের দলেরই কিছু লোক বলে এর মাধ্যমে কয়েকজনের কর্মসংস্থান হতে পারে, সেই কারণে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে।'

যদিও নতুন করে বিতর্ক শুরু হওয়ায় সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন তৃণমূলের একের পর এক নেতা। দিনকয়েক আগে মুস্তাফার হয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে ব্যাট ধরেছিলেন তৃণমূল সংখ্যালঘু নেতা শাহেনশা ফিরদৌস আলম। এদিন অবশ্য তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। দলের এক সংখ্যালঘু নেতার বক্তব্য, 'মুস্তাফার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হল সেই কাজ অন্য কেউ করতে গেলে সেটাও তো অন্যায়ই হয়।' যোগাযোগ করা হলেও ফোনে সাড়া দেননি জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। দিনকয়েক আগে জামির, জাহাঙ্গিরদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মহুয়া, খগেশ্বর। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ফিরদৌস সহ অনেকে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মহুয়া সহ জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতির তপন দে'র বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এদিন অবশ্য তপন জামির, জাহাঙ্গিরদের আন্দোলনকে সঠিক বললেও টেন্ডারে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে কিছুই বলতে চাননি।

> আমাদের দলেরই কিছু লোক বলে এর মাধ্যমে কয়েকজনের কর্মসংস্থান হতে পারে, সেই কারণে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে।
>
> **জাহাঙ্গির আলম**
> সদস্য, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি

আন্দোলনের কারণ ছিল, ভুটানের পাথরবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতে কোনও কর দিতে হতে না। কিন্তু ভারতের ট্রাকগুলিকে কর দিয়েই প্রতিবেশী দেশে যেতে হত। ফলে দাম বেড়ে যায় ভারতীয় পাথরের ট্রাকের। আন্দোলনের ফলে এবার থেকে ভুটানের ট্রাকগুলিকেও কর দিয়েই বাংলাদেশে যেতে হবে। এছাড়া ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুস্তাফার একটি সংস্থা ভুটানের থেকে অনুমোদন নিয়ে রেখেছে। সেই বাবদ মুস্তাফার সংস্থা গাড়ি প্রতি কয়েকশো টাকা নিয়ে থাকে। সেই টাকা নেওয়াকেই অবৈধ বলে দাবি করেছিলেন আন্দোলনকারীদের অনেকে। এবারে মুস্তাফার মতোই সংস্থা তৈরি করে ভুটানের কাছে কাজের দরপত্র দেওয়াতেই বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ঘটনায় বিবাদে জড়িয়েছে তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠী। যা দেখে স্থানীয় অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, এতদিন ফুলবাড়ি-১ অঞ্চলেই প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে তৃণমূলকে মারামারি করতে দেখা গিয়েছে। এবারে দুই নম্বর অঞ্চলেও প্রকাশ্যে আসছে জোড়াফুলের দ্বন্দ্ব।

দার্জিলিংয়ে যানজট সমস্যা, পদক্ষেপ দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : পাকদণ্ডি পথে যানজটের নাগপাশ নিত্যদিনের। সমস্যায় পর্যটকদের পাশাপাশি চালকরা। প্রশাসনের তরফে বিকল্প ব্যবস্থার আশ্বাস বারবার মিললেও, তা বাস্তবের মুখ দেখে না। এমন পরিস্থিতিতে দার্জিলিংয়ের যানজট সমস্যা মেটানোর কাজ শুরু করার জন্য প্রশাসনকে ১০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলেন পরিবহণ চালকরা। তাঁদের বক্তব্য, পাহাড়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যানজট সমস্যা দিন-দিন বাড়ছে। বহু বছর ধরে প্রশাসনকে এই বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপের জন্য দাবি জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। শীত শেষেই পর্যটন মরশুম। তার আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে পর্যটকরা এবারও হয়রানির শিকার হবেন। পাহাড়ের পর্যটন নিয়ে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে। ফলে তাঁরা যানজট সমস্যার জেরে এখানে আসাই বন্ধ করে দেবেন। ১০ দিনের মধ্যে প্রশাসন যানজট সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপ শুরু না করলে ধারাবাহিক আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পরিবহণ চালকরা। দার্জিলিং পুলিশ জানিয়েছে, যানজট সমস্যা মেটানো নিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হচ্ছে। রাস্তায় যেখানে-সেখানে যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখলে জরিমানা করা হচ্ছে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'যানজট সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। একটা দীর্ঘমেয়াদি এবং একটা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে পরিবহণ চালকদেরও ভূমিকা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘুম থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রাস্তায় কিছুটা অংশ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখলে পুলিশ জরিমানা করছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যা মিটবে।'

পর্যটন মরশুমে দার্জিলিং যাতায়াতের ক্ষেত্রে যানজট সমস্যা বেশ কয়েক বছর ধরেই ভাবাচ্ছে। পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ, অফিস যাত্রী প্রত্যেকেই এই যানজটের জেরে নাকাল। দার্জিলিং যাওয়ার সময় সোনাদা পেরোনোর পর থেকেই যানবাহনের গতি কমতে শুরু করে। ঘুম জোড়বাংলো ঢোকার আগে থেকে গাড়ির লম্বা লাইন চোখে পড়ে। সেখান থেকে দার্জিলিং শহরে পৌঁছাতে কয়েক ঘণ্টাও সময় লেগে যায়। বিশেষ করে পর্যটন মরশুমগুলিতে এই ভোগান্তি চরমে ওঠে। পরিবহণ চালকদের বক্তব্য, এই যানজটে আটকে প্রচুর পর্যটক অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই ভোগান্তির জন্য তাঁরা আর দার্জিলিংয়ে আসবেন না, স্পষ্ট করে দেন অনেক সময়। তাঁদের অভিযোগ, বহু বছর ধরে এই সমস্যা চললেও জিটিএ যানজট সমস্যা মেটাতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

বৃহস্পতিবার হিমালয়ান ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি পাশাং শেরপা বলেন, 'পাহাড়ে যানজট সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। পর্যটন মরশুমে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পৌছাতে ছয়-সাত ঘণ্টাও লেগে যাচ্ছে।

এর ফলে পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ সবাই ভোগান্তির শিকার। পর্যটকরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।' তাঁর বক্তব্য, 'এই সমস্যা মেটাতে ২০১২ সাল থেকে প্রশাসনকে দার্জিলিংয়ের রাস্তা চওড়া করা, ঘুম, ডালি সহ দার্জিলিং শহরের বিভিন্ন জায়গায় পর্যাপ্ত পার্কিং জোন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার এবং জিটিএ মিলিয়ে প্রশাসনের কাছে অন্তত ৫০-৬০টি চিঠি সংগঠনের তরফে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরেও কোনও পদক্ষেপ এখনও হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আন্দোলনের পথে হাঁটতে হচ্ছে।'

কীভাবে হবে আন্দোলন? হিমালয়ান ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভাপতির বক্তব্য, 'আমাদের কোঅর্ডিনেশন কমিটির অধীনে ৪৫টিরও বেশি চালক সংগঠন রয়েছে। সবাই মিলে ২০ তারিখের পরে বৈঠক করে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে। তবে, পর্যটক ও সাধারণ মানুষের সমস্যা হয় এমন কোনও আন্দোলন হবে না।'

সিকিমের থাম্বি ভিউপয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। বৃহস্পতিবার। ছবি : প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত নরেন্দ্রনাথ

তদন্ত প্রসঙ্গে দায় এড়ালেন কৃষ্ণেন্দু

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৯ জানুয়ারি : জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতিকে খুনের অভিযোগে ধৃত নন্দু তিওয়ারিকে দল থেকে বহিষ্কার করল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন দলের মালদা জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী। খুনের ঘটনার পিছনে কোনও বড় মাথা জড়িত আছেন কি না সেই প্রশ্নের জবাবে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'এটা পুলিশ দেখছে। পুলিশ তদন্ত করছে। আরও তদন্ত করবে। যদি কারওকে দোষী পায় সে যে দলেরই হোক না কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তাৎপর্যের বিষয়, নরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তারের পর বুধবার ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান দাবি করেন, বাবলাকে খুনের ঘটনার পিছনে বড় কোনও মাথা থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন ওঠে, টাউন তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত কি জেলাস্তরে নেওয়ার পরে রাজ্য নেতৃত্ব অনুমোদন করেছে? জবাবে আবদুর রহিম বক্সী বলেন, এটা দলীয় সিদ্ধান্ত।

জেলা তৃণমূলের সভাপতির বক্তব্য, 'গত ২ জানুয়ারি আমাদের দলের সহ সভাপতি দুলাল সরকারকে নৃশংসভাবে খুন করেন দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ওই ঘটনায় দ্রুত গতিতে তদন্ত চালিয়েছে। একের পর এক দুষ্কৃতীদের ধরা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মা দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ বুঝতে পারে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে দুজনই জড়িত রয়েছে। শেষপর্যন্ত পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে।'

দলের কথা

- ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান দাবি করেন, বাবলাকে খুনের ঘটনার পিছনে বড় কোনও মাথা থাকতে পারে
- গত মঙ্গলবার রাতে নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও স্বপন শর্মা দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়
- পুলিশ বুঝতে পারে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে দুজনই জড়িত রয়েছে
- নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে
- জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন দলের মালদা জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী

এরপর দলের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মালতীপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী বলেন, 'নন্দু আমাদের শহর তৃণমূল কমিটির সভাপতি ছিলেন। কিন্তু দুষ্কৃতীদের কোনও রং হয় না। মুখ্যমন্ত্রীও বারবার সেকথা বলেছেন। তাই আমরা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

জেলা তৃণমূলের সভাপতি আরও জানান, 'গত এক-দেড় বছর সময় ধরে আমরা নরেন্দ্রনাথকে দলীয় কর্মসূচির খবর দিতাম। কিন্তু উনি আসতেন না। আমরা আগেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তার মধ্যে অঘটনটা ঘটে গেছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নন্দুর নাম জড়ানোয় আমরা সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শহর তৃণমূল কমিটির পদে কাকে বসানো হবে, তা রাজ্য নেতৃত্ব ঠিক করবে।'

> এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নন্দুর নাম জড়ানোয় আমরা সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শহর তৃণমূল কমিটির পদে কাকে বসানো হবে, তা রাজ্য নেতৃত্ব ঠিক করবে।
>
> **আবদুর রহিম বক্সী**
> তৃণমূল সভাপতি, মালদা জেলা

করোনেশনের বিকল্প সেতু, উদ্যোগী রাজ্য

প্রথম পাতার পর

রয়েছে বলে মনে করছে বিকল্প সেতুর জন্য আন্দোলন করে আসা ডুয়ার্স ফোরাম। সংগঠনের সম্পাদক চন্দন রায়ের বক্তব্য, 'ডিপিআর তৈরি মানেই সেতু নির্মাণ নয়। এর আগেও তিনবার ডিপিআর তৈরি হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ এবং অন্য কিছু কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের গেজেট নোটিফিকেশনে সেতুর অর্থবরাদ্দের উল্লেখ নেই।'

১৯৪১ সালে চালু হওয়া করোনেশন সেতুকে দুর্বল ঘোষণা করা হয়েছে অনেকদিন আগেই। পরবর্তীতে একাধিক ভূমিকম্পে সেতুটি নিয়ে আশঙ্কাও তৈরি হয়। বর্তমানে ১০ টনের বেশি বাণিজ্যিক ও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে করোনেশন ব্রিজের বিকল্প তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। দার্জিলিংয়ের সাংসদ হওয়ার পর বিকল্প সেতু গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেন রাজু বিস্ট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্বার্থ। সড়ক পরিবহণমন্ত্রককে ইতিমধ্যে বিষয়টি উল্লেখ করে সেতুর প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রকও। সবদিক ভেবেই সেবকে বিকল্প একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে তার ডিপিআর অনুমোদনের জন্য দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রককে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করে রাজ্য সরকার।

পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ব্যয় হতে পারে ১২০০ কোটি টাকা। রাস্তা হবে চার লেনের। সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৬০০ মিটার। দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক বলছেন, 'তিস্তার ওপর এই সেতুর দৈর্ঘ্য ৬০০ মিটার হলেও সেতুর দু'দিকের সংযোগকারী রাস্তা তৈরি হবে অনেকটা এলাকাজুড়ে। এজন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র দরকার। বিশেষ করে ওই এলাকা হাতি সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর চলাচলের করিডর। ছাড়পত্র পেতে আবেদন করা হয়েছে। সমীক্ষা ও কথাবার্তা চলছে পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের সঙ্গে।'

অতীতেও সেতু তৈরির বিষয়টি সামনে এসেছে। কিন্তু সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়নি। তাই বিশ্বাস রাখতে পারছেন না অনেকেই। তবে সাংসদ রাজু বিস্টের দাবি, 'করোনেশনের বিকল্প সেতু হবেই। এ ব্যাপারে কেন্দ্র সমস্ত ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করছে। নতুন সেতুর কাজ শুরু হতে বেশিদিন লাগবে না।'

দুর্ঘটনা এড়াল

প্রথম পাতার পর

পিকআপ ভ্যানটি প্রচণ্ড গতিতে প্রথমে ব্যারিয়ার ও তারপর সংলগ্ন বুমে ধাক্কা মেরে উলটে যায় দুই লাইনের মধ্যে। বুম ও ব্যারিয়ার দুটিই ভেঙে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাৎ সিগন্যাল লাল করে দেন রেলকর্মী। খবর পৌঁছায় ধূপগুড়ি স্টেশনে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান রেল আধিকারিক ও রক্ষীবাহিনীর জওয়ানরা। আটক করা হয় চালক সহ পিকআপ ভ্যানটি। রেল রক্ষীবাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে, আটক পিকআপ ভ্যানের মালিক ও চালকের বিরুদ্ধে রেলের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এদিকে, ততক্ষণে লেভেল ক্রসিংয়ের একশো মিটারের কাছাকাছি পৌঁছে দাঁড়িয়ে যায় ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেস। ধূপগুড়ি স্টেশন সুপার মনোজকুমার সিং বলেন, 'রেলকর্মীর তৎপরতা এবং ইন্টারলকিং সিস্টেমের জন্য বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। প্রায় ২৫ মিনিট ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল। পরবর্তীতে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।'

দুপুর ১টা ১০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনায় বিডিও রোড সহ থানা রোডে ব্যাপক যানজট হয়। এদিনের ঘটনায় এই লেভেলে ক্রসিংয়ে উড়ালপুল বা আন্ডারপাসের দাবি আরও জোরালো হয়েছে এদিন। স্থানীয় মানুষের মতে প্রতিদিন লেভেল ক্রসিংয়ে যানজটে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়। সেই কারণেই সম্ভবত ভ্যানচালক তাড়াহুড়ো করছিলেন। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা। তবে এই লেভেল ক্রসিংয়ে এমন ঘটনা এই প্রথম বলেই জানান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

তৃণমূলের বড় শত্রু

প্রথম পাতার পর

গঙ্গা পেরিয়ে ঝাড়খণ্ড বা বিহারে গা-ঢাকা দেওয়ার বহু পথ। ফুলহর পেরিয়েও বিহারে যাওয়া যায়। ফরাক্কা পেরোলে মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণবঙ্গ তো আছেই। সুপারি কিলারদের পায় কে? আসানসোলের কুখ্যাত কোল বেল্টেও পালানোর এত রাস্তা নেই।

লিখতে লিখতেই মনে পড়ে দুটো-তিনটে ঘটনা। বাম আমলে দমদমে সিপিএম নেতা রবীন্দ্রসংগীত গায়ক শৈলেন দাসের হত্যা। নিমতার তৃণমূল নেতা নির্মল কুণ্ডুর খুন। সব ক্ষেত্রেই ছিল সুপারি কিলার সংযোগ।

সুপারি কিলার শব্দটা এমনিতে এল কোথা থেকে? বেশি প্রচলিত তত্ত্ব, মুম্বইয়ের মাহিমে ভীম নামে ভয়ংকর দুষ্কৃতীর কীর্তিকলাপেই এই প্রথা চালু। কাউকে হত্যার পরিকল্পনা থাকলে ভীম আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভাইদের নেমন্তন্ন করত। প্রচুর খাওয়াদাওয়ার পর গোল হয়ে বসত গুন্ডারা। তাদের ঠিক মাঝখানে রাখা থাকত পান-সুপারি। যে প্রথমে পান-সুপারি তুলে নিত, তাঁর ওপরেই দায়িত্ব পড়ত টার্গেটকে শেষ করার। তাকে ভীমই দিত টার্গেটের ছবি এবং ডেইলি রুটিন।

পান-সুপারি নেওয়া লোকটি প্রথমে বাছত মিডলম্যান। সেই মিডলম্যান আবার বাছত হিটম্যানকে। এভাবেই একদা হত্যা করা হয় ব্যাডমিন্টন তারকা সৈয়দ মোদিকে, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির শোম্যান গুলশন কুমারকে। বছর পাঁচেক আগে বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাওয়ের তথ্য ভাবানোর মতো, 'মানুষের জীবনের দাম এত কমেছে, ১০-১৫ হাজার টাকাতেও খুন হচ্ছে। একটা মোবাইল বা টি শার্টের জন্যও খুন করা হয়।'

বেঙ্গালুরুতেই কিছুদিন আগে সম্পত্তির লোভে বাবাকে খুন করে ছেলে। সে সুপারি কিলার ভাড়া করেছিল ১ কোটি টাকায়। এই তো যোগীরাজ্যে খুনের গল্পেও মিশে রইল কমেডি। এক সুপারি কিলার এসে পুলিশে অভিযোগ করল, স্বামীর কথায় স্ত্রীকে খুন করেছিল তারা। প্রাপ্য কুড়ি লাখ টাকা মেলেনি।

বাবলা হত্যার শহরে ফিরে আসি। এমন পরিস্থিতিতে যে কোনও শহরে তীব্র উত্তেজনা, শোকমিছিলের পর শোকমিছিল, স্লোগান দেখে অভ্যস্ত বাংলা। অথচ মৃত্যুর সাতদিন পরেও মালদায় সব স্বাভাবিক। রথবাড়ি মোড়, চারশো বিশ মোড় সারা রাতই জেগে থাকে। বিশেষত রথবাড়ি মোড়। এমন ২৪ ঘণ্টা জেগে থাকা মোড় উত্তরবঙ্গে নেই। সবই ঠিকঠাক চলছে। এমনকি বাবলার পেশি দেখানোর জায়গা কানি মোড়ও স্বাভাবিক।

কাশ্মীর টু কুমারিকা লোকে রাজনীতিতে পরিবারবাদ নিয়ে লেখালেখি করলেই গান্ধি পরিবারের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায়, শা, পাওয়ার, করুণানিধি বা আবদুল্লা পরিবারকে টেনে আনে। মালদার পরিবারতন্ত্র নিয়ে কেউ বলে না। অথচ জেলায় অধিকাংশ তৃণমূল নেতার স্ত্রী, স্বামী, মা, ছেলে বা জামাই নানা পদে। কিছুক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী কাউন্সিলারও। গণ্ডগোলটা এখানেই। কেউ কারও ভালো দেখতে চান না। বরং গনি পরিবারে দুই সাংসদ থাকলেও তাঁরা আড়ালে।

জেলার দুই মন্ত্রীর ওপর জনতা ক্ষিপ্ত একই কারণে। সাবিনা ইয়াসমিনের স্বামী এবং তজমুল হোসেনের ভাইয়ের দাদাগিরিতে মালদার দুই প্রান্তে তীব্র অসন্তোষের বন্যা। গঙ্গা ও ফুলহরের বন্যা দেখা যায়, এই অসন্তোষের বন্যা আবার শোনা যায়।

কৃষ্ণেন্দু ও বাবলার স্ত্রী দুজনেই ক্রমাগত আরও বড় মাথার যোগের কথা বলে চলেছেন। এঁরা কারা? কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিট নিশ্চয়ই উত্তরটা জানে। দু'দিনেই পর্দা ফাঁস হোক না!

মাল পুরসভায় সংকট

প্রথম পাতার পর

সাসপেন্ড হওয়া স্বপন সাহার সুরে কথা বলছেন তাঁর গোষ্ঠীর কাউন্সিলাররা। এমনকি দলের টাউন সভাপতি অমিত দে চেষ্টা করছেন স্বপনকে দলে ফিরিয়ে আনতে।' উৎপলের প্রশ্ন, 'একটি পুরসভায় দুজন চেয়ারম্যান কীভাবে থাকতে পারে?'

ভাইস চেয়ারম্যানের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে কাউন্সিলার পুলিন গোলদার বলেন, 'দল কাকে পুরসভা চালানোর দায়িত্ব দেবে সেটা দল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে সেই সিদ্ধান্ত আরও আগে নেওয়া উচিত ছিল। জল এখন মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। জনগণের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন স্বপন সাহা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলাররা। লিখিতভাবে বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে।'

মাল পুরসভায় গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ অডিট। বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এবং মামলায় জর্জরিত মাল পুরসভা। তার উপর চেয়ারম্যান বনাম ভাইস চেয়ারম্যানের লড়াইয়ে পুর পরিষেবার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

বিজেপির টাউন সভাপতি নবীন সাহার মতে, 'আরও আগেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে হত উৎপলকে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস পুরসভার নাগরিকদের নিয়ে যে খেলা খেলছে তা মোটেই কাম্য নয়।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'মাল পুরসভার এই অচলাবস্থা তৃণমূলের ব্যর্থতা প্রমাণ করছে।'

মাল টাউন তৃণমূল সভাপতি অমিত দে বলেন, 'ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি সম্পূর্ণ ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়। দলীয়ভাবে আমাকে কিছু জানানো হয়নি।'

ট্রেনের চেন টানলে টাকা মিনিটপিছু

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন সময় যাত্রীদের মধ্যে এনিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়েছে। তারপরও সমস্যা মেটেনি।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশনে অনেক ট্রেনেরই স্টপ থাকে না। বিশেষ করে অসমগামী বিভিন্ন ট্রেনের বারবিশা, কামাখ্যাগুড়ি বা শামুকতলার মতো স্টেশনে স্টপ নেই। যাত্রীদের তখন নিম্ন অসম বা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে থামতে হয়। সেখান থেকে আবার সড়কপথে বাড়িতে ফিরতে হয়। এতে ভাড়া ও সময় দুটিই বেশি লাগে। ফলে অনেক যাত্রী বাড়ির কাছাকাছি ট্রেন আসতেই চেন টেনে দেন। তাতে ট্রেন লেট হয়। বাকি যাত্রীদের হয়রানি হয়।

তবে কেবল চেন টানা নয়। পাথর ছুড়ে ট্রেনের ক্ষতি করলেও মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অভিযুক্তদের।

এমন ঘটনায় রেলের আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও যাত্রীদের শারীরিক ক্ষতি হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। তাই যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবার অভিযুক্তদের থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করবে রেল। তবে অভিযোগ ওঠার পরে তদন্ত করবে আরপিএফের বিশেষ টিম। অভিযোগ প্রমাণিত হলেই রেল আইন অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক জরিমানাও করা হবে। কেউ জখম হলে তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার বইতে হবে অভিযুক্তকে।

বিভিন্ন সময়ে টেনে পাথর ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হওয়ার পর এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে। জানলা সহ ইঞ্জিনের সামনের কাচ লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অভিযোগও উঠেছে। এভাবে কড়া হাতে জরিমানা করা হলে রেলের সম্পত্তি নষ্ট করা বা পাথর ছোড়ার মতো ঘটনাগুলি কমবে বলে মনে করছে রেলমন্ত্রক।

নয়া নকশা

প্রথম পাতার পর

বেশ কিছু কাজ হয়েও গিয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'এদিন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সহ বিশেষ প্রতিনিধিদল আসার পর বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারপরই গ্রিন সিটি প্রকল্পের আওতায় শহরকে আলোয় সাজিয়ে তোলার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক সহ সভাপতি ঝুলন সান্যাল মনে করেন, শহরের সার্বিক চালচিত্র বদলে যাবে। শহরকে যানজটমুক্ত করতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই রাস্তা চওড়া করার।

সবমিলিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের যে ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে তাতে শহরের অসংখ্য দোকানপাট ভাঙা পড়বে। গুমটি সহ অসংখ্য পাকা দোকানপাটও ভাঙা পড়বে বলেই আশঙ্কা। এছাড়াও এই জাতীয় সড়কের দু'ধারে নয়ানজুলি বেদখল হয়েছে আগেই। সেখানে প্রচুর পাকা দোকান গজিয়ে উঠেছে। রাস্তা নির্মাণ করার জন্য সেগুলোও ভেঙে দিতে হবে।

লাইন পার হতে

প্রথম পাতার পর

গতবছর ২৭ নভেম্বর নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে হাঁটার সময় রেললাইনে ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল। সেই ব্যাগ তুলতে গিয়েই রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় চিরঞ্জিৎ মণ্ডল নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের।

সেপ্টেম্বরেও আদালত থেকে বাড়ি ফেরার পথে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় এক আইনজীবীর। ওই আইনজীবী ২ নম্বর আসাম রেলগেট পার করে ভোলারডাবরি যাচ্ছিলেন। রেলকর্মীরা বারবার সতর্ক করলেও তিনি গুরুত্ব দেননি বলে অভিযোগ। তবে, এই সংখ্যাটা ক্রমশই দীর্ঘ হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিসটেন্ট সিকিউরিটি কমিশনার সৌরভ দত্ত বলেন, 'সাধারণ মানুষ ও যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। রেললাইন পারাপার করার সময় যাত্রীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই বিষয়ে সচেতন করেও সমস্যা মিটছে না।' তিনি পরামর্শ দেন, বেআইনি হকারদের কাছ থেকে খোলা খাবার না খাওয়া, ট্রেন থেকে নামার সময় জিনিসপত্র ঠিকমতো নিয়ে নামা, বৃহন্নলাদের ভিক্ষে না দেওয়া এসব ভালো করে মনে রাখতে হবে।

আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেন থামার পর অনেক যাত্রী ব্যাগপত্র, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ রেখে নেমে পড়েন। আরপিএফ জানিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ২০০টি খোয়া যাওয়া ব্যাগ উদ্ধার করে যাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ২৬ লক্ষ ১০ হাজার ৩২৩ টাকা উদ্ধার করে যাত্রীদের ফিরিয়ে দিয়েছে আরপিএফ। এছাড়া ট্রেনে যাত্রীদের সঙ্গে মারধর করার অভিযোগ উঠতেই ৪৯ জন বৃহন্নলাকে গ্রেপ্তার করে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া বেআইনি হকারদের কাছ থেকে খাবার খেয়ে অসুস্থতার অভিযোগ রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১১৭৩ জন বেআইনি হকারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে।

অমিল জঙ্গলে ঢোকার টিকিট, ক্ষতি পর্যটনে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : গরুমারা, জলদাপাড়ার পাশাপাশি চিলাপাতায় জঙ্গলে ঢুকতে অনলাইনে টিকিট বুকিং বন্ধ। জঙ্গলের অন্দরে প্রবেশানুমতি না পেয়ে বহু পর্যটক বুকিং বাতিল করছেন। যার জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ডুয়ার্সের পর্যটন। উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, অনলাইনে টিকিট বুকিং সাইটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপাতত টিকিট দেওয়া বন্ধ রয়েছে। তিনি দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। এখন পর্যটন মরশুম চলছে। এ সময় দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে অনলাইনে টিকিট দেওয়া বন্ধ থাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে পর্যটন মহলে।

নতুন বছরের শুরু থেকেই পর্যটকদের ভিড়ে উপচে পড়ছে ডুয়ার্স। এতে একদিকে খুশি ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তাঁদের কপালের ভাঁজ চওড়া করেছে অনলাইনে জঙ্গল ভ্রমণের টিকিট না মেলার বিষয়টি। পর্যটন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে বন দপ্তর থেকে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জঙ্গল যেমন গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতায় ঢোকার টিকিট অনলাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে সমস্যা দেখা দিয়েছে। দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, এ মাসের ২৬ তারিখ পর্যন্ত পর্যটকরা চাইলেই জঙ্গলে ঢোকার জন্য অনলাইনে আগাম টিকিট কাটতে পারছেন। কিন্তু ২৭ জানুয়ারি থেকে অনলাইনে আগাম টিকিট কাটা যাচ্ছে না। ফলে টিকিট না মেলায় বহু পর্যটক হোটেল, গাড়ি ইত্যাদি বুকিং বাতিল করছেন বলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ।

গরুমারার জঙ্গলে বাইসন।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহকারী সভাপতি জীবন ভৌমিকের অভিযোগ, ডুয়ার্সে মূলত জঙ্গলকেন্দ্রিক পর্যটকরা ভিড় করেন। অথচ তাঁরা ২৭ জানুয়ারি বা পরবর্তী দিনগুলির জঙ্গলে ঢোকার অনলাইলে আগাম টিকিট কাটতে পারছেন না। এ ব্যাপারে বন দপ্তরের বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ করেও টিকিট না মেলার কোনও সদুত্তর পাচ্ছেন না পর্যটকরা। জঙ্গলে ঢোকার আগাম টিকিট না পেয়ে এখন অবধি বহু পর্যটক ডুয়ার্স ভ্রমণ বাতিল করেছেন। এজন্য এখন অবধি কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের অভিযোগ, ডুয়ার্সে গোটা জানুয়ারি পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। ২৬ জানুয়ারি সরকারি ছুটি থাকায় পরবর্তী কয়েকদিন বেশ ভিড় থাকে। অথচ সেই সময় পর্যটকরা জঙ্গলে ঢোকার আগাম টিকিট পাচ্ছেন না। এজন্য পর্যটন ব্যবসা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। অবিলম্বে যাতে পর্যটকরা টিকিট পান দিব্যেন্দুবাবু তেমনই দাবি করেন।

আলোচনায় বাগানের কবিতা

নাগরাকাটা ৯ জানুয়ারি : চা বাগানের কবিতার ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করল নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি আদিবাসী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। তাতে তরাইয়ের থানঝোরা চা বাগানের শ্রমিক-কন্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের প্রাক্তনী শিখা মিঞ্জকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সম্প্রতি শিখাকে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'নির্দন'-এর জন্য 'জয়পাল জুলিয়ুস হন্না' পুরস্কারে ভূষিত করে ঝাড়খণ্ডের পেয়ারা কেরকাট্টা ফাউন্ডেশন। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সত্যম চিকবড়াইক, অধ্যাপক ডঃ মনোজ বিশ্বকর্মা ও ডঃ রুদ্র ছেত্রী এবং বিশিষ্ট আদিবাসী কবি মালা খাড়িয়া। কবিতা পাঠ করে শোনান করিশমা খেরোয়ার, সিতারা ওরাওঁ, সকিনা ওরাওঁরা। সঞ্চালনায় ছিলেন সেরোন দাস এক্কা।

ছোট্ট তারা

জলপাইগুড়ি ভগৎ সিং কলোনির তনুশ্রী দেবনাথ সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। জেলা স্তরে ডান্স প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে সে।

স্থানীয় সংস্কৃতি নিয়ে উৎসব জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ডুয়ার্স উৎসবের ধাঁচে প্রথমবার হতে চলেছে জলপাইগুড়ি উৎসব। জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব ২২ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি শহরের মিলন সংঘের মাঠে হবে। বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে জেলা শাসক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত একসঙ্গে উৎসব ঘোষণা করেন। পাশাপাশি উৎসবের লোগো উদ্বোধন করা হয়।

জেলা শাসকের অফিসে জলপাইগুড়ি উৎসবের লোগো উন্মোচন।

আকর্ষণ

- বিভিন্ন জনজাতির নাচ, গান পরিবেশিত হবে
- আসছে কলকাতার চন্দ্রবিন্দু ব্যান্ড
- আঁকা প্রতিযোগিতা, ম্যারাথন সহ থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এটাই প্রথম বড় আকারের উৎসব হতে চলেছে। জেলার স্থানীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই এই উৎসবের আয়োজন। চারদিনের এই উৎসবে বিভিন্ন জনজাতির নাচ, গান পরিবেশিত হবে। স্থানীয় বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পীদের এক মঞ্চে এক জায়গায় নিয়ে এসে তাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরাই উৎসবের উদ্দেশ্য বলে জেলা শাসক জানিয়েছেন।

পুলিশ সুপার জানান, উৎসবে আসছে কলকাতার চন্দ্রবিন্দু ব্যান্ড। এছাড়া জেলা শাসকের কালেক্টরেট রোডে হ্যাপি স্ট্রিট নাম দিয়ে আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এবং জাতীয় ভোটার ডে উপলক্ষ্যে থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

এদিন জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় প্রমুখ।

সরকারি উদ্যোগে একসময় তিস্তাগঙ্গা, উত্তরবঙ্গ উৎসব জেলাভিত্তিক হত। এখন সেগুলি বন্ধ রয়েছে। তাই প্রথমবার জলপাইগুড়ি উৎসবের ঘোষণায় জেলাবাসীর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।

নর্দমা পরিষ্কারের কাজ শুরু পুরসভার

নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজ করা হচ্ছে। ধূপগুড়িতে। - শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : নিকাশিনালা পরিষ্কার করতে গিয়ে পুরকর্মীরা চমকে গিয়েছিলেন। নর্দমার ওপরে থাকা স্ল্যাব সরিয়ে দেখা যায় জল বা আবর্জনা যাওয়ার পথ নেই। জল বের হওয়ায় জায়গাটি মাটি দিয়ে ভরে গিয়েছে। ঘটনা সামনে আসতেই শহরের মূল রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়া সমস্ত নিকাশিনালা পরিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় পুর কর্তৃপক্ষ। সেই মোতাবেক ফুটপাথ দখলমুক্ত করে নর্দমার ওপরের কংক্রিটের স্ল্যাবগুলি সরিয়ে ধাপে ধাপে এলাকাভিত্তিক নিকাশিনালাগুলির কাজ শুরু হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম সরকার বলেন, 'সাফাইকর্মীরা স্ল্যাব সরাতেই মাটি জমা দেখতে পাই। এজন্যই বর্ষায় নিকাশিনালা আটকে রাস্তায় জল জমে যেত। নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজ আগে থেকে করা উচিত ছিল। তাহলে বিগত দিনগুলিতে বর্ষায় কাউকে ভুগতে হত না।' স্থানীয় ব্যবসায়ী আকাশ পাল বলেন, 'প্রতি বছর বর্ষায় আমাদের ভুগতে হত। আশা করছি নিকাশিনালা পরিষ্কার হয়ে গেলে সমস্যা মিটে যাবে।'

পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজ অনেক আগে শুরু করা হয়েছে। আগামী বর্ষার আগে সব সমস্যা মিটে যাবে। সেইমতো পরিকল্পনা নিয়েই কাজ করা হচ্ছে।'

জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের প্রস্তাবে চিন্তিত ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ীরা

'বিকল্প জায়গা দেওয়া হোক'

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের একটি প্রস্তাবে এখন এমনই হাল ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ীদের।

ময়নাগুড়ি শহরের বুক চিরে যে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক মালবাজার থেকে ময়নাগুড়ি শহর হয়ে ধূপগুড়ির দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তা সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচ নাইন) এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুর সহ এক বিশেষ প্রতিনিধিদল ময়নাগুড়ি পুরসভা অফিসে এসে এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করে। দেবব্রত ঠাকুর বলেন, 'বিষয়টি এখনও প্রস্তাব আকারেই রয়েছে। দিল্লিতে পাঠানো হবে। অনুমোদন মিললে তবেই পরবর্তী দফায় এগোনো হবে।'

রাস্তা সম্প্রসারণের খবরে যথেষ্ট গুঞ্জন ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ি শহরে। কারণ, জাতীয় সড়কের উপরেই গোটা ময়নাগুড়ি শহর। একুশ মিটার চওড়া পৃথক তিনটি রাস্তা এবং নর্দমা তৈরি করা হলে শহরের পুরো বাজারটাই ভাঙা পড়বে বলে স্থানীয়দের আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে এত সংখ্যক ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ময়নাগুড়ির বিডিও অফিস মোড়।

যদিও ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারীর কথায়, 'এত সংখ্যক ব্যবসায়ী বা মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়ার জায়গা পাওয়াই বড় সমস্যা। আমরা বিষয়টি বিস্তারিত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। যেমন নির্দেশ আসবে সেইমতো পদক্ষেপ করা হবে।'

ওই রাস্তার পাশে ৩০ বছর ধরে ফলের ব্যবসা করছেন নবীন দাস। বললেন, 'গোটা বাজারটা তো ভাঙতে হবে! আমরা সামগ্রী কিনব কোথা থেকে?' নবীনের কথায় সায় জানালেন গুমটি ব্যবসায়ী ইন্দ্রজিৎ দাসও। তাঁর কথায়, 'যদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে বেঁচে থাকার রসদ জোগানো সহজ হবে।'

শহরের ট্রাফিক মোড় এলাকায় পাকা রাস্তা ঘেঁষে জুতো সেলাইয়ের দোকান সুধীর দাসের। সুধীরের কথায়, 'আমরা ৬০-৭০ বছর ধরে এখানে

> উন্নয়ন হোক। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ভাঙা হোক। কয়েক হাজার মানুষ এইসব দোকানের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন। তাঁদের কথাও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে প্রশাসনকে।
>
> **দুলাল মণ্ডল**
> সাইকেলের দোকানদার

> এই বয়সে দোকানপাট ভাঙা পড়লে সংসার প্রতিপালন করব কী করে? সপরিবারে না খেয়ে মরতে হবে।
>
> **দীনেশ সরকার**
> স্টেশনারি দোকানদার

দোকানদারি করছি। প্রশাসনের তরফে আমাদের বিকল্প জায়গা দেওয়া হোক। তাতে দুটো খেয়েপরে বাঁচতে পারি।'

উন্নয়নমূলক কাজের পক্ষে থাকলেও ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন নিয়ে ভাবা উচিত বলে জানালেন ময়নাগুড়ি গুমটি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিমলেন্দু চৌধুরী। তাঁর কথায়, 'উন্নয়নমূলক কাজের পক্ষে আমরা। কিন্তু বহু মানুষ ৬০-৭০ বছর ধরে বংশানুক্রমে ব্যবসা করে সংসার করছেন। সেক্ষেত্রে শহরে বহু সরকারি জমি ফাঁকা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।'

ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহার কথায়, 'মনে হয় শহরকে যানজটমুক্ত করতে শুধু প্রধান রাস্তাটিকে চওড়া করা হলেই ভালো হবে।' যদিও ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের মতে, বিডিও অফিস মোড় এবং দাড়িভেজা মোড় থেকে আলাদা বাইপাস রাস্তা রয়েছে। কাজেই শহরের ওপর এত বড় মাপের পৃথক তিনটি রাস্তা চওড়া করার তেমন কোনও প্রয়োজন নেই।

এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়ের বক্তব্য, 'ওখানকার পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন। তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে খতিয়ে দেখবেন কোনটা করলে ভালো হয়। প্রয়োজন মতো আমরাও আলোচনা করে দেখব।'

আজ বেতন মিলবে কি না, চিন্তায় কর্মীরা

মালবাজার, ৯ জানুয়ারি : পুরসভার অস্থায়ী কর্মী এবং শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার তারিখ ধার্য হয়েছিল ১০ জানুয়ারি। পুরসভার সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শুক্রবার সকালে কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এক মাসের বেতন ঢুকে যাওয়ার কথা। তারপরেও অস্থায়ী কর্মীদের আরও দু'মাসের বেতন বকেয়া থাকবে। শ্রমিকদের বকেয়া থাকবে আরও এক মাসের বেতন। তবে বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন উৎপল ভাদুড়ি। ফলে দুশ্চিন্তায় পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের একাংশ।

তাঁদের আশঙ্কা, পুরসভার অচলাবস্থা কাটার পরিবর্তে তা আরও জটিল পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির জন্য অনেকেই দায়ী করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের উদাসীনতাকে। এক অস্থায়ী কর্মীর কথায়, 'শুক্রবার আমাদের বেতন দেওয়ার কথা। হয়তো সেটা পেয়ে যাব। তবে ২৫ জানুয়ারির বেতন নিয়ে আমাদের আশঙ্কা আছে।'

পুরসভার চেয়ার দখলের রাজনীতির লড়াই পিষছে অস্থায়ী কর্মী এবং শ্রমিকদের। সেইসঙ্গে ভেঙে পড়েছে পুরসভার নাগরিক পরিষেবা। প্রায় তিন শতাধিক

পুরকর্মী এবং শ্রমিকের মোট ১৯ লক্ষ টাকা বেতন বকেয়া। পুরসভার রোজগারের পথ কম থাকায় সমস্যায় পড়েছে পুর প্রশাসন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এদিন বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠক বাতিল করে পুর প্রশাসন, যা নিয়ে দিনভর চর্চা চলে। যদিও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'দলের কাছে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছি। পুরসভার কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলবে।' যদিও তৃণমূল সূত্রে খবর, এখনও উৎপলের অব্যাহতিপত্র তারা গ্রহণ করেনি।

ভাইস চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ডুয়ার্সের তৃণমূল শ্রমিক নেতা বেথুনবিকাশ দে বলেন, 'উৎপল ভাদুড়ির এই সিদ্ধান্ত পুরসভার জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরাও দলের উচ্চ নেতৃত্বকে আবেদন করব এই অচলাবস্থা কাটানোর জন্য।'

অন্যদিকে আইনজীবী সুমন শিকদারের বক্তব্য, 'এটা তৃণমূলের অপদার্থতা। চার মাসেও পুরসভার চেয়ারম্যান পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি পায়নি দল।' এই ঘটনাটিকে কটাক্ষ করে বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'বহিষ্কৃত পুর চেয়ারম্যান চেয়ারের মোহ ত্যাগ করতে পারছেন না। তবে আশা করি এই ঘটনায় কর্মচারীদের বেতনে কোনও প্রভাব পড়বে না।'

পুরসভা সূত্রে খবর, শুক্রবার প্রতিশ্রুতিমতোই বেতনের টাকা পৌঁছে যাবে পুরকর্মীদের অ্যাকাউন্টে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৩
ও নেগেটিভ	–	০

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	–	৪
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	৪
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৬
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	০

রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী, বিপদ

পুর কর্তৃপক্ষের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন জলপাইগুড়িতে

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : রাস্তার পাশে বেআইনিভাবে জমিয়ে রাখা নির্মাণসামগ্রী বিষয়ে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পুর চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল। তারপর আট মাস কাটতে চলেছে। কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি পুরসভা। ক্রমাগত বাড়ছে রাস্তা দখল করে এসব রাখার প্রবণতা।

জলপাইগুড়ি শহরের অলিগলির অর্ধেক রাস্তার দখল নিয়েছে নির্মাণসামগ্রী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেসব উঠে আসছে রাজ্য সড়কের পাশেও। ফলে, সমস্যায় পড়ছেন পথচলতি মানুষজন থেকে বাইক-স্কুটি আরোহীরা। রাস্তার পাশে হাঁটার অংশও ঢেকে যাচ্ছে বালি, পাথরের স্তূপে। এটা কোনও সুনির্দিষ্ট ওয়ার্ডের ছবি নয়, এ দৃশ্যের দেখা মেলে শহরের একাধিক ওয়ার্ডে। এক্ষেত্রে পুর কর্তৃপক্ষের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বছর তিরিশের শহরবাসী তরুণ আবির সরকারের কথায়, 'তিন মাস আগে মাকে নিয়ে টোটোয় ব্যাংকের কাজে যাচ্ছিলাম। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে এক বহুতলের সামনে থাকা বালির স্তূপে টোটোর চাকা আটকে উলটে

রাস্তায় পড়ে থাকা নির্মাণসামগ্রীতে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

যায়। চালক সহ আমরা ভালোই আঘাত পাই।' এই ঘটনার পর কিছুদিন ওই পথে এসব না রাখা হলেও ফের রাস্তা দখল করে বালি, পাথর রাখা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। এতে শুধু একা আবিরই নন, ভুক্তভোগী হাজারো শহরবাসী। জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৭, ১৯, ২২, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অগুনতি রাস্তায় এমন জমা বালি, পাথর দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে ওসব পাশের ড্রেনে পড়ে একাংশ বন্ধ করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে পুর নাগরিকদের বক্তব্য, বড়সড়ো কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলে পুর কর্তৃপক্ষের হুঁশ ফিরবে না।

এ প্রসঙ্গে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল লোপামুদ্রা অধিকারী বলেন, 'ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাস্তার পাশে নির্মাণসামগ্রী না রাখতে বলা হয়েছে। যাঁদের বাড়ির সামনের রাস্তায় এসব রাখা ছিল তাঁরা অধিকাংশই সরিয়ে নিয়েছেন। বাকি কিছু জায়গায় থাকতে পারে। আমি বিষয়টি দেখছি।'

টোটোচালক রাজু দাস বলেন, 'অনেকেই বাড়ি তৈরি করছেন। কিন্তু নির্মাণসামগ্রী রাস্তায় রাখছেন। এতেই সমস্যায় পড়ছেন পথচলতি মানুষ সহ গাড়িচালকরা। রাস্তার পাশে জমা বালি, পাথরে যে কোনও সময় গাড়ির চাকা আটকে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যাত্রীসুরক্ষায় বালি-পাথর এড়িয়ে গাড়ি চালাতে হয়। এজন্য বহু সময় যানজট তৈরি হয়।' বাইকচালক পৃথ্বীরাজ রায় বলেন, 'পুরসভা বা বাড়ির মালিকদের হুঁশ না ফিরলে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। পুরসভা থেকে অতীতে মাইকিং করে রাস্তায় রাখা বালি, পাথর বাজেয়াপ্ত করার বহুবার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি।'

এজন্য শহরের দেশবন্ধুপাড়া, পান্ডাপাড়া রোড, নিউ সার্কুলার রোড, রায়কতপাড়া, স্টেশন রোড সহ অনেক এলাকায় মরণফাঁদ তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ফের মাইকিং করে পুর নাগরিকদের সচেতন করা শুরু করেছি। এরপর থেকে রাস্তা বা রাস্তার পাশে নির্মাণসামগ্রী পড়ে থাকতে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে পুরসভা সেসব বাজেয়াপ্ত করবে।'

শীত পড়তেই গাঁদা ফুলের চারার খোঁজ। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

পাড়ায় পাড়ায়

ময়নাগুড়ি

খেলার মাঠে পানীয় জল নেই

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগর খেলার মাঠ এবং সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জল মেলে না। যখন স্থানীয় ইউথ ক্লাব ফুটবল এবং ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আসর বসায় তখন খেলোয়াড় থেকে আয়োজক সকলের ভরসা মাঠের পার্শ্ববর্তী একাধিক পরিবার। দশম শ্রেণির ছাত্র শিশির দাসের কথায়, 'খেলা সেরে একটু জল খেতে চাইলে সেই বন্দোবস্ত নেই খেলার মাঠে। পড়শিদের বাড়ি থেকে জল চেয়ে খেতে হয়।'

পুর নাগরিকদেরও পানীয় জল বয়ে নিয়ে আসতে হয় শহরের বাজার থেকে। স্থানীয় বাসিন্দা রতন সরকার বলেন, 'আমরা পানীয় জল পরিষেবা থেকে আগাগোড়াই বঞ্চিত হয়ে রয়েছি।' যদিও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় জানান, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পুর এলাকায় ৩১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার কাজ শুরু হয়েছে। ওই এলাকায় যাতে নতুন করে জলের পাইপলাইন বসানো হয় তার বন্দোবস্ত করা হবে। আগামী আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে শহরে সর্বত্র বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে যাবে।

ধূপগুড়ি

দায়িত্ব কার, দ্বন্দ্বে শিকেয় রাস্তা সংস্কার

ধূপগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : রাস্তা তৈরি হলেও এখন সংস্কারের দায়িত্ব কার তা নিয়ে দ্বন্দ্ব জেলা পরিষদ ও পুরসভা কর্তৃপক্ষের মধ্যে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। কথা হচ্ছে ধূপগুড়ি পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতালপাড়া এলাকায় পার্কের পেছনের রাস্তাটির। ধূপগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।'

ভাওয়ালপাড়ার সেতু সংলগ্ন এলাকায় পিচের রাস্তাটির ঢালাই উঠে গিয়ে বালি, পাথর বেরিয়ে এসেছে। দায় এড়াতে লাল কাপড় লাগিয়ে মানুষকে সতর্ক করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। বাসিন্দা দীপক ভাওয়াল বলেন, রাস্তা ভেঙে গর্ত হয়ে গিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা হতে পারে। তাড়াতাড়ি রাস্তাটি সংস্কার করা উচিত। এলাকাবাসীর তরফে রাস্তা মেরামতের ব্যাপারে পুর কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করলেও কোনও কাজ হয়নি। উলটে ওই রাস্তাটি জেলা পরিষদের বলে দায় এড়িয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যা মমতা সরকার বৈদ্য বলেন, পুরো বিষয়টি জেলা পরিষদে জানিয়েছি। তাড়াতাড়ি রাস্তাটির সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী এবং শুভাশিস বসাক

শেড চালু হয়নি, সমস্যায় মাছ ব্যবসায়ীরা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারের ভেতরে রয়েছে মাছ বাজার। সেখানে ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন একটি শেড তৈরি হলেও সেটি এখনও চালু হয়নি। ফলে সেখানে বসতে পারছেন না মাছ ব্যবসায়ীরা। ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে শেডটি তৈরি করেছে প্রশাসন। মাছ বিক্রেতা বিমল দাস বলেন, 'সমস্যার কথা পুর কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। এখানে বসে মাছ বিক্রি করা খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এদিকে, বর্তমানে মাছ ব্যবসায়ীরা যেখানে বসে ব্যবসা করছেন পুরসভার তরফে সেখানে একটি নর্দমা তৈরি হয়েছে। কিন্তু গোটা জায়গা আবর্জনা, জল, কাদায় ভর্তি। তাই সেখানেও বসতে পারছেন না তাঁরা। এর জেরে পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ওই ব্যবসায়ীরা। মাছ ব্যবসায়ী বিপ্লব দাস বলেন, 'জায়গাটি আবর্জনা দিয়ে ভরে রয়েছে। মাছ বাজারে অনেকদিন হল একটি শেড তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখনও চালু হয়নি।'

বাজারের সমস্ত আবর্জনা এনে মাছ বাজারের ঢোকার রাস্তার ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। এতে আবর্জনা ও জলকাদা ছড়িয়ে রয়েছে জায়গাটিতে। মাটিতে পলিথিন বিছিয়ে যাঁরা মাছ বিক্রি করতেন সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। জায়গাটির এমন অবস্থা যে সেখানে বসে দোকানদারি করার মতো পরিস্থিতি নেই। ময়নাগুড়ি বাজার ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুশীল দাস বলেন, 'এই সমস্যার ফলে কেউ ঠিকমতো ব্যবসা করতে পারছেন না।' ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'নতুন শেডটিতে সামান্য ঢালাইয়ের কাজ বাকি রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে কথা বলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে বলা হবে। পাশাপাশি জমে থাকা আবর্জনা ও কাদা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।' সবমিলিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীরা।

নতুন শেডে জমিয়ে রাখা হয়েছে আবর্জনা।

রাখি দ্য বস

‘আমি রাখি মজুমদার, গুলজার আমার স্বামীর পদবি।’ তবে কোনও পদবিই তিনি ব্যবহার করেননি কখনও। এ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। সত্যিই, এভাবে জীবনে বসিং তো সবাই নয়, কেউ কেউ করতে পারে! দীর্ঘদিন পর। মনের তাগিদে পর্দায় ফিরেছেন তিনি। ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের কথায় **শবরী চক্রবর্তী**

শেষ পর্যন্ত শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জেদের কাছে হার মানলেন তিনি। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে একেবারেই অন্তরের টানে রাজি হয়েছেন নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘আমার বস’-এ অভিনয় করতে। গোয়ায় ৫৫তম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে দেখানো হয়েছে আমার বস।

এত বছর বাদে ছবি কেন করলেন? রাখির বক্তব্য, ‘এই শিবুর জন্য। আমার ভায়ের নামও শিবু। ও আর নেই। তাই ফোনে ওর শিবু নামটা বলতে কানে বেজেছিল। ফেরাতে পারিনি। তবে প্রথমে যখন বলল, আমাকে ছবির চিত্রনাট্য শোনাতে চায়, বলেছিলাম এখন ছবি করছি না। কিন্তু ও এরপরেও বারবার এত আগ্রহের সঙ্গে চিত্রনাট্যর কথা বলছিল, তই রাজি হলাম। তবে ওকে বলেছিলাম, আমার বাড়িতে এসে চিত্রনাট্য শোনাতে হবে। পড়ার সময় ওর আবেগটা দেখতে চেয়েছিলাম।’

এ তো গেল, রাখির কথা। ছবি এবং রাখি গুলজারকে নিয়ে ছবি প্রসঙ্গে শিবুও এবার মুখ খুললেন, ‘রাখিজি ওঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলেন অনেকটা সুকুমার রায়ের স্টাইলে, ঠিকানা চাও, বলছি শোনো,...তিনমুখো তিন রাস্তা ধরে...সেভাবেই ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। প্রথমে ভয় করছিল। শোনার পর রাখিজির গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছিল। বললেন ভালো ছবি।’ এরপর চলতি বছরের গোড়ায় শুটিং হল।

বহুরূপী-র মতো এই ছবিতেও শিবু অভিনেতা, হয়েছেন রাখির ছেলে। সেখানে দুই অভিনেতার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভীষণভাবে দরকার। সে কথাই আর একবার শোনালেন রাখি। তাঁর কথায়, ‘আমি কী চাইছি বুঝে শিবু অভিনয় করত, ও কী করছে সেটা দেখে আমার অভিনয়।’ এই হাত ধরাধরিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অন্য পরিচালক নন্দিতা রায়ও। তিনি বলেছেন, ‘উনি এখানে অভিনয় করেননি, যা করেছেন, তা এসেছে আপনা থেকেই। আমি হয়তো সিন নিয়ে কিছু বলেছি, উনি প্রথমে বলেছেন করব না। পরে অসাধারণ একটা শট দিয়েছেন।’

ছবির গল্প বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে। সে প্রসঙ্গে রাখি বলেন, ‘এ ধরনের গল্প এখন কেউ বলে না। এই গল্প সবার ভালো লাগবে, বিশেষ করে বয়স্কদের এবং কর্মরতা মহিলাদের।’ ছবিতে মা ও ছেলের সম্পর্কের ওঠানামা আছে। রাখি বলেন, ‘শিবুর চরিত্রটা খুবই বাস্তববাদী, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্কটা খুবই খারাপ।’

পরিচালক শিবুকেও তিনি দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, ‘ও একটু আলাদা ধরনের পরিচালক। নিজের কাজটা খুব শান্ত হয়ে, নম্র হয়ে করে। আমার মনে হয়, পরিচালক হিসেবে এটাই ওর সবথেকে বড় গুণ।’

ছবির আর এক আকর্ষণ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। রাখি ও সাবিত্রীর একসঙ্গে কাজও এই প্রথম। সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রাখি বলেন, ‘এত বয়সেও ওঁর স্মৃতিশক্তি কি দারুণ। এখনও মুহূর্ত বুঝে সংলাপ বলেন, সেই অনুযায়ী অভিভ্যক্তি দেন, ‘আমি তো থমকে দাঁড়িয়ে থাকতাম, শিবু হাঁ হয়ে যেত, বলত কী করে গেল রে বাবা!’

এই আপাত গম্ভীর ব্যক্তিত্বময়ী রাখি কিন্তু শুটিংয়ে শিবপ্রসাদের চেহারা নিয়েও টানাটানি করেছিলেন। শিবুকে বলেছেন তোমার পেট আগে যায়, মুখ পিছনে। এটা নায়কের চেহারা? সাংবাদিকদের সামনেই এই আলোচনায় রাখিও হাসেন, অন্যরাও।

ফিল্ম ফেস্টিভালে ‘আমার বস’ ছাড়াও রাখির আরও একটি প্রাপ্তি ছিল। তাঁর ৫০ বছর আগের ছবি ২৭ ডাউন আবার প্রদর্শিত হল। ১৯৭৪ সালে অবতারকৃষ্ণ কলেরএই ছবিতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছিলেন রাখি। মুম্বাই-বারণসী লোকাল ট্রেনে শালিনী আর টিকিট পরীক্ষক সঞ্জয়ের প্রেমের এই ছবি রাখিকে আবার সেই যৌবনের নস্টালজিয়ায় ফিরিয়ে দিল। বললেন, ‘তখন অন্য ছবির ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও নিজের থেকে ছবিটা করেছি। খুব ভালো লেগেছিল গল্পটা।’

নতুন ও পুরোনো ছবির আবহের মধ্যেই জানা গেল কেন তিনি ছবি থেকে সরে গেলেন। বললেন, ‘একদিন দেখলাম আমার সমসাময়িকরা কেউ নেই। তার জায়গায় নতুন শিল্পীরা এসেছেন। তাঁদের জায়গা ছেড়ে দিতেই আমিও সরে গেলাম। তবে ছবির পরিবেশে আমি আছি। আমার মেয়ে মেঘনা ছবি করছে। নতুন পুরোনো শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।’

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে গুলজারকে বিয়ে করেন রাখি। তার আগেও পর্দায় তিনি শুধুই রাখি, পরেও তাই। অনায়াসে বলেন, ‘আমি রাখি মজুমদার, গুলজার আমার স্বামীর পদবি।’ তবে কোনও পদবিই তিনি ব্যবহার করেননি কখনও। এ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। সত্যিই, এভাবে জীবনে বসিং তো সবাই নয়, কেউ কেউ করতে পারে!

সিনে-বালা

সময়টা ওঁদেরই

২০২৪ সালে রমরমা মহিলা পরিচালিত ছবির। মেয়েদেরই চলচ্চিত্রায়িত করেছেন তাঁরা। সাদরে গৃহীত হয়েছে সেসব ছবি দেশ ও বিদেশে। সেইসব চমকে দেওয়া নির্মাণ ও নির্মাতাদের কথায় শবরী চক্রবর্তী

পুরুষতন্ত্রের চোখরাঙানি সর্বত্র। মেয়েরা এখনও পিছিয়ে, তবে সেই লাল চোখকে অস্বীকারের লড়াইয়ে মেয়েরা ক্রমশই জিতছেন। সংসারে, সম্পর্কে, পেশায়, সমাজে, সবখানেই সেই জেতার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিনোদন জগৎও তার ব্যতিক্রম নয়। ২০২৪ সালে এই জগতে পুরুষ-নির্মাতাদের ছবির সংখ্যা অজস্র, ফ্লপের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু মহিলাদের ছবি হলে হাউসফুল সাইনবোর্ড হয়তো ঝোলায়নি, তবে ছবি করার টাকা উঠে এসেছে, লাভও হয়েছে। তার ওপর আছে গোল্ডেন গ্লোব, অস্কারে মনোনয়নের মতো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি— মহিলা পরিচালকরা প্রমাণ করেছেন ওঁরা পারেন।

লাপতা লেডিজ, কিরণ রাও

২০২৪ সালের টক অফ দ্য টাউন ছিল লাপতা লেডিজ, পরিচালক কিরণ রাও। বিহারে এক কাল্পনিক গ্রামের গল্প। বিয়ের পর কনে বদল হয়। এই ‘বদল’কেই ব্যবহার করে একজন, অন্যজন ‘বদল’ থেকেই রোজগারের পথ খুঁজে পায়। গ্রামের মেয়ের কাছে স্বামী, শ্বশুরবাড়ি বদলে যাওয়াকে এমন মজার মোড়কে আনা, একেবারেই নতুন, এই কাজটাই করেছেন কিরণ। দর্শকরা তো পছন্দ করেছেনই, অস্কারেও ভারতের অফিশিয়াল এন্ট্রি ছিল এই ছবি। মেয়েদের পরিচালনায় সিনেমার এই সাফল্যের কথায় কিরণ বলেছেন, ‘মেয়েরা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা জায়গা করছে, কিন্তু আরও নারী চিত্রনাট্যকার, গল্পকার, পরিচালকের আসা দরকার, তঁদের ওপর বিনিয়োগ করাও দরকার। আমি আকর্ষণীয় চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে এভাবেই ছবি করে যাব।’

ভিলেজ রকস্টার ২, রিমা দাস

বুসান ফিল্ম ফেস্টিভালে কিম জিসোক পুরস্কার পেয়েছে। ২০১৭ সালের একই নামের ছবির সিক্যুয়েল এটি। বুসানে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত ৮টি ছবির মধ্যে এটিই একমাত্র ভারতীয় ছবি। বিজয়িনী রিমা বলছেন, ‘এ গল্প মা, প্রকৃতি, সংগীত এবং তার স্বপ্নের সঙ্গে ধানুর সম্পর্কের।’ মা-মেয়েকে কেন্দ্রে রেখে ছবি করে সেই পিতৃতন্ত্রকেই অস্বীকার করেছেন।

গার্লস উইল বি গার্লস, শুচি তালাতি

মা আর মেয়ের গল্প নিয়ে তৈরি আরেকটি ছবি। সানডান্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ওয়ার্ল্ড সিনেমা ড্রামাটিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জেতে। অভিনেয়ের জন্য প্রীতি পাণিগ্রাহী বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছেন। ছবির প্রযোজক রিচা চাড্ডা ও আলি ফজল। ছবির সাফল্য নিয়ে শুচি বলেছেন, ‘গত বছর এতগুলো মহিলা পরিচালিত ছবি সামনে এসেছে, এটা কাকতালীয় হলেও এই সফরের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত।’

অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট, পায়েল কাপাডিয়া

আরও একটি আলোচ্য ছবি। প্রথম ভারতীয় ছবি যা ৩০ বছর পর কান-এ গ্রাঁ পি পুরস্কার পেয়েছে। প্রথম ভারতীয় ছবি গোল্ডেন গ্লোবে মনোনীত হয় প্রতিযোগিতার জন্য। অস্কার কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে প্রতিযোগিতা বিভাগে থাকা ভারতীয় ছবির মধ্যে এই ছবির কথাও উল্লেখ করে। দেশে ও বিদেশে দারুণ রিভিউ পেয়েছে এই ছবি। মুম্বাই শহরে অনু, প্রভা, ছায়াদের জীবন, স্বপ্ন,অনিশ্চয়তা উঠে এসেছে পায়েলের চিন্তা আর ক্যামেরায়। এও পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এক নিরুচ্চার প্রতিবাদ।

শর্মাজি কি বেটি, তাহিরা কাশ্যপ

আয়ুষ্মান খুরানার স্ত্রী-র এটি প্রথম ছবি। দর্শকরা পছন্দও করেছেন। মামি সহ অন্য পুরস্কারে মনোনয়ন পেয়ে তিনিও আপ্লুত। এছাড়াও আছে বাণিজ্যিক সফল ছবি। সেখানেও নারীদের ছড়ি ঘোরানো স্পষ্ট। তার মধ্যে আছে স্ত্রী ২—যেখানে শ্রদ্ধা কাপুরের ‘ভূত’ বক্স অফিস থেকে ৮৭৫ কোটি টাকা তুলেছে। আছে রিহা কাপুর প্রযোজিত তাব্বু, করিনা কাপুর খান, কৃতি শ্যানন অভিনীত ক্রিউ, বিদ্যা বালানের দো অর দো পাঁচ, ভূমি পেডনেকরের ভক্ষক। ওটিটি-তে কাজল ও কৃতি শ্যাননের দো পাত্তি-ও সাড়া ফেলেছে। নজর কেড়েছেন ইয়ামি গৌতম ও প্রিয়া মণি, আর্টিকল ৩৭০ ছবিতে, চমকিলা ছবিতে অমরজিৎ কৌর হয়ে নজর কেড়েছেন পরিণীতি চোপড়াও।

শীতের দুপুরে সেলফিতে মজে মিমি। সেই ছবি পোস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে।

বিজ্ঞাপনে শাহরুখ, ফ্যানরা অভিভূত

ছেলের পোশাক ব্র্যান্ড ডি ইয়াভল এক্স-এর বিজ্ঞাপন করলেন শাহরুখ খান। ৫৯ বছরের তারকাকে দেখে পুরনো মদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে নেটমহলর। শুটিংয়ের ছবি সেট থেকে শেয়ার করেছেন শাহরুখের ম্যানেজার পূজা দাদলানি। এই ব্রান্ডের কালেকশন এক্স ৩ আসছে কিছুদিনের মধ্যেই, তারই মডেল হয়েছেন শাহরুখ। পূজা লিখেছেন, ...এক্স ৩, মিডনাইট টি ও নাইট ওয়াকার ২ প্যান্ট আসছে, তোমারটা নিয়ে নাও ১২ জানুয়ারি। কিছুদিন আগে এই এক্স ৩-এর একটি শিহরণ জাগানো ভিডিও শাহরুখ প্রকাশ করেন। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, তিনি ডি ইয়াভল জ্যাকেট পরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোনালিসার পেন্টিংয়ের দিকে এগোচ্ছেন, তারপর পেন্টিং সরিয়ে দিলেন জ্যাকেট দিয়ে। এক্স ৩-এর বিজ্ঞাপন দেখে শাহরুখ-ফ্যানরা আপ্লুত, তাঁরা লিখেছেন, বয়স শুধু নম্বর মাত্র। কেউ লিখেছেন,কবে শাহরুখের কিং-এর ঘোষণা হবে। আর কমেন্ট বক্স ভরে গিয়েছে লাল রঙের হৃদয় চিহ্নে।

রোশনদের তথ্যচিত্র নেটফ্লিক্সে

১০ জানুয়ারি হৃত্বিক রোশনের ৫১-তম জন্মদিন। তার এক দিন আগে ৯ তারিখেই ট্রেলার এল মুম্বাইয়ে বিখ্যাত রোশনদের নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র দ্য রোশনস-এর। এই পরিবারের ঐতিহ্য উঠে আসবে এই তথ্যচিত্রে, শোনা যাবে, রোশনদের প্রথম বিখ্যাত ব্যক্তি সুরকার রোশন, এরপর অভিনেতা-পরিচালক রাকেশ রোশন, সুরকার রাজেশ রোশন এবং অভিনেতা হৃত্বিক রোশনের কথা। ৩ মিনিটের ট্রেলার শুরু হচ্ছে হৃতিককে দিয়ে। দেখা যাচ্ছে, তিনি একটি ক্যাসেট রেকর্ডার চালাচ্ছেন, যেখানে তাঁর পিতামহ সুরকার রোশনের গান শোনা যাচ্ছে। হৃত্বিক আনন্দিত আর গর্বিত মুখে বলছেন, ‘এই আমার পিতামহর কণ্ঠস্বর। তাঁর আসল নাম রোশন লাল নাগরাথ। কীভাবে আমাদের পরিবার নাগরাথ থেকে রোশন হলাম, সেটা বেশ আকর্ষণীয় একটা গল্প।’ ট্রেলার বলছে, রোশনের অসাধারণত্ব বইছেন রাজেশ সুরকার হিসেবে, রাকেশ অভিনেতা, পরিচালক হিসেবে। তিন প্রজন্মের সাফল্যের সঙ্গে ট্রেলারে দেখা গিয়েছে কীভাবে গ্যাংস্টারদের গুলিতে আহত হন রাকেশ। তথ্যচিত্রে থাকবে আশা ভোঁসলে, শত্রুঘ্ন সিনহা,শাহরুখ খান, প্রিয়াংকা চোপড়া, অনিল কাপুর, প্রেম চোপড়া, সঞ্জয় লীলা বনশালি, অনু মালিক, ভিকি কৌশল, রণবীর কাপুরদের ক্যামেও। তাঁরা জানাবেন তাঁদের ওপর রোশনদের প্রভাব, রোশন সম্বন্ধে তাঁদের মতামত। নেটফ্লিক্স এই তথ্যচিত্রের বিষয়ে গত ডিসেম্বরে জানিয়েছে তাদের অফিশিয়াল হ্যান্ডেলে। এটি দেখা যাবে, ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ সালে।

ট্রফি হাতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে গতবারের দুই চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা ও জানিক সিনার। বৃহস্পতিবার।

কোয়ার্টারেই হয়তো জকো-আলকারাজ

মেলবোর্ন, ৯ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের বাছাইপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। রবিবার শুরু বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল টুর্নামেন্টের ড্র। সূচি অনুযায়ী সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালেই মুখোমুখি হতে পারেন নোভাক জকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

গত বছর অলিম্পিকে সোনা জিতলেও কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি জকোভিচ। এবার নতুন কোচ অ্যান্ডি মারের হাত ধরে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ঘরে তুলতে মরিয়া সার্বিয়ান টেনিস তারকা। তিনি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অভিযান শুরু করবেন ওয়াইল্ড কার্ডে সুযোগ পাওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিশেষ বাসাভারেড্ডির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। ১৯ বছরের নিশেষ প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসরে পা রাখছেন।

অন্যদিকে প্রথম রাউন্ডে আলকারাজের প্রতিপক্ষ আলেকজান্ডার শেভচেঙ্কো। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার অভিযান শুরু করবেন নিকোলাস জেরির বিরুদ্ধে। টুর্নামেন্টে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সুমিত নাগাল প্রথম রাউন্ডে চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাসায়েকের মুখোমুখি হবেন।

প্রদর্শনী ম্যাচের পর আলেকজান্ডার ভেরেভকে আলিঙ্গন নোভাক জকোভিচের।

গতবারের মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে নামছেন। প্রথম মহিলা হিসাবে এই নজির গড়ার হাতছানি সাবালেঙ্কার সামনে। প্রথম রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লোয়ানে স্টিফেন্স। মেলবোর্ন পার্কে অভিযান শুরুর আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী সাবালেঙ্কা। বলেছেন, 'আমার মনে হয় খেতাব ধরে রাখার ক্ষমতা আমার আছে। তবে তার জন্য অনেকটা পথ যেতে হবে। অনেক কিছু করতে হবে। প্রতিনিয়ত নিজেকে আরও উন্নত করে তুলতে হবে, এই মানসিকতা নিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামছি আমি।'

এদিকে, ওপেন যুগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এতদিন পর্যন্ত অংশ নিয়েছেন সবাধিক ৯৪টি দেশের প্রতিনিধি। তবে এবার সেই সংখ্যাটা বেড়ে হল ৯৫। লেবাননের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে বাছাই পর্বে খেলে এবার টুর্নামেন্টের মূলপর্বে নামবেন হাদি হাবিব।

বুমরাহকে অধিনায়ক চান সানি

সোনার হাঁস না কাটার পরামর্শ কাইফের

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : রোহিত শর্মার টেস্ট কেরিয়ার কি শেষ?

যদি তা নাও হয়, আর কতদিন লাল বলের ফরম্যাটে দেখা যাবে, সেই নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। রোহিতকে নিয়ে টানাপোড়েনে পরবর্তী অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিতের অনুপস্থিতিতে পারথ এবং সিডনিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বুমরাহ। অধিনায়ক রোহিতের জুতোয় পা দেওয়ার ক্ষেত্রে দৌড়ে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে স্পিডস্টারই।

সুনীল গাভাসকারও মনে করেন, রোহিতের পর নেতৃত্বের ব্যাটন পাওয়া উচিত ভারতীয় দলের স্পিডস্টারের। বুমরাহ স্বাভাবিক নেতা। অস্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে নিজের দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ব্রডকাস্টার 'চ্যানেল ৭'-কে সানি বলেছেন, 'বুমরাহ সহজাত নেতা। যখনই সুযোগ পেয়েছে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সতীর্থদের থেকে সেরাটা আদায় করে নিতে জানে। অযথা বাকিদের ওপর চাপ তৈরি করে না। বুমরাহ বোঝে, জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে সতীর্থরা প্রত্যেকেই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।'

মহম্মদ কাইফের অবশ্য যুক্তি আলাদা। প্রাক্তন ব্যাটার মনে করেন, বুমরাহর কাঁধে নেতৃত্বের বাড়তি বোঝা চাপালে নিজেদের পায়ে কোপ মারবে ভারত। জসপ্রীত হল সোনার ডিম দেওয়া হাঁস। বুঝেসুঝে ব্যবহার করা উচিত। অধিনায়ক করা হলে অতিরিক্ত চাপ থাকবে। চোটপ্রবণ ভারতীয় স্পিডস্টারের জন্য যা মোটেই সঠিক পদক্ষেপ হবে না। তাই বুমরাহকে অধিনায়ক করার আগে সবদিক খতিয়ে দেখা উচিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নির্বাচক কমিটি, থিংকট্যাংকের। বরং রোহিতের উত্তরসূরি হিসাবে ঋষভ পন্থ অথবা লোকেশ রাহুলকে অধিনায়ক করা যেতে পারে।

পারথ টেস্টে বোলিংয়ের মতো নেতৃত্বেও নজর কাড়েন জসপ্রীত বুমরাহ।

সমাজমাধ্যমে কাইফ লিখেছেন, 'বুমরাহকে স্থায়ী অধিনায়ক করার আগে দুইবার ভাবা উচিত বিসিসিআইয়ের। ওর পুরো ফোকাস থাকা উচিত উইকেট নেওয়া ও ফিটনেসে। নেতৃত্বের বাড়তি দায়িত্ব চাপ বাড়াবে। চোটের সম্ভাবনা বাড়বে। থাকবে স্বপ্নের কেরিয়ার সংক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও। সোনার হাঁসকে কখনও মারা উচিত নয়। সতর্কতা জরুরি।'

ভারতীয় বোর্ডকে মনে করিয়ে দেন জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেস রেকর্ডও। কাইফের মতে, অধিনায়কের গুরুভার চাপানোর আগে যা ভালোভাবে খতিয়ে দেখা উচিত। সেদিক থেকে একজন ব্যাটার সঠিক বিকল্প। আরও লিখেছেন, 'আইপিএলে নেতৃত্বের ভার সামলেছে ঋষভ, লোকেশ। ওরা ভালো বিকল্প। বুমরাহ কখনোই অধিনায়ক রোহিতের সঠিক উত্তরসূরি নয়। এমনিতেই ফাস্ট বোলার হিসেবে শরীরে বাড়তি ধকল। তার ওপর সতীর্থদের থেকে সেভাবে সাহায্য না পাওয়া, চাপ বাড়িয়েছে বুমরাহর। এটা কিন্তু চোট প্রবণতার অন্যতম কারণ। রোহিতের পর স্থায়ী অধিনায়ক নির্বাচনের আগে যা মাথায় রাখা উচিত সবার।'

অনুষ্কাও রেহাই পায়নি : সিধু

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : বিরাট কোহলির ব্যর্থতায় অতীতে বারবার তাঁকে দায়ী করা হয়েছে। ট্র্যাডিশন আজও জারি। কোহলির চলতি ব্যাডপ্যাচ নিয়ে সমালোচকদের টার্গেট হয়েছেন স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাও। এদিন যা নিয়ে সমালোচকদের পালটা দিয়েছেন নভজ্যোৎ সিং সিধু।

বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে সিধু বলেছেন, 'কেউ মাস দুয়েক খারাপ ফর্মে থাকা মানে, তাঁকে বাতিল করে দেওয়া নয়। তাঁকে তরতাজা হয়ে ফেরার সুযোগ দিতে হবে। মার্ক টেলর একসময় বছর দেড়েক ফর্মে ছিল না। সেখান থেকেই দারুণভাবে ফিরে এসেছিল। মহম্মদ আজহারউদ্দিন ব্যর্থ হয়েছিল লম্বা সময় ধরে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও বলেছিল, ও টানা ৮ ইনিংসে রান পায়নি। কিন্তু একটা ভালো স্কোরে ছন্দ ফিরে পেয়েছিল। বিরাটকে নিয়েও আমি আশাবাদী।'

এরপরই অনুষ্কার প্রসঙ্গ টেনে প্রাক্তন ওপেনারের দাবি, 'এটাই প্রথমবার নয়, বিরাটের সমালোচনা হচ্ছে। এমনকি সমালোচকরা বিরাটের স্ত্রীকেও রেহাই দেয়নি। বিতর্কে টেনে এনেছে। এটা ভুল। আমাদের নায়কদের সম্মান প্রাপ্য। সেটা সবার করা উচিত। বোঝা উচিত, প্রত্যেককেই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। একটু ধৈর্য দেখাতে হবে।'

ভারতীয় দলের অজি সফরের

'রোহিতরাও মানুষ'

ব্যর্থতায় গেল গেল রব তোলারও পক্ষপাতী নন। সিধুর যুক্তি, মাস ছয়েক আগেই ভারত টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। তবে লাল বলের ফর্ম্যাটে গত কয়েক সিরিজে কোনও ব্যাটারই ধারাবাহিক নয়। তাই দুই-একজনকে টার্গেট করে বাকিদের নিয়ে চুপ থাকা সঠিক নয়। বিরাট-রোহিত শর্মার প্রতি সিধুর পরামর্শ, '৮০টি আন্তর্জাতিক শতরান, দশ হাজারের কাছাকাছি যে রান করেছে, তাকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। বাড়ি ফিরে নিজের ব্যাটিংয়ের ভিডিওগুলি দেখুক, তাহলেই বুঝে যাবে শরীর থেকে দূরে ব্যাট নিয়ে গিয়ে খেলছে। সমাধানের রাস্তা নিজেই করে নিতে পারবে। রোহিতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দুজনের টেকনিক দুর্দান্ত। রোহিতকে ফিটনেস নিয়ে খাটতে হবে শুধু। টি২০ বিশ্বকাপে ও কিন্তু মিচেল স্টার্ককে তিন ছক্কা মেরে ভারতের জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল। সবাই কি তা ভুলে গিয়েছেন? বোঝা উচিত, রোহিতরাও মানুষ।'

জসপ্রীতকে নিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : একজনকে নিয়ে হইচই চলছে। সিডনি টেস্টে তাঁর পিঠের চোট নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। জসপ্রীত বুমরাহর পিঠের চোটের সঠিক অবস্থা কেমন, এখনও অজানা দুনিয়ার। তিনি পুরো ফিট হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারবেন কিনা, জানে না ক্রিকেট সমাজ।

আর একজনকে নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। বিরাট কোহলির ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া উচিত, এমন দাবিও উঠে গিয়েছে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে জীবনের শেষ টেস্ট সিরিজে চরম ব্যর্থ হয়েছেন কোহলি। অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞই বলতে শুরু করেছেন, কোহলির লাল বলের ক্রিকেট কেরিয়ার শেষ। কিন্তু বিরাট নিজে কী ভাবছেন, জানা নেই কারোর। তিনি কি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবেন? এই প্রশ্নেরও স্পষ্ট জবাব নেই কোথাও। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্রের দাবি, কোহলি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ হারের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেশে ফিরে এসেছেন। সামনেই ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ ও একদিনের সিরিজ। সেই সিরিজের পর ফেব্রুয়ারি-মার্চে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সিডনি টেস্টের পর আপাতত টিম ইন্ডিয়ার জন্য লাল বলের ক্রিকেট নেই। ভারতীয় দল ফের টেস্ট খেলবে আগামী জুন মাসে ইংল্যান্ডে। বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার জন্য। আজ সামনে এসেছে চমকপ্রদ এক তথ্য। জানা গিয়েছে, বিলেতের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবে হয়তো কাউন্টি ক্রিকেট খেলবেন কোহলি। ইতিমধ্যেই বিলেতের বেশ কিছু কাউন্টি দলের সঙ্গে বিরাটের আলোচনা শুরুও হয়েছে। যদিও সমালোচনায় জর্জরিত বিরাট নিজে এই ব্যাপারে মুখ খোলেননি। অতীতে কখনও কোহলি কাউন্টি খেলেননি কোহলি। তাই এবার তিনি খেললে নিশ্চিতভাবেই দারুণ ব্যাপার হবে বিলেতের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য। তাছাড়া তাঁর স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে সম্প্রতি যেভাবে সমাজমাধ্যমে ট্রোল করা হচ্ছে, তাতে বিরাট বিরক্ত।

ইংল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতিতে কাউন্টি খেলতে পারেন কোহলি

চোটের শুশ্রূষায়

- জসপ্রীত বুমরাহর পিঠের চোট গুরুতর।
- নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক রোয়ান শওটনের কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন বুমরাহ।
- বছর দুয়েক আগে যখন পিঠে অস্ত্রোপচার হয়েছিল বুমরাহর, তখন নিউজিল্যান্ডের এই চিকিৎসকই সেই অস্ত্রোপচার করেছিলেন।

পরিস্থিতির দাবি মেনে আপাতত কিছু করতেও পারছেন না তিনি। স্যর ডনের দেশে সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত শতরান না করলে কোহলির পরিসংখ্যান আরও খারাপ হতে পারত। কিন্তু তারপরও বিরাটের জন্য পজিটিভ কিছু নেই। কোহলিকে নিয়ে টানা সমালোচনার মাঝে বুমরাহকে নিয়ে শুরু হয়েছে উদ্বেগ। সিডনি টেস্টের সময় পিঠে চোট পাওয়ার কারণে ম্যাচের তিন নম্বর দিনে বল করেননি বুমরাহ। আজ জানা গিয়েছে, তাঁর পিঠের চোট গুরুতর। এতটাই যে, নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক রোয়ান শওটনের কাছে পরামর্শ নিচ্ছেন বুমরাহ। বছর দুয়েক আগে যখন পিঠে অস্ত্রোপচার হয়েছিল বুমরাহর, তখন নিউজিল্যান্ডের এই চিকিৎসকই সেই অস্ত্রোপচার করেছিলেন।

এমন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসকের থেকে বুমরাহর পরামর্শ নেওয়ার খবর সামনে আসার পরই তাঁকে নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। বিসিসিআই ও টিম ইন্ডিয়ার তরফে বুমরাহর চোট নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ফলে তাঁকে নিয়ে জল্পনা, ধোঁয়াশা আরও বেড়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহর খেলা নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এখন দেখার, কীভাবে বুমরাহর চোট নিয়ে জল্পনার অবসান হয়। শেষ পর্যন্ত ফের পিঠে অস্ত্রোপচার করতে হলে বেশ কয়েক মাসের জন্য ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হবে বুমরাহকে। টিম ইন্ডিয়ার জন্য সেটা মোটেও ভালো হবে না নিশ্চিতভাবেই।

প্যাট কামিন্সের হাতে ট্রফি দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল শুধু অ্যালান বর্ডারকে।

ট্রফি প্রদান বিতর্কে অজি বোর্ডকে বিঁধলেন ক্লার্ক

'গাভাসকারকেও ডাকা উচিত ছিল'

সিডনি, ৯ জানুয়ারি : মাঠে থেকেও নিজের নামাঙ্কিত ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে ডাক পাননি।

অজি ক্রিকেট বোর্ডের যে সিদ্ধান্তে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার। ভারতীয় কিংবদন্তির যে তোপের পর নিজেদের ভুলও স্বীকার করে নেন অজি ক্রিকেট কর্তারা। যুক্তি, ভারত জিতলে গাভাসকার বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি বিজয়ী অধিনায়কের হাতে তুলে দিতেন। অস্ট্রেলিয়া জেতায় অ্যালান বর্ডার ট্রফি তুলে দেন প্যাট কামিন্সের হাতে।

> এই রকম সিদ্ধান্তের যুক্তি আমার অন্তত বোধগম্য নয়। দুজনেই সিডনিতে ছিলেন। কোন দল জিতল, এটা বিচার্য ছিল না। অ্যালান বর্ডার, সুনীল গাভাসকার দুজনকেই ডাকা উচিত ছিল। একসঙ্গে প্রেজেন্টেশন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিজয়ী অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দিলে সঠিক পদক্ষেপ হত। সানির ক্ষোভ সংগত।
>
> **মাইকেল ক্লার্ক**

মাইকেল ক্লার্ক যদিও সেই যুক্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন। গাভাসকারের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দেশের বোর্ডকে কাঠগড়ায় তুললেন। ক্লার্ক মানছেন, সিরিজের আগেই বিষয়টি ঠিক হয়েছিল। তবে অজি বোর্ডের ট্রফি প্রদান নিয়ে পরিকল্পনা অনেকেরই অজানা। ফলে বিতর্ক, প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বর্ডার, গাভাসকারকে আগেই জানানো হয়েছিল। দুজনেই অবহিত। তবে এরকম সিদ্ধান্তের কোনও যৌক্তিকতা ছিল না। দুজনকেই আমন্ত্রণ জানালে ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠান আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত।

বিশ্বজয়ী অজি অধিনায়ক বলেছেন, 'এরকম সিদ্ধান্তের যুক্তি আমার অন্তত বোধগম্য নয়। দুজনেই সিডনিতে ছিলেন। কোন দল জিতল, এটা বিচার্য ছিল না। বর্ডার, গাভাসকার দুজনকেই ডাকা উচিত ছিল। একসঙ্গে প্রেজেন্টেশন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিজয়ী অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দিলে সঠিক পদক্ষেপ হত। সানির ক্ষোভ সংগত। ওর ক্ষোভের কারণটা বুঝতে পারছি।'

ক্লার্কের মতে, নিজেদের নামাঙ্কিত ট্রফিতে দুই কিংবদন্তি গোটা সিরিজে ধারাভাষ্যকার হিসাবে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। কাটাছেঁড়া করেছেন দুই দলের পারফরমেন্সের। কোনও একটা সিরিজ ঘিরে এরকম সুযোগ কিন্তু সবসময় ঘটে না। দুজনেই কিংবদন্তি। একসঙ্গে ট্রফি তুলে দিলে দারুণ হত। বিরল যে সুযোগ নিজেদের ভুলে হাতছাড়া করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড।

জঘন্য ক্রিকেটে লজ্জার হার সুদীপ-অভিদের

হরিয়ানা-২৯৮/৯ বাংলা-২২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : ব্যর্থতার সেই চেনা ছবি!

দিন বদলায়। বছর ঘুরে যায়। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্রিকেটে বাংলার ব্যর্থতার ধারা অব্যাহত থাকে।

অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার্স ফাইনালে আজ হরিয়ানার বিরুদ্ধে ৭২ রানে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল বাংলা। ঠিক যেভাবে শেষ ডিসেম্বরে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতার প্রি-কোয়ার্টার্স ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল সুদীপ ঘরামির বাংলা। আজ সেই ধারা বজায় রেখে হরিয়ানার বিরুদ্ধে জঘন্য ক্রিকেট খেলে কোয়ার্টার্স ফাইনালের স্বপ্নভঙ্গ হল টিম বাংলার। টসে জিতে হরিয়ানাকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন অধিনায়ক সুদীপ। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৯৮/৯-এর বড় স্কোর করেছিল হরিয়ানা। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে ৪৩.১ ওভারে ২২৬ রানে অলআউট বাংলা।

মহম্মদ সামিকে (৬১/৩) নিয়ে প্রবল আগ্রহ ছিল আজকের ম্যাচে। তিনি কেমন পারফর্ম করেন, কেমন ছন্দে রয়েছেন, হাঁটুর চোটের অবস্থাটা ঠিক কেমন -নানা প্রশ্ন ছিল। বল হাতে তিন উইকেট নিয়ে সামি প্রমাণ করেছেন তিনি ফিট। দশ ওভার বোলিংও করেছেন। কিন্তু দলকে ভরসা দেওয়ার কাজটা করতে পারেননি। মুকেশ কুমারের (৪৬/২) অবস্থাও একই। বরোদার মোতিবাগের স্টেডিয়ামে সামি-মুকেশ বাংলার হয়ে বোলিং শুরু করছেন। অথচ, বিপক্ষ হরিয়ানা রান করছে ২৯৮, ছবিটা বঙ্গ ক্রিকেটের জন্য একেবারেই ভালো বিজ্ঞাপন নয়। ব্যাটারদের অবস্থাও করুণ। বাংলা ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের 'রোগ' অবশ্য নতুন নয়। সমস্যার কথা সবারই জানা। কিন্তু রোগের দাওয়াই পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার দিকে বরোদা থেকে একরাশ হতাশা নিয়ে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'জঘন্য ক্রিকেট খেলেছি আমরা। বোলাররা তবু চেষ্টা করেছিল। হরিয়ানার রান ৩০০-র কমে আটকেও রেখেছিল। কিন্তু ব্যাটাররা ডুবিয়ে দিল। স্পষ্ট বলছি, আমরা একেবারেই প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারিনি।'

৩ উইকেট নিলেও মহম্মদ সামি ১০ ওভারে খরচ করলেন ৬১ রান।

আশঙ্কা যেখানে

- মহম্মদ সামি-মুকেশ কুমার বাংলার হয়ে বোলিং শুরু করার পরও বিপক্ষ ২৯৮ রান করছে।
- প্রত্যাশা জাগিয়েও ব্যাটারদের বড় ইনিংস বা জুটি গড়তে ব্যর্থ হওয়া।
- ব্যাটিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। হয়তো রনজির বাকি পর্বে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারের অভিযান শেষ বাংলার। চলতি মরশুমে বাকি রয়েছে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্বের জোড়া ম্যাচ। ২৩ জানুয়ারি থেকে বাকি থাকা ম্যাচের আগে বাংলা ক্রিকেটে অশনিসংকেত হিসেবে হাজির সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের চোট। আজ ব্যাটিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন সুদীপ। জানা গিয়েছে, চোট গুরুতর। হয়তো রনজির বাকি পর্বে তাঁকে পাওয়া যাবে না। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'চোট খেলার অঙ্গ। সুদীপকে না পেলে বাকিদের নিয়েই কাজ চালাতে হবে।' প্রশ্ন একটাই, এভাবে আর কতদিন?

জবাব নেই কোথাও। আগামীকাল সন্ধ্যার দিকে বরোদা থেকে কলকাতায় ফিরছে টিম বাংলা। হয়তো আগামী কয়েকদিন দলের ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা চলবে। পরে ফোকাস ঘুরে যাবে রনজির দিকে। কিন্তু ব্যাটিং-বোলিংয়ের 'রোগ' থেকেই যাবে। যার ওষুধ জানা থাকলেও পরিস্থিতির বদল হয় না।

কোচ গম্ভীরের পাশে দাঁড়ালেন নীতীশ-রানা

ভণ্ড বলে সমালোচনায় বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : অতীতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্রিকেট কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর। আইপিএলের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কোচিংয়ের আঙিনায়। এখনও পর্যন্ত সেই অভিজ্ঞতা একেবারেই সুখের হয়নি টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কা। তারপরই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ হার। টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর কোচ গম্ভীরকে নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়াজুড়ে চলছে সমালোচনার ঝড়। আজ সেই তালিকায় নতুন নাম হিসেবে যুক্ত হয়েছেন প্রাক্তন বাংলা অধিনায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। গম্ভীরের কোচিং দক্ষতার পাশে তাঁর ক্রিকেটীয় ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রোহিত শর্মাদের কোচকে 'ভণ্ড' আখ্যা দিয়েছেন মনোজ। বলেছেন, 'গম্ভীর কোচ হিসেবে কী করছে, আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। কোচ হওয়ার যোগ্যতা ওর কতটা রয়েছে, তা নিয়েই সংশয় রয়েছে আমার। আসলে ও মুখে যা বলে, তার কিছুই করে দেখায় না। কোচ হিসেবে গম্ভীর আসলে ভণ্ড।'

প্রাক্তন বাংলা অধিনায়ক যেদিন

> গম্ভীর কোচ হিসেবে কী করছে, আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। কোচ হওয়ার যোগ্যতা ওর কতটা রয়েছে, তা নিয়েই সংশয় রয়েছে আমার। আসলে ও মুখে যা বলে, তার কিছুই করে দেখায় না। কোচ হিসেবে গম্ভীর আসলে ভণ্ড।
>
> **মনোজ তিওয়ারি**

কোচ গম্ভীরকে তুলোধোনা করেছেন, সেদিই তাঁর হয়ে ব্যাট ধরেছেন নীতীশ রানা ও হর্ষিত রানা। দুজনই কলকাতা নাইট রাইডার্সে কোচ, মেন্টর হিসেবে গম্ভীরকে কাছ থেকে দেখেছেন। কোচ গম্ভীরের জমানাতেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট অভিষেক হয়েছে হর্ষিতের। এহেন হর্ষিত-নীতীশদের মনে হচ্ছে, গম্ভীর কোচ হিসেবে দুর্দান্ত। আলাদাভাবে তাঁর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার মানেই হয় না। ক্রিকেটের প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ কোচ কমই রয়েছে। নীতীশের কথায়, 'সমালোচনা হতেই পারে। কিন্তু সেই সমালোচনার মধ্যে তথ্য থাকা দরকার। গোতিভাই আমার দেখা সেরা নিবেদিত প্রাণ ক্রিকেটার ও কোচ। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে ও।' নীতীশের মতোই হর্ষিতও একই সুরে বলেছেন, 'গোতিভাই যেমন দুর্দান্ত ক্রিকেটার ছিলেন, তেমনই দারুণ কোচ। হতে পারে অস্ট্রেলিয়া সফরে সিরিজ জিততে পারিনি আমরা। কিন্তু তার জন্য একা গোতিভাইকে কাঠগড়ায় তোলার মানেই হয় না। ক্রিকেটে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটেই থাকে।'

বার্সেলোনায় এমনটাই ছিল লিওনেল মেসির সাজঘরের লকার রুম।

নিলামে মেসির লকার

বার্সেলোনা, ৯ জানুয়ারি : নিলামে উঠতে চলেছে লিওনেল মেসির লকার। শুনতে অবাক লাগলেও এমনটাই ঘটতে চলেছে। সম্প্রতি বার্সেলোনা তাদের সমর্থকদের জন্য একটি অভিনব নিলামের আয়োজন করতে চলেছে। সেই নিলামে ক্লাবের বিভিন্ন ঐতিহাসিক জিনিস থাকবে। এই নিলামের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বার্সেলোনায় থাকাকালীন আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসির ব্যবহার করা লকার। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই লকারটির প্রারম্ভিক মূল্য রাখা হয়েছে সাড়ে তিন লক্ষ ডলার।

নিলামে মেসির ছাড়াও রয়েছে রোনাল্ডিনহো, জেরার্ড পিকে, নেইমারদের ব্যবহার করা লকার। এছাড়া ক্লাবের পেনাল্টি স্পট ও কর্নার ফ্ল্যাগও নিলামে থাকছে। ২৩ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিলাম চলবে বলে জানা গিয়েছে।

বর্তমানে বার্সেলোনার আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো নয়। এই নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ ক্লাবের আর্থিক সমস্যার কিছুটা সুরাহা করতে পারে বলেই ধারণা বার্সা বোর্ডের।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **শিলিগুড়ির সুকান্তনগর লাফিং ক্লাবের** প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রশিক্ষক **শ্রী প্রাণেশ বসাক** মহাশয়ের ৮০তম জন্মদিনে আমরা সবাই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রাণভরা ভালোবাসা জানাই। সেইসঙ্গে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। - **সুকান্তনগর লাফিং ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ ও পরিবারবর্গ।**

☺ আজ আমার জন্মদিন। সবাইকে অনেক প্রীতি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই। আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানাবেন। - **জাভেরিয়া ইরহা অ্যালাইনা,** শিবযজ্ঞ রোড, খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অনিশ্চিত কামিন্সও

সিডনি, ৯ জানুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহর মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্যাট কামিন্সের খেলা নিয়েও ঘোর অনিশ্চয়তা। সদ্যসমাপ্ত বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির উইকেট তালিকার সেরা দুই বোলার। ৩২ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা বুমরাহ। কামিন্সের ঝোলায় ২৫ শিকার। তবে ৫ ম্যাচের লম্বা সিরিজে অতিরিক্ত ধকলের ফল, গোড়ালির সমস্যায় আজি অধিনায়ক।

শ্রীলঙ্কা সফরে বিশ্রামের ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন কামিন্স। আশঙ্কা ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণ নিয়েও। এদিনই দুই টেস্টের শ্রীলঙ্কা সিরিজের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। প্রত্যাশামাফিক বিশ্রামে প্যাট কামিন্স। গোড়ালির হাল বুঝতে দুই-একদিনের মধ্যে স্ক্যান করাবেন। রিপোর্ট হাতে আসার পরই বোঝা যাবে আইসিসি টুর্নামেন্টে কামিন্সের খেলার বিষয়টি।

স্মিথের নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কায় অজিরা

নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান জর্জ বেইলি শ্রীলঙ্কা সফরের দল ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে কামিন্সের স্ক্যান রিপোর্টের জন্য। তারপর বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে।' বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে চোট পেয়ে ছিটকে যান জোশ হ্যাজেলউড। মিচেল স্টার্ক অপরদিকে ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগেছেন। ফলে বাড়তি চাপ নিতে হয়েছে কামিন্সকে। ৫ ম্যাচের সিরিজে ১৬৭ ওভার বল করেন। ফল, গোড়ালি বিগড়োনো।

হ্যাজেলউডের অবশ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। বেইলি জানিয়েছেন, মাঠে ফিরতে প্রচুর খাটছেন হ্যাজেলউড। চোট কাটিয়ে ফেরার প্রক্রিয়া ভালোভাবে এগোচ্ছে। আশাবাদী, আইসিসি টুর্নামেন্টে পাওয়া যাবে। তবে পেসারদের ওয়ার্কলোডের দিকে বাড়তি নজর রাখার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে নেন বেইলি। দল নির্বাচনের সময় যা গুরুত্ব পাবে।

কামিন্সের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কাগামী দলে নেই অফফর্মে থাকা মিচেল মার্শও। দুই টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। অধিনায়কের দৌড়ে ট্রাভিস হেডও ছিলেন। তবে স্টপগ্যাপ অধিনায়ক হিসেবে স্মিথের নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বেইলিরা। স্মিথের ডেপুটির দায়িত্বে হেড।

হ্যাজেলউড, কামিন্সের অনুপস্থিতিতে পেস ব্রিগেডে স্টার্কের সঙ্গে স্কট বোল্যান্ড ও সিন অ্যাবট। সবকিছু ঠিক থাকলে শ্রীলঙ্কা সফরে টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে অ্যাবটের। ২৯ জানুয়ারি শুরু টেস্ট সিরিজের জন্য ১৬ সদস্যের ঘোষিত দলে নতুন মুখ কুপার কনোলি। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম তিন টেস্টে সুযোগ পেয়ে ব্যর্থ হলেও ওপেনার নাথান ম্যাকসুইনি ডাক পেয়েছেন।

আছেন ভারতের বিরুদ্ধে দুই অভিষেককারী স্যাম কনস্টাস ও বিউ ওয়েবস্টার। শ্রীলঙ্কা সিরিজও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত। তবে সিডনিতে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট ইতিমধ্যেই আদায় করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

ডার্বিতে নেই ক্রেসপো

হালকা চোট আনোয়ার-সৌভিকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ডার্বির প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগের দুই ভরসা ডেভিড লালহালানসাঙ্গা ও ক্লেইটন সিলভা।

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : শেষ দুই ম্যাচে ডিফেন্সের ভুল নাকি অমনোযোগিতা? কী কারণে জয় অধরা, এখনও বোধহয় বিশ্লেষণ করে চলেছে লাল-হলুদ শিবির। তবে তারই মধ্যে মেগা ডার্বির দামামা বাজতেই সম্পূর্ণ বড় ম্যাচের আবহে ঢুকে পড়েছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ থেকে ফুটবলাররা সকলেই।

বুধবার সকালেই সরকারিভাবে জানা গিয়েছে, গুয়াহাটিতেই শেষপর্যন্ত হচ্ছে ডার্বি। হয়তো আভাস ছিলই। তবু মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এই দেরিতে জায়গার কথা ঘোষণাকে অনেকেই ইচ্ছাকৃত মনে করছেন। যার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল কর্তারাও আছেন। এই কোথায় হবে-র মানসিক দোলাচলে প্রস্তুতি কি বিঘ্নিত হয় না? ব্রুজোঁ অবশ্য এখন এই বিষয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে রাজি নন। তিনি বরং বলছেন, 'ক্লাব, সমর্থক, এঁদের সবার প্রতি একটা দায়বদ্ধতা তো থাকেই পেশাদার হিসাবে। তাই প্রতিপক্ষের সঙ্গে এসব নিয়ে ঝামেলায় না জড়িয়ে বরং নিজেদের খেলায় মনোযোগী হওয়া ভালো। হ্যাঁ, গত কয়েকটা দিন এই মাঠ নিয়ে একটা আশ্চর্যরকম টানাপোড়েন ছিল। কিন্তু আমরা নিজেদের ফোকাস নষ্ট করতে রাজি নই।' প্রথম ডার্বিতে এসে যখন ডাগআউটে বসে পড়েন তখন দলটা তাঁর ছিল না। বরং অনেকখানি ছিল তাঁর দেখে নেওয়ার, বুঝে নেওয়ার ম্যাচ। কিন্তু এবারের ডার্বি সম্পূর্ণভাবে কোচ হিসাবে ব্রুজোঁর নিজস্ব ম্যাচ। সেই অর্থে প্রথম ডার্বি এদেশে তাঁর। তবু ম্যাচটাকে তিনি সবথেকে কঠিন ম্যাচ বলতে নারাজ। বরং তাঁর দলকে আন্ডারডগ বলা হচ্ছে শুনে চিরকাল ডার্বি সম্পর্কে সবাই যা বলে এসেছে, সেটাই বললেন অস্কার, 'এই ম্যাচে ফেভারিট বা আন্ডারডগ কেউ থাকে নাকি? সবসময় তো ৫০-৫০ হয়। আর আপনারা যদি আমাকে উসকে কিছু বলাতে চান, তাহলে বলি মোহনবাগানেরও তো সমস্যা আছে। ওদেরও কিছু চোট-আঘাত সমস্যা আছে। সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।'

তাঁর দলের চোট-আঘাতগুলো অবশ্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সমর্থকদের কাছে। সাংবাদিক সম্মেলনের সময়ে বাড়তি কথা না বলতে চাইলেও পরে গল্প করতে করতে বলে ফেলেন, সাউল ক্রেসপো ও মহম্মদ রাকিপের খেলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আনোয়ার আলি আর সৌভিক চক্রবর্তী সম্ভবত খেলবেন হাতে বাড়তি ফুটবলার না থাকায়। তবু সৌভিকের ১০ এবং আনোয়ারের ৩০ শতাংশ সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে না খেলার। ম্যাচের দিন পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাওয়ার দূর্ভাবনা থেকেই এই শতাংশের হিসাবটা তিনি দিয়ে গেলেন। তাঁর দলের আরও একটা বড় সম্ভাবনা হল, দলের ফুটবলারদের কার্ড দেখার প্রবণতা। সে রেফারির ভুলেই হোক বা নিজেদের দোষে। ডার্বির আগে আর ঝামেলায় জড়াতে চান না বলেই বোধহয় অস্কারের এদিন সাবধানি মন্তব্য, 'রেফারিদের

> এই ম্যাচে ফেভারিট বা আন্ডারডগ কেউ থাকে নাকি? সবসময় তো ৫০-৫০ হয়। আর আপনারা যদি আমাকে উসকে কিছু বলাতে চান, তাহলে বলি মোহনবাগানেরও তো সমস্যা আছে। ওদেরও কিছু চোট-আঘাত সমস্যা আছে। সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

সততায় আমরা আস্থা রাখি। আসলে ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি বেশিরভাগ সময়ে। কিছু সিদ্ধান্ত হয়তো একটু জটিলতা তৈরি করেছে। শনিবার ওদের দিক থেকে কোনও ভুল হবে না বলেই আশা রাখি।'

সাদা শার্ট আর নীল জিন্সে এদিন যতই লাল-হলুদ কোচকে এদিন ঝকঝকে লাগুক না কেন, ফুটবলাররা বোধহয় খানিক চাপেই আছেন। ডিফেন্সের ভুলের প্রসঙ্গ উঠতে তাই লালচুংনুঙ্গার গম্ভীর মুখ, আরও গম্ভীর হল। কৃত্রিম ভঙ্গিতে জানিয়ে গেলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের তো ক্লিনশিট রাখা উচিত। চেষ্টা করছি অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্যগুলো দূর করতে।' গুয়াহাটি রওনা দেওয়ার আগে সম্ভবত এই সমস্যাই আসল কোচের কাছেও। কারণ প্রতিপক্ষ ডিফেন্সের সামান্য ভুল মানেই তাদের ছিঁড়ে খেয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে বাগানের বিখ্যাত আক্রমণভাগ। আর সেটা হোক, চান না ৮ থেকে ৮০-র লাল-হলুদ সমর্থকরা।

গুয়াহাটি যাচ্ছেন না অনিরুদ্ধ

বড় ম্যাচের আগে চনমনে পেত্রাতোস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : ডার্বি এলেই জ্বলে ওঠেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দিমিত্রিস পেত্রাতোস। বড় ম্যাচে গোল করা আর গোল করানোটা একপ্রকার অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। কিন্তু চোট থাকায় এবার ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তাঁর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। যদিও বৃহস্পতিবার সবুজ-মেরুনের অনুশীলনে যে ছবি দেখা গেল তাতে খুশি হতেই পারেন বাগান সমর্থকরা।

এদিন কড়া নিড়াপত্তার ঘেরাটোপে ডার্বির মহড়া সারল টিম মোহনবাগান। এমনকি ফুটবলাররা বেরোনোর সময়ও তাঁদের আশপাশে কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছিল না। তবুও অনুশীলন শেষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডের সামনে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন একঝাঁক সমর্থক। দিমি বেরোতেই নিরাপত্তা এড়িয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। সেলফির হিড়িক। সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই গোলের আবদারও পৌঁছাল তাঁর কাছে। অজি তারকাও হাসিমুখে ইতিবাচক ঘাড় নাড়লেন। শনিবারের মহারণে প্রথম একাদশে তাঁর থাকা অনিশ্চিত। তবুও তিনি যে বড় ম্যাচের প্লেয়ার। তাই বোধহয় জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিংসরা থাকতেও ডার্বির আগে দিমির দিকেই তাকিয়ে বাগান জনতা। এদিন অনুশীলনেও বেশ চনমনে লাগল তাঁকে। মূল দলের সঙ্গেই গা ঘামান। পুরোদমে সিচুয়েশন অনুশীলনে অংশ নেন। শনিবার দিমিত্রিস হয়তো পরিবর্ত হিসাবে নামতে পারেন। সম্পূর্ণ ফিট গ্রেগ স্টুয়ার্টও। ডার্বিতে শুরু থেকে তাঁর খেলার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এদিন প্রস্তুতিতে দুইজনকেই সমানভাবে দেখে নেন স্প্যানিশ কোচ।

তবে অনিরুদ্ধ থাপাকে নিয়ে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার চিন্তা বাড়ল। এদিন অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। দলের সঙ্গে গুয়াহাটিও যাচ্ছেন না। সূত্রের খবর কমপক্ষে দিনদশেক মাঠের বাইরে থাকতে হবে মোহনবাগানের মিডফিল্ড জেনারেলকে। ফলে ডার্বি তো

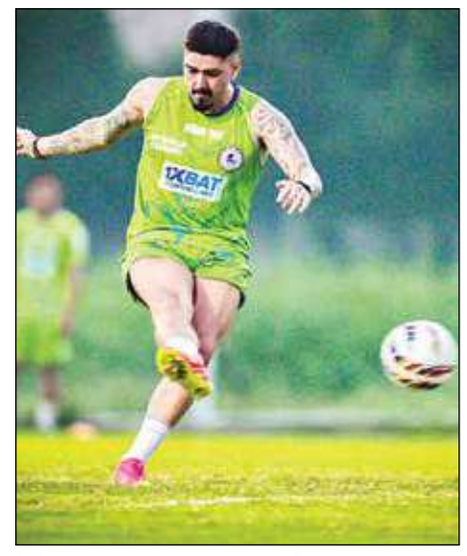

ইস্টবেঙ্গলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি হচ্ছেন পেত্রাতোস।

বটেই জামশেদপুর ম্যাচেও তাঁকে পাওয়া যাবে না। এই পরিস্থিতিতে মাঝমাঠে একাধিক বিকল্প তৈরি রাখছেন মোলিনা। বৃহস্পতিবার যেমন সিচুয়েশন অনুশীলনে সাহাল আব্দুল সামাদের সঙ্গে মাঝমাঠে জুটি বাঁধতে দেখা গেল দীপক টাংরিকে। পাশাপাশি এদিন প্রস্তুতিতে সেটপিসের ওপরও জোর দেন সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ কোচ। এদিকে মোহনবাগান টিম ডার্বি খেলতে গুয়াহাটি যাচ্ছে দুই দফায়। শুক্রবার বেলার দিকে একদল উড়ে যাবে। কোচ সহ বাকি কয়েকজন ফুটবলার যাবেন বিকেলের বিমানে।

ডার্বির ২৪ হাজার টিকিট অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি : ডার্বি কোন শহরে? এই পর্ব মিটতে না মিটতেই সমর্থকদের প্রশ্ন ছিল, টিকিট কবে পাওয়া যাবে? অবশেষে গুয়াহাটিতে হতে চলা ডার্বির জন্য এদিন অনলাইনে টিকিট ছাড়ল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ওইদিনই শহরে বিজেপি-র তাবড় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসছেন এক র‍্যালিতে অংশ নিতে। ফলে এই ম্যাচ করতে দিতেই শুরুতে আগ্রহী ছিল না অসম পুলিশ-প্রশাসন। তবে পরবর্তীতে জট কাটে এবং অনুমোদন আসে। তারপরেই এদিন একসঙ্গে প্রায় ২৪ হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছে। এই ম্যাচে একটা বড় সুবিধা হল, দুই দলের যেসব সমর্তক অনলাইনে টিকিট কাটবেন তাঁদের আর কাগজের টিকিট লাগবে না। গুয়াহাটি স্টেডিয়ামে পাঞ্চিং মেশিন থাকায় মোবাইলে স্ক্যান করালেই গ্যালারিতে প্রবেশ করা যাবে। মোহনবাগান আয়োজক বলে এই ম্যাচে মাত্র একটিই গ্যালারি থাকছে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য। এছাড়াও কিছু টিকিট ওখানকার সরকারি দফতরে, অফিসারদের ও আমলাদের দেওয়াও বাধ্যতামূলক।

আজ জাতীয় লিগে নামছে লাল-হলুদ : শুক্রবার মহিলাদের জাতীয় ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গল অভিযান শুরু করছে কিকস্টার্ট এফসি-র বিরুদ্ধে। দলের কোচ অ্যান্ড্রুস বলেছেন, 'আমরা এক মাস প্রস্তুতি নিয়েছি। মরশুমটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।' চলতি মরশুমে আলিপুরদুয়ারের মেয়ে অঞ্জু তামাংকে গোকুলাম থেকে সই করিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। জাতীয় দলের এই নিয়মিত খেলোয়াড়ই মাঝমাঠের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠতে চলেছেন। এছাড়া আশালতা দেবী, সুইটি দেবীর মতো জাতীয় দলের তারকাদের দলে নিয়েছে তারা।

কোয়ার্টারে সাত-চি, প্রণয়ের বিদায়

কুয়ালালামপুর, ৯ জানুয়ারি : মালেশিয়ার ওপেন ব্যাডমিন্টনে ভারতীয় শাটলারদের বৃহস্পতিবার দিনটা ভালো গেল না একদমই। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ছিটকে গেলেন এইচএস প্রণয়। তিনি ৮-২১, ২১-১৫, ২১-২৩ পয়েন্টে হেরেছেন সপ্তম বাছাই লি শেই ফেংয়ের কাছে। মহিলাদের ডাবলসে তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ ২১-১৫, ১৮-২১, ১৯-২১ পয়েন্টে হেরেছেন চিনের জিয়া ই ফান-ঝাং শু জিয়ানের কাছে। মিক্সড ডাবলসে পরাজয় স্বীকার করেছেন ধ্রুব কপিলা-তানিশা কাস্ত্রোও। তাঁদেরকে ১৩-২১, ২০-২২ পয়েন্টে হারিয়ে দেন চিনের সপ্তম বাছাই জুটি চেঙ্গ জিং-ঝ্যাঙ্গ চি জুটি। এদিন একমাত্র ভারতের পুরুষ ডাবলস জুটি চিরাগ শেট্টি ও সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা ২১-১৫, ২১-১৫ পয়েন্টে মালেশিয়ার তান উই কিয়ঙ্গ-নূর মহদ আজরিয়ান আয়ুবের বিরুদ্ধে জয় পান।

হেরে রেফারিংকে দুষছে লিভারপুল

লন্ডন, ৯ জানুয়ারি : মরশুমের দ্বিতীয় পরাজয়। লিগ কাপে প্রথম পর্বের সেমিফাইনালে টটেনহাম হটস্পারের কাছে হেরে চাপে লিভারপুল। অপ্রত্যাশিত হারের পর খুব স্বাভাবিকভাবেই মেজাজ হারালেন দলের কোচ আর্নে স্লট। ক্ষোভ উগরে দেন ম্যাচের রেফারিং নিয়ে। অভিযোগ, যে ফুটবলারের লাল কার্ড দেখার কথা, তাঁর গোলেই জিতেছে স্পার্স।

বুধবার রাতে ৬৮ মিনিটে একটি হলুদ কার্ড দেখেন টটেনহামের ফুটবলার লুকাস বার্জভাল। এর কিছুক্ষণ পরই লিভারপুল ডিফেন্ডার কস্তাস সিমিকাসকে মারাত্মকভাবে ফাউল করেন তিনি। সিমিকাসকে মাঠও ছাড়তে হয়। তবুও বার্জভালকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেননি রেফারি। এরপরই জয়সূচক গোলটি করে টটেনহামের জয় নিশ্চিত করেন ওই সুইডিশ ফুটবলার। তবে লিভারপুলও গোল করার একাধিক সুযোগ পেয়েছিল। প্রথমার্ধের শেষদিকে স্পার্স রক্ষণে তারা যেভাবে চাপ তৈরি করেছিল তাতে গোল না পাওয়াটাই অস্বাভাবিক। বাকি ম্যাচেও সুযোগ নষ্টের বন্যা বইয়েছেন দিয়োগো জোটা, কোডি গাকপোরা।

তবে হারের কারণ হিসাবে স্লট খারাপ রেফারিংকেই বড় করে দেখিয়েছেন। বলেছেন, 'রেফারির ওই একটি সিদ্ধান্তই ফারাক গড়ে দিয়েছে। চতুর্থ রেফারি আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছেন কেন হলুদ কার্ড দেখানো হয়নি বার্জভালকে। তবে আমার মনে হয় যে কোনও রেফারিই ওইরকম ফাউলের পর হলুদ কার্ড দেখাতেন। টটেনহামের মতো দল শেষ কিছুক্ষণ দশজনে খেললে আমরা হয়তো সুবিধা

হার মানতে পারছেন না আর্নে স্লট।

করতে পারতাম। তবে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ এখনও বাকি আছে।' রেফারির সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে মনে করছেন লিভারপুল ফুটবলার ভার্জিল ভ্যান ডায়েকও। বলেছেন, 'রেফারির ভুল সিদ্ধান্তের জন্যই আমাদের ভুগতে হল।'

স্প্যানিশ সুপার কাপ

ফাইনালে বার্সা

জেড্ডা, ৯ জানুয়ারি : ভারতীয় সময় বুধবার রাতে ড্যানি ওলমো ও পাও ভিক্টরকে নিয়ে সুখবরটা শুনেই স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে নেমেছিল বার্সেলোনা। স্পেনের শীর্ষ আদালত দুই ফুটবলারকে খেলার জন্য সাময়িক ছাড়পত্র দেয়। যদিও শেষ চারের ম্যাচে তাঁদের মাঠে নামানো সম্ভব হয়নি। তবুও অ্যাথলেটিক বিলবাওকে অনায়াসেই হারিয়ে সুপার কাপ ফাইনালের টিকিট আদায় করে নিল কাতালান জায়েন্টরা। হ্যান্সি ফ্লিকের দলের পক্ষে ম্যাচের ফল ২-০।

শেষ ১৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকা বিলবাওকে নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় ছিল বার্সা শিবির। তাদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে আক্রমণে ঝাঁপায় কাতালান ক্লাবটি। ফলস্বরূপ ১৭ মিনিটে প্রথম গোলটি তুলে নেয় ফ্লিকের দল। প্রতিআক্রমণ থেকে আলেহান্দ্রো বালদের মাপা মাইনাস ধরে তা জালে পাঠান গাভি। এরপর অ্যাথলেটিক বিলবাও বহু চেষ্টা করেও ম্যাচের গতিপ্রকৃতিতে এতটুকুও বদল আনতে পারেনি। উলটে ৫২ মিনিটে সেই গাভির পাস থেকেই ঠান্ডা মাথায় গোল করে

গোল করে লামিনে ইয়ামাল।

দলের জয় নিশ্চিত করেন লামিনে ইয়ামাল। বৃহস্পতিবার রাতে অপর সেমিফাইনালে মায়োরকার বিরুদ্ধে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। ফলে সুপার কাপ ফাইনালে এল ক্লাসিকো দেখার আশায় ফুটবলপ্রেমীরা।

এদিকে, লা লিগার আর্থিক নীতির বাইরে গিয়ে ওলমো ও ভিক্টরকে সই করিয়েছে বার্সেলোনা, এই অভিযোগে তাঁদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছিল। তবে চূড়ান্ত রায় ঘোষণার আগে পর্যন্ত তাঁদের খেলার জন্য সাময়িক ছাড়পত্র দিয়েছে স্পেনের ক্রীড়া আদালত। আদালতের সিদ্ধান্তে খুশি বার্সা কোচও। ফ্লিক বলেছেন, 'ম্যাচের আগে খবরটা পাওয়ায় দল বাড়তি উদ্দীপনা পায়। ওলমো ও ভিক্টরের জন্যই ম্যাচটা জিততে চেয়েছিলাম আমরা।' এই জয় ওই দুই ফুটবলারকেই উৎসর্গ করেছেন কাতালান জায়েন্টদের কোচ।

জিতল পিকে

বড়দিঘি, ৯ জানুয়ারি : আনন্দ সংঘ ক্লাবের আনন্দ সংঘ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার পিকে ইলেভেন ৫৩ রানে হারিয়েছে এসো কিছু করি দলকে। প্রথমে পিকে ১২ ওভারে ২১৮ রান করে। ম্যাচের সেরা মহম্মদ বাপ্পি ১১৯ রান করেন। জবাবে এসো কিছু করি ১৬৫ রানে অল আউট হয়। লাবিব সরকার ৪০ রান করেন। রকি ইসলাম ২২ রানে নেন ২ উইকেট।

জয়ী জলপাইগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : সুকনা গোল্ড কাপ ফুটবলে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ দল ২-১ গোলে সিকিমের জেভিসি সিংটামকে হারিয়েছে। জলপাইগুড়ির দীপঙ্কর রায় ও ম্যাচের সেরা বিকাশ রায় গোল করেন।

অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নিন
Apollo HOSPITALS
অর্থোপেডিক এবং আর্থ্রোস্কোপিক ক্লিনিক
ডা: রঞ্জিথ রেড্ডি
এমএস, অর্থো, আর্থ্রোস্কোপিতে ফেলো
অর্থোপেডিক পরামর্শদাতা এবং আর্থ্রোস্কোপিক শল্যচিকিৎসক
হাঁটু এবং কাঁধের যন্ত্রণা, জটিল দৈহিক অসুস্থতা, অস্টিও আথ্রাইটিস, আর্থ্রোপ্লাস্টি, হাঁটু এবং কাঁধের আর্থ্রোস্কোপি শল্য চিকিৎসা, শিশুদের অর্থোপেডিক, হাড়ের যুক্তস্থলে দ্রঢ়িমা, সম্পূর্ণ হাঁটু, নিতম্ব, কাঁধ এবং কনুইয়ের প্রতিস্থাপন, স্কোলিওসিস, স্পন্ডিলোলিস্থেসিস, পিঠ এবং কাঁধের যন্ত্রণা, মেরুদণ্ড সংক্রান্ত অসুবিধা ইত্যাদির জন্য পরামর্শ নিন।
তারিখ এবং সময়: রবিবার ১২ই জানুয়ারি ২০২৫ (সকাল ৮টা-দুপুর ১টা)
স্থান: অ্যাপোলো হসপিটালস (চেন্নাই) তথ্যপ্রদানকেন্দ্র
হলদিবাড়ি, নিউ মনোরমা ফার্মাসি, হলদিবাড়ি বাজার, (ট্রাফিক মোড়ের নিকটে), পিন-৭৩৫১২২
অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও নাম নথিভুক্তকরণের জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন : ৯৯৩২৯৯২৭০৭ / ৯৬১৪৮২৭৫২৫ / ৮০১৬৬৯৯০৯৩

ম্যাচের সেরা হয়ে কন্টিনেন্টো। - অনুপ সাহা

সেমিতে পানিয়ারা

ওদলাবাড়ি, ৯ জানুয়ারি : নেতাজি সুভাষ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও মোহন স্পোর্টিং ক্লাবের রিনা ঘোষ, পরশরাম আগরওয়াল ও সুদাম মণ্ডল ট্রফি নৈশ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল কলকাতার পানিয়ারা ইয়ং বেঙ্গল ক্লাব। বৃহস্পতিবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান এফসি-কে হারিয়েছে। বিধানপল্লি মাঠে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা কন্টিনেন্টো। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে নেপালের ঝাপা এফসি ও রাঙামাটির এসটি ব্রাদার্স।

৫ উইকেট বিশুর

জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ইভিনিং ক্লাব ২১ রানে জেওয়াইসিসি-কে হারিয়েছে। প্রথমে ইভিনিং ১৪৯ রানে গুটিয়ে যায়। বিকি সিনহা ৫৪ রান করেন। কুণাল ঘোষের অবদান ২৭। বিশু রায় ২২ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সিদ্ধান্ত রাউত (৩৫/৩)। জবাবে জেওয়াইসিসি ১২৮ রানে আটকে যায়। রাজু পাসোয়ান ৩৫ রান করেন। দেবরাজ দাস ১৭ ও শুভঙ্কর বিশ্বাস ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে জ্যোতি সংঘের ক্রিকেটাররা।

চ্যাম্পিয়ন জ্যোতি

চালসা, ৯ জানুয়ারি : বিধাননগর কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের সুকুমার দাম ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৩২ রানে বটতলা ওয়ার্সকে হারিয়েছে। কলাবাড়ি মাঠে টসে জিতে জ্যোতি ১৩.৫ ওভারে ১২৯ রানে অল আউট হয়। জবাবে বটতলা ১১. ২ ওভারে ৯৭ রানে গুটিয়ে যায়। ফাইনালের সেরা দীপক দাস। প্রতিযোগিতার সেরা সন্তোষ সিং। সেরা ব্যাটার মহম্মদ মাসুদ। সেরা বোলার পিন্টু রায়। *ছবি : রহিদুল ইসলাম*

উত্তরের খেলা

ফাইনালে ডিপিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি : ১৯তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল ডিপিএস শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল। ঘরের মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে ডিপিএস শিলিগুড়ি ৪৯ রানে হারিয়েছে ডিপিএস ফুলবাড়িকে। ম্যাচের সেরা ডিপিএস শিলিগুড়ির কুবের গোয়েল ৪৯ রানে ৪ উইকেটে নিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলকে ৩ রানে হারিয়ে দেয় ম্যাক উইলিয়াম। ডিপিএস ফুলবাড়ির মাঠে ম্যাচের সেরা আনন্দ দাস ৪৫ বলে করে ৬৪ রান।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা মাণিক রায় - কে

15.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95A 62560 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি যার ফলে আমার জীবন খুব সহজ এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ডিয়ার লটারি আমার সমস্ত আর্থিক সমস্যা দূর করে দিয়েছে এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার একটি ভালো পথ প্রদর্শিত করেছে। এই রকম একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজ্ঞাপনটির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।